বিল্বমঙ্গল

(পৌরাণিক নাটক)

[যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত]

৺ধনকৃষ্ণ সেন

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আষাঢ়—১৩৩১

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

কৃষ্ণ, নারদ, বিল্বমঙ্গল।

সুদেব ... ... বিল্বমঙ্গলের ভৃত্য।

সুকর্ম্মা ... ... কল্যাণপুর নিবাসী জনৈক বণিক।

রাধিকা, বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা ও শ্যামা।

শান্তি ... ... বিল্বমঙ্গলের স্ত্রী।

শোভা ... ... ঐ পালিতা ভগ্নী।

নন্দা ... ... সুকর্ম্মার স্ত্রী।

চিন্তা ... ... বিল্বমঙ্গলের রক্ষিতা বেশ্যা।

চিন্তা ... জনৈকা বেশ্যা।

বিল্বমঙ্গল

প্রথম দৃশ্য

[বিশাখাপুরী]

শান্তি ও শোভার প্রবেশ

শান্তি। পার্‌বি ত?

শোভা। তুমি কি মনে কর?

শান্তি। পার্‌বি ব'লেই ত বিশ্বাস করি।

শোভা। তবে আর এত জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ কেন?

শান্তি। কাজটা যে বড় শক্ত।

শোভা। শক্ত হ'লেও কাজ সহজ হ'লেও কাজ; যখন কাজ, তখন ক'র্‌তেই হবে।

শান্তি। দেখিস্!

শোভা। লেখাই আছে! তা নৈলে আর শোভা এসে শান্তির সঙ্গে মিলিত হয়!

শান্তি। সত্য বল্!

শোভা। লজ্জা নেই সত্যবদ্ধ হইনি। যখন তোমার চরণে জীবনমন অর্পণ ক'রেছি, তখন তুমি [illegible] আর আমার শক্তি-[illegible] কিছুই [illegible]

যখন তোমার কাজে প্রাণ দিতেও কাতর নই, তখন এ সত্য ত প্রথম হ'তেই করা আছে।

শান্তি। শোভা! তুই বৈ যে অভাগিনী শান্তির সংসারে কেউ নাই!

শোভা। তাহ'লে আর ভাবনা কি? তাহ'লে ত শোভাকে নিয়েই শান্তি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকৃতে পারে! তাহ'লে আর এত চিন্তা কেন? তাহ'লে আর এত মর্ম্মান্তিক বেদনা কেন? তাহ'লে আর এত ততোধিক যাতনা কেন?

শান্তি। তা কি তুই জানিস্ না শোভা? শান্তির এই অশান্তিময় জীবন-শ্মশানে তুই যে একমাত্র জুড়াবার স্থান! শান্তির এই অহর্নিশি প্রজ্জলিত তীব্র চিতানলে তোর সান্ত্বনা-বচনই যে একমাত্র শীতল বারি! সখি রে! সংসার আমার পক্ষে মরুভূমি, তুই সে মরু-মাঝে তরুছায়া। প্রাণ যখন একান্ত সন্তাপিত হ'য়ে উঠে, তখন তোর আশ্রয়ই অবলম্বন ক'রে, সেই সন্তাপ শীতল করি। তা নৈলে শোভা! তা নৈলে কি শান্তি এই অশান্তির ভার এতদিন বহন ক'র্‌তে সমর্থ হ'ত?

শোভা। অশান্তির ভার বহন কর, সেই শান্তিদাতা শ্রীহরিকে সাক্ষী রাখ, শান্তির পরিণামে শান্তির পুরস্কারই লাভ হবে।

শান্তি। দুঃখান্তে সুখ, বিশ্বপতির এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে এই নিয়মই চ'লে আস্‌চে বটে; কিন্তু সখি রে! এই অভাগিনী শান্তির দুঃখের জীবন যে নিতান্তই সে নিয়মের বহির্ভূত! সুখের নন্দনে যখন নিরানন্দের প্রবল দাবানল প্রজ্জলিত হ'য়েচে, তখন তার পরিণাম যে মহাশ্মশান, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শোভা। পরিণামের কথা সর্ব্ব-পরিণামদর্শী সেই শান্তিদাতাই জানেন; তুমি আমি তার বিচারকর্ত্তা নই। এখন কি ক'র্‌তে হবে, তাই বল।

শান্তি। সংসার-ত্যাগ।

শোভা। সঙ্গী কে হবে?

শান্তি। যার পক্ষে সংসার সংসার নয়, সেই সঙ্গী হবে।

শোভা। সংসার-ত্যাগ ত সামান্য কথা, তোমার সঙ্গে জীবন-ত্যাগেও কাতর নই। তার পর?

শান্তি। তার পর বেশ্যাগৃহে বাস, অথবা বেশ্যার দাস; তুই দাস আমি দাসী।

শোভা। তার পর?

শান্তি। তার পর সেই পরাৎপর পরমেশ্বরই জানেন, তাঁর যা ইচ্ছা, তাই হবে।

শোভা। প্রথমে পরিত্যাগ, সংসার-বাস; দ্বিতীয়ে পরিগ্রহণ,—বেশ্যার আবাস; অভিলাষ বা উদ্দেশ্য কি?

শান্তি। উদ্দেশ্য?—এ জীবনের উদ্দেশ্য-সাধন; নারী-জন্মের সার্থকতা-সম্পাদন; প্রাণপতির শ্রীচরণ-দর্শন; যেখানে জীবনের অধিষ্ঠাতা দেবতা বিরাজমান, সেইখানেই স্থানের সংস্থান ক'রব; যে চিন্তার প্রণয়-বিলাসে স্বামী আমার বিমোহিত, যে চিন্তার চিন্তা-সরসে স্বামী আমার নিমজ্জিত, শান্তি আজ সেই চিন্তার আশ্রয়ের ভিখারিণী! চিন্তা বেশ্যা হ'লেও আমার পক্ষে পরম দেবী। তার উপাসনাতেই যে আমার জীবন-দেবতা মন-প্রাণ সমর্পণ ক'রেচে। চিন্তার গৃহ বেশ্যালয় হ'লেও আমার পক্ষে বৈকুণ্ঠধাম। সেইখানেই যে আমার জীবন-দেবতা অহর্নিশি বিরাজমান আছেন। সখি রে! এ রাজ-অট্টালিকায় কেবল নিরাশা। সুখের বাসা সেইখানে, সেইখানেই স্বামীর চরণ-দর্শন হবে।

শোভা। সতী-জীবনে স্বামী-সোহাগই যে একমাত্র সুখ, স্বামী-সোহাগিনী না হ'লেও তা বিশেষ জানি। স্বামী-বিরহিণী রাজরাণী আর স্বামী-

সোহাগিনী ভিখারিণী, এ দু'য়ে তুলনা ক'র্‌লে, রাজরাণী বড় দুঃখিনী, আর ভিখারিণীই রাজরাণী ; কারণ, সে যে স্বামী-সোহাগরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ; উদরে অন্ন না থাক্‌লেও মনে তার সুখের অভাব কখন নাই। তবে এ ক্ষেত্রে একটা কথা বল্‌বার আছে।

শান্তি। কি ব'ল্‌বি শোভা ?

শোভা। জিজ্ঞাসা করি, এই লোকজনপূর্ণ সংসার-ভবন, আর মানবশূন্য নিবিড়-কানন, এ দু'য়ের মধ্যে শান্তি-নিকেতন কোন্‌টা ?

শান্তি। কেন শোভা ?

শোভা। বল না কেন ?

শান্তি। সংসারে শান্তি থাক্‌লে, যোগিজন সংসার ত্যাগ ক'রে, বনের মাঝে আশ্রয় লবেন কেন ?

শোভা। আর একটা কথা, মানবরূপী পতির অনিত্য-প্রেম, আর সেহ বিশ্বপতির নিত্য অনন্ত-প্রেম, এ দু'য়ের মধ্যে শান্তিময় কোন্‌টা ?

শান্তি। মনুষ্যের প্রেমে চির-শান্তিলাভ হ'লে, পতি পত্নীর প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে, পত্নী পতি-ভক্তি বিস্মৃত হ'য়ে, পিতা পুত্র-বাৎসল্য ভুলে গিয়ে, সেই প্রেমময় বিশ্বপতির প্রেম-অন্বেষণে জীবন-মন সমর্পণ ক'র্‌বে কেন ?

শোভা। তাই যদি সত্য হয়, তাহ'লে তেমন শান্তিময় বিজন-কানন থাক্‌তে, শান্তি আজ অশান্তির নরক-সমান সেই বেশ্যা-ভবনে আশ্রয় নিতে অভিলাষিণী কেন ? তাই যদি সত্য হয়, তাহ'লে সেই বিশ্বপতির তেমন অপার প্রেম উপেক্ষা ক'রে, শান্তি আজ মনুষ্য-পতির এমন অনিত্য-প্রেমে অনুরাগিণী কেন ? চল না, বনবাসে যাই ; চল না, সেই প্রেমময়ের নিত্য-প্রেমে প্রাণ দিই ;—মনুষ্যের উপাসনায় প্রয়োজন কি ? সে প্রেমে স্বার্থ নাই, চরিতার্থতা নাই, বিচ্ছেদ নাই,—সদা শান্তি, সদা মিলন !

গীত

তাই যদি গো জেনেছ মনে তবে মিছে কেনে।
অসার প্রেমে সঁপিয়ে প্রাণ, দাহন হবি নিশিদিনে।
ত্যজি এ ছার গৃহবাসে, চল না যাই বনবাসে,
একান্তে সেই পীতবাসে, সঁপিব প্রাণ তার চরণে।
বিচ্ছেদ নাই তার প্রেমে কখন,
সদা শান্তি সদা মিলন,
বিরহে প্রাণ হয় না দাহন,
সদা থাকে সুখ-সম্মিলনে।

শান্তি। জানি সখি! আমার মত পতি-বিরহিণীর সেই বিশ্বপতিই একমাত্র আশ্রয়। জানি ভাই! আমার ন্যায় অনাথার সেই অনাথনাথই একমাত্র উপায়। কিন্তু শোভা! এখন যে আমার সে উপায় অবলম্বন কর্‌বারও উপায় নাই!

শোভা। পাগলের কথা!

শান্তি। কেন শোভা?

শোভা। যিনি অনুপায়ের উপায়, তাঁর আশ্রয় নিতে তোমার উপায় নাই? এর চেয়ে আর পাগলের কথা কি হ'তে পারে?

শান্তি। সখি রে, কথাটা বড় পাগলের কথা নয়! যাঁর নামে জীবের সকল উপায় হ'য়ে থাকে, তাঁর শরণ গ্রহণ ক'রতে আজ আমার উপায় নাই। কথাটা বড় জ্ঞানের কথা শোভা! কথাটা বড় জ্ঞানের কথা!

শোভা। তোমার মাথা।

শান্তি। তাই না হয় হ'ল? কিন্তু একটা কথা বল দেখি?

শোভা। বল।

শান্তি। যতদিন মানুষের সংসারের প্রতি বিরাগ বা পত্নী পুত্রের প্রতি অস্নেহ না জন্মায়, ততদিন কি মানুষে সংসার-ত্যাগে সমর্থ হয়? যখন মানুষে বুঝ্‌তে পারে এ সংসার কিছুই নয়, পত্নীপুত্র কেউ নয়, মানুষের দ্বারা মানুষের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না, তখন ত সে সংসার পরিত্যাগ ক'রে, নিদান-বন্ধু পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রেমে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করে। মানুষের প্রেমে প্রেম-পিপাসার পরিতৃপ্তি না হ'লেই ত লোকে হরি-প্রেমের ভিখারী হয়?

শোভা। তাতে কি আর সন্দেহ আছে!

শান্তি। তবে সখি! আমার আর দোষ কি? আমার পতি-প্রেম-পিপাসার পরিতৃপ্তি দূরে থাক্, পতি-প্রেম যে কেমন, তার ত আমি এখনও কিছুই জানি না! পতি-প্রেমের আস্বাদ না বুঝ্‌লে, কেমন ক'রে প্রেমময় বিশ্বপতির অপার-প্রেমের আস্বাদ গ্রহণ ক'র্‌ব? পতি-পত্নীর প্রেমের ভাব উভয়ে উভয়ের কাছে শিক্ষা পায়। সে শিক্ষা না হ'লে কি কেউ বিশ্বপতির প্রেমের প্রেমিক হ'তে পারে? সখিরে! আমার যে এখনও পতি-প্রেমের পরিতৃপ্তি-সাধন হয় নাই।

শোভা। সেই প্রেমেরই পরিতৃপ্তি-সাধন কর;—এখন কি ক'র্‌তে হবে, তাই বল।

শান্তি। যারা জন্মের মত সংসার ত্যাগ ক'র্‌বে, তাদের আর কর্‌বার বেশী কাজ কি আছে ভাই? অকূলে ভাস্‌তে হবে;—অকূল-কাণ্ডারী শ্রীহরির শান্তিময় নাম স্মরণ ক'রে, অকূলে ভাসি গে চল। শোভা রে! পরিণামে শান্তির যে হরিনামেই শান্তিলাভ হবে!

শোভা। সেই শান্তিময় যেন শান্তির কামনা পূর্ণ করেন। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? হরি ব'লে, শ্রীহরি করাই ত ভাল হ'চ্চে।

শান্তি। একটু আয়োজন ক'র্‌তে হবে।

শোভা। আয়োজন আর কি কার্‌তে হবে? এ ত আর তীর্থ-যাত্রা ক'র্‌তে যাই নাই যে, পথের সম্বল বেঁধে নিয়ে যাব?

শান্তি। কি ব'ল্‌লি,—কি ব'ল্‌লি শোভা? এমন অজ্ঞানের কথা ব'ল্‌লি কেন? সতীর যে পতিই পরম-দেবতা। যে রমণী সভক্তি পতির চরণ-দর্শন ক'রে, তার কি আর তীর্থ-দর্শনের প্রয়োজন হয়? স্বামীর চরণ মহাতীর্থ; আমি আজ সেই তীর্থ-দর্শনে যাব সখি! আয়োজনের বিশেষ প্রয়োজন।

শোভা। কি আয়োজন ক'র্‌তে হবে?

শান্তি। বেশ-পরিবর্ত্তন।

শোভা। কোন্ বেশ প্রয়োজন?

শান্তি। অন্তিমের বেশ,—সংসার-ত্যাগের বেশ। আমি যোগিনী, তুই নবীন যোগী; কেমন শোভা! এই একাদশে যোগীবেশে তোকে ত কেউ চিন্‌তে পার্‌বে না!

শোভা। চিন্‌তে পারুক আর না পারুক, চিন্‌তে পেলেই বাঁচি এখন। কিন্তু এই চুলকটাই যে গোল বাধাবে?

শান্তি। জটা বেঁধে দিব; জটাতে শোভার শোভা আরও বেড়ে উঠ্‌বে।

শোভা। ব্যবস্থা ত সবই হ'ল; কিন্তু দেবতা-দর্শন ঘ'ট্‌বে কি ক'রে?

শান্তি। কেন শোভা?

শোভা। তীর্থক্ষেত্রে স্থান পাওয়াই ত সন্দেহের কথা।

শান্তি। সহজে সন্দেহের কথাই বটে; কিন্তু ছলনায় অতি সহজেই হবে।

শোভা। ছলনায় কি পাপ নাই?

শান্তি। ছলনা বা প্রবঞ্চনায় যদি পাপ না থাক্‌ত, তাহ'লে ইহসংসারে

সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যারই আদর হ'ত। কিন্তু শোভা! যে ছলনায় কখন কারও অপকার নাই, বরং উপকার আছে, সে ছলনায় যে পাপ নাই, এ কথা সাহস ক'রে ব'ল্‌তে পারি। কেন সখি! যে মিথ্যা ব্যবহারে প্রত্যক্ষ নিজের ইষ্ট সাধন, পরোক্ষে পরের অনিষ্ট-নিবারণ, সে মিথ্যায় দোষ কি?

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্বমঙ্গল। শোভা!

শোভা। কে গো?

বিল্বমঙ্গল। (অগ্রবর্ত্তী হইয়া) চিন্‌তে পার নাই?

শোভা। কে আপনি? শোভার ত আর চিন্‌তে পায় নাই যে, চিন্‌তে পারবে না।

বিল্বমঙ্গল। আমি এখানে কি ক'র্‌তে এসেচি, তা ব'ল্‌তে পার?

শোভা। কাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌চেন?

বিল্বমঙ্গল। তোমাকে।

শোভা। আমাকে? কথাটা মন্দ নয়; কিন্তু আপনার বাড়ী, আপনার ঘর, আপনার সর্ব্বস্ব। আপনি আপনার সেই বাড়ীতে কি ক'র্‌তে এসেচেন, এ কথার উত্তর এই অনুগতা, আশ্রিতা, আপনার অন্নে চির-প্রতিপালিতা দাসী আপনাকে [illegible]দান ক'র্‌বে? রাজ্য আছে, রাজ্যেশ্বর নাই; আমরা সহায়শূন্য, উপায়শূন্য, এই অরাজক পুরীতে আশ্রয়শূন্য। কুমার! এ মহা-শূন্য পূর্ণ ক'র্‌তে, আপনি ভিন্ন আর কেউ নাই! এ দুটী অবলার জীবন-লতিকায়, আপনিই যে একমাত্র অবলম্বন-তরু, আজ আমরা মরুভূমির উত্তপ্ত সিকতা-মাঝে নিপতিতা! রক্ষা কর কুমার! আমাদিগকে রক্ষা কর।

বিল্বমঙ্গল। কেন শোভা! এমন কথা ব'ল্‌চ যে? আমি ত তোমাদের অরক্ষার কাজ কিছুই করি নাই! যদিও রাজকুলে জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু রাজতুল্য ধন ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হ'য়েচি; আজ সেই সম্পদ্, সেই সম্পত্তি সকলই তোমাদের। কই, আমি কি কিছু নষ্ট ক'রেচি?—তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনরূপ অভাব হবার কি সম্ভাবনা ক'রে দিয়েচি? তবে এমন কথা ব'ল্‌চ কেন? যদিও কিছু নষ্ট ক'রে থাকি, কিন্তু শোভা তুমিই বল দেখি, এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের তুলনায় সে কি অতি সামান্য নয়?

শোভা। আমি কি সেই জন্যই এত কথা ব'ল্‌চি? আমরা কি উদরের চিন্তায় এত চিন্তিত? আমরা কি ঐশ্বর্য্যের জন্যই এত কাতর? আপনার ধন, আপনার সম্পদ্, আপনি নষ্ট করুন, দান করুন, ব্যয় করুন, সঞ্চয় করুন, আমাদের তাতে দেখ্‌বার অধিকার কি?

বিল্বমঙ্গল! তবে কিসের জন্য ব'ল্‌চ?

শোভা। তাও কি আপনাকে ব'লে দিতে হবে? অতুল রাজ-ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হ'য়েও, রাজরাণী আপনাকে অতি দুঃখিনী জ্ঞান করে কিসের অভাবে?

বিল্বমঙ্গল। সে কথা তোমরাই ব'ল্‌তে পার।

শোভা। কুমার! রক্ষা করুন। সেই চির-সোহাগিনী শান্তির দশাটা একবার চেয়ে দেখুন। দেখুন, দেখুন সেই শরতের শশিকলা, পূর্ণিমায় পূর্ণ হ'তে না হ'তে, সুখময় চতুর্দ্দশী-বাসরেই দুঃখরূপী দারুণ রাহুর কবলে নিপতিতা হ'য়েচে। সে শোভা নাই, সে কান্তি নাই; শান্তিরূপিণী মূর্ত্তিমতী শান্তি আজ অশান্তির প্রজ্জ্বলিত-পাবকে দিবানিশি দগ্ধ হ'চ্চে!

বিল্বমঙ্গল। আমি কি ক'র্‌ব বল?

শোভা। আপনি কি ক'র্‌বেন? হাসির কথা বটে, কান্নার কথা বটে, ততোধিক দুঃখের কথাও বটে! আশ্রিতা অবলাকে পদতলে দলিতা ক'রে আবার ব'ল্‌চেন আমি কি ক'র্‌ব? হায়, হায়, কুমার! কে এই নন্দনের আনন্দরূপিণী প্রফুল্ল পারিজাত বৃন্তচ্যুত ক'রে, দুঃখের দাবানলে নিক্ষেপ ক'রেচে? কে এই রাজমুকুটের শোভা-স্বরূপিণী অমূল্য পদ্মনাভমণি স্থান-বিচ্যুত করে, শ্মশান-চিতায় বিসর্জ্জন দিয়েচে? কে এই সংসার-মন্দিরের সন্তাপ-হারা শান্তি-প্রতিমা, ষষ্ঠীর বোধনে বিজয়ার বিদায়দানে, চিরদিনের জন্য অপার অশান্তি-সাগরে নিমজ্জিত করেচে? বলুন, বলুন কুমার! কে এই নিরপরাধিনী পতিব্রতা সাধ্বী-শিরোমণিকে কতদিন কাঁদিয়েচে, দিবানিশি কাঁদাচ্চে, এখনও কাঁদাবার জন্য পাষাণে প্রাণ বেঁধে রেখেচে?

বিল্বমঙ্গল। কি ক'র্‌ব শোভা? উপায় নাই।

শোভা। কেন?

বিল্বমঙ্গল। সকলই মনের কাজ।

শোভা। আপনার মন কি আপনার নয়?

বিল্বমঙ্গল। আমার হলেও আমার বশীভূত নয়! শান্তিতে শান্তি পাই কই?

শোভা। কি ব'ল্‌লেন? কি ব'ল্‌লেন কুমার! শান্তিতে শান্তি পান না? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শান্তিকে অশান্তি-জ্ঞানে বিসর্জ্জন দিয়ে, চিন্তার উপাসনাতে কি শান্তিলাভ ক'র্‌তে পার্‌বেন? শান্তির বিনিময়ে চিন্তা ক্রয় ক'র্‌লে, চিন্তার অশান্তি-অনলে কি চির-জীবন দগ্ধ হ'তে হবে না?

বিল্বমঙ্গল। (অন্যমনে) কি ব'ল্‌লে শোভা?

শোভা। কুমার! সুধাতে প্রাণ শীতল না হ'লে, তীব্র গরলে কি শীতল

ক'র্‌তে সমর্থ হবে? নির্ম্মল নির্ঝরিণী-নীরে পিপাসা না গেলে, মরুভূমির মরীচিকায় কি সেই পিপাসা দূর ক'র্‌তে পার্‌বে? স্বর্গে মন্দাকিনীর পবন-হিল্লোলে জ্বালা না জুড়ালে, নরকের নিদারুণ বৃশ্চিক-দংশনে কি সেই জ্বালার উপশম ক'র্‌বে?

বিল্বমঙ্গল। বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

শোভা। এখন তা ত পার্‌বে না; মায়াবিনীর ইন্দ্রজালে দৃষ্টিপথ সমাচ্ছন্ন, কু-আশার কুহকবশে জ্ঞান-শক্তি অবসন্ন, প্রলোভনের প্রহেলিকা-পীড়নে বিবেক-বল ছিন্নভিন্ন; কুমার! শান্তি ও চিন্তা এ দু'য়ে প্রভেদ কত, তা কি ব'ল্‌তে পারেন?

বিল্বমঙ্গল। ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল।

শোভা। ভালমন্দ কিছুই নাই, বুঝে দেখ্‌লেই হ'ল! চিন্তার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাব ব'লে, লোকে শান্তির অন্বেষণ ক'রে থাকে; আর আজ আপনি শান্তিকে দূরে নিক্ষেপ ক'রে, চিন্তায় জীবনসমর্পণে সমুদ্যত হ'য়েচেন?

বিল্বমঙ্গল। তুমি কি শান্তি ও চিন্তার সঙ্গে এই শান্তি ও সেই চিন্তা এক ক'র্‌তে চাও?

শোভা। নিঃসন্দেহ, তাতে কি আর ভুল আছে? শান্তি ও চিন্তায় যত প্রভেদ, এই শান্তি ও সেই চিন্তায় ততই প্রভেদ। শান্তি, সুধা—জীবনের সঞ্জীবনী; চিন্তা, বিষ—স্পর্শে প্রাণান্তকারিণী; শান্তি, সংসার-প্রান্তরে সুশীতল তরুচ্ছায়া; চিন্তা, মরুভূমিতে মৃত্যু-সঙ্গিনী মরীচিকা মায়া; শান্তি, স্বর্গের মন্দাকিনী; চিন্তা, নরকের কালানল-স্বরূপিণী; কেবল জ্বালা, কেবল জ্বালা, পরিণামে পরিতাপের অনন্ত জ্বালা। কুমার! তাতে আর কোন মতেই পরিত্রাণ নাই।

গীত

মোহবশে, সুখের আশে, গেছ কি ভুলে।
সুধাভ্রমে, বিষ-পানে, প্রাণ বাঁচে না কোন কালে॥
শান্তিতে মেলে না শান্তি, এ কি গো মনেরই ভ্রান্তি,
চিন্তার চিন্তায় পায় গো শান্তি, বিষম ভ্রান্তি ভবতলে॥
চিন্তা-বিষে যাহারই মন করিয়াছে আক্রমণ,
সে জানে তার জ্বালা কেমন, শীতল হয় না কোন কালে॥

বিল্ব। (স্বগতঃ) কি বলে বালিকা!—
শান্তি শান্তি-স্বরূপিণী!—
মরুমাঝে তরুছায়া শীতলতাময়ী—
জীবনের সঞ্জীবনী মহাশক্তিরূপা!
চিন্তা সদা চিন্তার আগার,
অশান্তির প্রতিমূর্ত্তি, পাপ-তাপময়ী;
নরকের কাল-বহ্নি মরীচিকা-মায়া!
এই কি রে সত্য-কথা? হ'তে পারে তাহা।
কিন্তু আজ সে বিচারে কি ফল আমার?
মন মম চিন্তা-অনুরত,
শান্তিতে না পাই শান্তি,
চিন্তার চিন্তায় সুখ, চিন্তাগত প্রাণ।
চিন্তারূপ ব্যাপিয়া জগৎ,
ক্ষণে চিন্তা হারাইলে হই প্রাণহারা।
চিন্তা, চিন্তা, দেখি ভাবি—বুঝি একবার,
না, না, চিন্তা সারাৎসার;

চিন্তা প্রেমের আধার, শান্তির আগার।
তাই সত্য, তাই সত্য, অন্যথা কি তার?
(প্রকাশ্যে) না, পার্‌লেম না।

শোভা। কি পার্‌লেন না কুমার?

বিল্বমঙ্গল। তোমার কথা সমর্থন ক'র্‌তে।

শোভা। আমার কোন্ কথা?

বিল্বমঙ্গল। মন ফিরাতে।

শোভা। তা ত পার্‌বেন না। ব্যাধের বংশীধ্বনি শুনে, কুরঙ্গিনী যখন সেই দিকে ধাবিতা হয়, তখন তাকে কি কেউ ফিরাতে পারে?

বিল্বমঙ্গল। তুমি কি ব্যাধের বংশীধ্বনির সঙ্গে চিন্তার প্রণয়ের তুলনা কর?

শোভা। শতবার! বেশ্যার মায়াকে প্রণয় ব'ল্‌লে, পবিত্র প্রণয় কথাটী অপবিত্র করা হয়। এখন না হয়, তাই বলাই যাক্; কুমার! বেশ্যার প্রণয় প্রজ্জ্বলিত পাবক-শিখা, পুরুষের মন তাতে পতনশীল পতঙ্গ। পতঙ্গ আগুনে পড়ে, কেবল জ্ব'লে পুড়ে মর্‌বার জন্য; একবার এই সংসার রঙ্গভূমিতে দৃষ্টিপাত করুন; এরূপ পতঙ্গ-লীলার অভিনয় অনেক দেখ্‌তে পাবেন।

বিল্বমঙ্গল। যুক্তিহীন কথা!

শোভা। কেন?

বিল্বমঙ্গল। তাহ'লে মন সেই দিকে যায় কেন?

শোভা। এ কথার উত্তর পূর্ব্বেই ত দিয়েছি! পতঙ্গ আগুণে প'ড়্‌তে যায় কেন?

বিল্বমঙ্গল। বেশ্যায় কি ভালবাস্‌তে পারে না?

শোভা। পাষাণে কি পিপাসা দূর ক'র্‌তে পারে? কুমার! বেশ্যার

ভালবাসা মোহিনী বিদ্যুৎছটা ;—দেখ্‌তে বড়ই মনোরম, কিন্তু স্পর্শ ক'র্‌লেই নিশ্চয় মরণ।

বিল্বমঙ্গল। চিন্তা আমায় প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসে।

শোভা। রাক্ষসীরাও বালক-বালিকা পোষে, বড় হ'লে তাদের শোণিত পান ক'র্‌বার আশায়! বেশ্যার ভালবাসা মায়াবিনী রাক্ষসীর কুহকিনী মায়া,—স্বার্থসিদ্ধির কুহকিনী আশা। পাষাণে জল পাওয়া যায় না, নরকে পারিজাত ফোটে না, অনলে শীতলতা থাকে না, বেশ্যার হৃদয়ে প্রকৃত প্রণয়ের স্থান হয় না ;—বেশ্যা ঐশ্বর্য্যের দাসী, প্রণয়ের দাসী নয়।

বিল্বমঙ্গল। এ কথা শুন্‌তে চাহি না।

শোভা। কেন কুমার?

বিল্বমঙ্গল। চিন্তা, ঐশ্বর্য্য চায় না, কেবল আমাকে চায়।

শোভা। মায়াবিনীর কুহকবিস্তার, ভ্রান্তির পূর্ণ অধিকার। আপনার নিতান্ত ভুল ; সে এখন ঐশ্বর্য্য চায় না, কেবল পরে সর্ব্বস্ব গ্রহণ ক'র্‌বে ব'লে। সে যখন দেখ্‌বে যে তার কুহকজাল সম্পূর্ণ বিস্তার হ'য়েচে, যখন দেখ্‌বে আপনি পূর্ণভাবে তার মায়ায় আত্মহারা হ'য়েছেন, তখন সেই মোহিনী মোহমন্ত্রের অমোঘবলে, একে একে আপনার ধন ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পদ্ সকলই গ্রহণ ক'র্‌বে ; কিছুই থাক্‌বে না, কিছুই রাখ্‌বে না,—ধনের সুখ, মনের সুখ কোন্ দিকে চ'লে যাবে! কুমার! সেই কুহকিনীর কুহকবলে কোন্‌দিকে চ'লে যাবে! তখন দেখ্‌তে পাবেন, আপনার পূর্ব্বপুরুষ-সঞ্চিত অক্ষয় ধনভাণ্ডার শূন্য হ'য়ে প'ড়ে আছে! মণিমাণিক্য রত্নপ্রবালের পরিবর্ত্তে কপর্দ্দকেরও অভাব হ'য়েচে! এই রাজতুল্য বিপুল অট্টালিকার ইষ্টক পর্য্যন্ত ভূমিসাৎ হ'য়ে গেচে! তখন দেখ্‌তে পাবেন, আপনি রাজপুত্রের ন্যায় অতুল

ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'য়েও, সম্বলহীন পথের ভিখারী সেজে দণ্ডায়মান হ'য়েচেন ; তখন দেখ্‌তে পাবেন, যে আজ আপনাকে প্রাণের ভিতর স্থান দিয়েচে, সে আর চরণতলেও স্থান দিচ্চে না। আপনার ঐশ্বর্য্যের শেষ, তারও ভালবাসার শেষ। তখন দেখ্‌বেন, আর সে চিন্তা নাই, চিন্তার সে ভালবাসা নাই ;—আছে কেবল পরিতাপ, আছে কেবল মনস্তাপ, আছে কেবল নয়নজল, আছে কেবল চিন্তার অনল।

বিল্বমঙ্গল। নিতান্ত অসম্ভব। অনুমানেও আসে না।

শোভা। একান্ত সম্ভব। অনুমান নিষ্প্রয়োজন, প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেই ত হ'ল ! দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখুন না কেন, কত হতভাগ্য বুদ্ধির বিকারে জ্ঞানহারা হ'য়ে, পতিব্রতা-পত্নীর প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে, বেশ্যার কুহকে আত্ম-বলিদান দিয়েছিল ; কত কত মন্দবুদ্ধি পাষণ্ড, সাধ্বী সতীর অঙ্গ-আভরণ উন্মোচন ক'রে বেশ্যার অঙ্গের শোভা-বর্দ্ধন ক'রেছিল ; স্বর্গের দেবীর আসনে পিশাচীকে স্থান দিয়েছিল ; কিন্তু আজ দেখুন, আজ তাদের সে বিকার কেটে গেচে, সে কুয়াসার আঁধার তিরোহিত হ'য়েচে, আজ সেই হতভাগ্যগণ অবিরত নয়নজল নিক্ষেপ ক'রে, নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌চে ;—পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মজনিত অনুতাপ-বহ্নিতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দগ্ধ হ'চ্চে। একদিন যে পত্নীর দিকে নয়ননিক্ষেপও করে নাই, আজ তার পদতলে শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হ'য়ে, বেশ্যার বিষের জ্বালা সুশীতল ক'র্‌চে। কুমার ! দাম্পত্যপ্রণয় স্বর্গের সুধা, পত্নী-প্রেম নরজীবনে শান্তির আধার। যে পুরুষ, স্ত্রীর ভালবাসার মধুর আস্বাদ বুঝ্‌তে পারে না, পত্নী-প্রেমে সুখশান্তি অনুভব করে না, সে বড়ই দুর্ভাগ্য ; বিধাতা তার জন্য সুখশান্তির বিধান করেন নাই। এ সংসারের একদিকে স্বর্গ, অন্যদিকে নরক ; একদিকে সুধা,

অন্যদিকে গরল। সে জন্মগ্রহণ ক'রেচে, সংসারের নরকের দিক দর্শন কর্‌বার জন্য ; সে জন্মগ্রহণ ক'রেচে, সংসারের অশান্তি গরলে জর্জ্জরিত হবার জন্য ; স্বর্গ বা সুধার সৃষ্টি বিধাতা তার জন্য করেন নাই।

বিল্বমঙ্গল। (স্বগতঃ) পত্নীপ্রেম দাম্পত্য-প্রণয়—
স্বর্গের অমৃতধারা শান্তি-সরোবর ;
অশান্তি-তাপিত নর সংসার-কারায়
শ্রান্তি, ক্লান্তি করে দূর, হয় সুশীতল
সেই সবোবর-বারি করি পরশন !
পত্নী দেবী প্রণয়-প্রতিমা,
ধর্ম্ম-অর্থ-প্রেম-বিধায়িনী
বারাঙ্গনা নরকের জীব, পিশাচরূপিণী
অশান্তি, অশান্তিময়ী সুখের কণ্টক !
বেশ্যাতে নাহিক প্রেম, নাহি ভালবাসা,
বেশ্যা অর্থে বশীভূতা ঐশ্বর্য্যের দাসী,
মায়াবিনী, কুহকিনী, নহে প্রণয়িনী !
যতদিন পায় অর্থ,
ততদিন ভালবাসা তার,
সম্পদের বিনিময়ে করে প্রেমদান,
ঐশ্বর্য্যের দাসী নহে জীবন-সঙ্গিনী !
পত্নী দেবী, পত্নী প্রেমময়ী,
জীবনের সুখ-দুঃখ সমান-ভাগিনী ;
পতি যদি হয় রাজা, পত্নী রাজরাণী,
যদ্যপি ভিখারী পতি, পত্নী ভিখারিণী,

পতির মরণে সতী যায় মরিবারে,
হাস্যমুখে পতিসনে এক চিতানলে !
ধন্য পত্নি ! ধন্য ধন্য দাম্পত্য-প্রণয় !
কিন্তু কোথা কে শুনেছে, উপপতিসনে
বেশ্যা যায় মরিবারে ?
মরণ দূরের কথা, কাঁদেনা ক কভু !
কিবা দুঃখ তার !
তখন দ্বিতীয় পতি করে অন্বেষণ !
ধিক্ বেশ্যা, ধিক্ তোরে পিশাচী পাপিনি !
তবে এক কথা,
ভালমন্দ দুই দিক আছে সকলেতে,
ভালতেও ভালমন্দ আছে দুই দিক,
মন্দতেও ভালমন্দ পাবে দেখিবারে,
বিষ প্রাণ-সংহারক, কিন্তু সেই বিষে,
প্রাণরক্ষা হইতেছে ঔষধরূপেতে।
জীবের জীবন জল, সে কারণে তার—
জীবন দ্বিতীয় নাম ; কিন্তু সেই জলে,
কত জীব করিতেছে প্রাণ বিসর্জ্জন !
বিচিত্র ব্যাপার !
কিবা ভাল, কিবা মন্দ, কে পারে বলিতে !
কুসুমে কীটের বাস,
ফণীর শিরেতে মণি,
ধন্য বিধি বিধাতার, কে পারে বুঝিতে ?
বেশ্যা কিছু জন্মে না ক পৃথক্‌রূপেতে,

কুলের অঙ্গনা গিয়ে হয় বারাঙ্গনা,
পতি ত্যজে, উপপতি ভজে,
মজে পুর-পুরুষের প্রেমে।
তবে দেখ ভেবে,
নহে সতী পতিপ্রাণা সব কুলনারী।
সকল হৃদয়ে নাই পবিত্র প্রণয়!
আজ সতী, কাল কলঙ্কিনী,
নহে অসম্ভব কথা;
আজ বেশ্যা, কাল প্রণয়িনী,
অসম্ভব কিসে তবে?
সাগরেতে আছে রত্ন, বিরাজে কুম্ভীর,
কারও ভাগ্যে রত্নলাভ, কারও প্রাণনাশ।
বেশ্যাতেও আছে বিষ, আছে ভালবাসা,
কেহ বিষে জর্জ্জরিত, কেহ কত সুখী!
চিন্তা বেশ্যা সত্য, কিন্তু নাহিক সংশয়,
রত্নরূপা সংসার-সাগরে!
যত্নে তারে ক'রেছি ধারণ;
সুখী, সুখী, সুখী আমি, নিশ্চয় নিশ্চয়!
(প্রকাশ্যে)
আচ্ছা শোভা! বেশ্যা কি সকলেই সমান?

শোভা। তারও কি আবার প্রমাণ দিতে হবে? বেশ্যার কি ভালমন্দ আছে? যারা ধনের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে সতী-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয়, যারা ইন্দ্রিয়-সুখ-পরিতৃপ্তির জন্য পর-পুরুষকে আলিঙ্গন করে, এ সংসারে তাদের আর কোন্ কার্য্য অসাধ্য? যারা সুখের প্রলোভনে পতি

ত্যাগ ক'রে থাকে, তারা যে আরও অধিকতর সুখের আকাঙ্ক্ষায় উপপতি ত্যাগ ক'র্‌বে, সেটা কি বড় বিচিত্র কথা! তারা সামান্য ধনের বিনিময়ে অমূল্য সতীত্বধন বিক্রয় করে, অর্থই তাদের জীবন-উদ্দেশ্য; প্রেমময় মিষ্টবচন অথবা ভালবাসাপ্রদর্শন, কেবল অর্থ-উপার্জ্জনের ছলনামাত্র! যারা বিশ্বাসঘাতিনী, তাদিগে যে বিশ্বাস করে, তারা যদি জ্ঞানবান্ হয়, তবে এ সংসারে জ্ঞানের নামমাত্র না থাকাই ভাল।

বিল্বমঙ্গল। তোমার কথার কোন মূল্য নাই।

শোভা। আজ না থাক্‌তে পারে; কিন্তু একদিন এমন সময় আস্‌বে, যখন আমার এই মূল্যহীন কথাই আপনার পক্ষে নিতান্ত অমূল্য ব'লে মনে হবে এবং আমার এ কথার যে কত মূল্য, তখন তা ভালরূপেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

বিল্বমঙ্গল। শান্তি!

শান্তি। কি ব'ল্‌চেন?

বিল্বমঙ্গল। আমি এখানে কি ক'র্‌তে এসেচি, তা জান?

শান্তি। এখানে আস্‌বার আপনার কোন অধিকার আছে কি?

বিল্বমঙ্গল। আছে বৈকি! আমারই এ বাড়ী, সুতরাং আমারই সম্পূর্ণই অধিকার।

শান্তি। তবে আর এমন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌চেন কেন? আপনার গৃহ, আপনি এ গৃহের অধীশ্বর। আপনার গৃহে আপনি কি ক'র্‌তে এসেচেন, এ কথার কি কোন উত্তর আছে?

বিল্বমঙ্গল। কিছুদিনের জন্য বিদায় দিতে হবে।

শান্তি। কাকে?

বিল্বমঙ্গল। আমাকে।

শান্তি। কিসের বিদায় ?

বিল্বমঙ্গল। কিসের বিদায় শান্তি ? কি বলিব আমি !
আত্মহারা, জ্ঞানহারা, প্রাণহারা হ'য়ে,
চিন্তারূপে বিকায়েছি, সঁপিয়াছি মন ;
রূপে অনুপমা চিন্তা, প্রেমের প্রতিমা,
সংসার-মরু-প্রান্তরে শান্তি-স্রোতস্বিনী ;
রূপ-তৃষ্ণা, প্রেম-তৃষ্ণা বড়ই দুর্ব্বার,
তাপিত-পথিক আমি, সে তৃষ্ণা-প্রভাবে ;
প্রমত্ত-মাতঙ্গসম প্রবল বাসনা,
না পারি বুঝিতে হায়, নাহি মানে বাধা,
সেই স্রোতস্বিনী-নীরে সুখের হিল্লোলে,
ভাসিব, ভাসিব সদা হইব শীতল।
অথবা চিন্তার রূপ-অনল-শিখায়,
উদ্‌ভ্রান্ত পতঙ্গ আমি মরিব পুড়িয়া।
বিদায়, বিদায় আজ সংসার-সকাশে,
বিদায়, বিদায় আজ সমাজের কাছে,
বিদায়, বিদায় আজ বিবেক তোমায়,
বিদায়, বিদায় আজ জ্ঞানপথ হ'তে,
বিদায়, বিদায় আজ দাও শান্তি মোরে।

শান্তি। শান্তি বিদায় দিলে, আপনি সুখী হ'তে পারবেন ?

বিল্বমঙ্গল। সম্পূর্ণভাবে।

শান্তি। তবে আপনাকে বিদায় দিলাম ; স্বামীসুখের সুখের পথে বাধা-স্বরূপ হ'য়ে থাকতে, শান্তি কখনই ইচ্ছা করে না এবং তাতে শান্তি মুহূর্ত্তের জন্যও সুখী হ'তে পারে না। আমি আপনাকে বিদায় দিলাম।

শোভা। তুমি কি পাষাণী ?

শান্তি। কেন ভগ্নি ? পতির সুখেই সতীর সুখ, পতির সুখ-সাধনই সতী-জীবনের মহাব্রত। কখন কি লক্ষহীরার কথা শোন নাই শোভা ? আমারই মত একজন ব্রাহ্মণ-বালা, স্বামীর সুখ-সাধনের জন্য, সমাজ-পতিতা বেশ্যার গৃহে দাসীত্ব স্বীকার ক'রেছিল ; আর আজ আমি সেই স্বামীকে বিদায়দানে সুখী ক'র্‌তে সঙ্কুচিত হব'? পতির সুখের জন্য, সতী আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে পারে ; আর আজ আমি সেই পতির সুখের জন্য, সামান্য স্বার্থ-বিসর্জ্জন দিতে পার্‌ব না ? সখি রে ! হৃদয়ে আমার বল আছে, মনে আমার বিশ্বাস আছে। চিন্তা আমার স্বামীসঙ্গ কেড়ে নিয়েচে সত্য, কিন্তু আমার স্বামী ভক্তি কেড়ে নিতে কখনও কি সে সমর্থ হবে ? বল, বল সখি ! চিন্তা আমাকে পতিধনে বঞ্চিতা ক'রেচে সত্য, কিন্তু আমার হৃদয়-মন্দিরে এই পতিরূপী পরম-দেবতার পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি যা প্রতিষ্ঠিত আছে, তেমন শত শত চিন্তাও কি আমাকে সে ধন হ'তে বঞ্চিতা ক'র্‌তে সমর্থ হবে ? তবে তাঁকে সে সুখ হ'তে বঞ্চিত করা কি পতিব্রতা সতীর উপযুক্ত কার্য্য হ'তে পারে ? এখন বুঝ্‌লে সখি ? আমি প্রাণপতি পরকে প্রদান ক'র্‌লাম, কেবল তাতে স্বামী সুখী হবেন বলে।

গীত

কেন সখি এমন কথা বলিলে।
পতির সুখে সুখী সতী, তাও কি তুমি ভুলিলে ॥
সেই মোহন-রূপেতে মন ভুলে আছে,
হৃদয়-মাঝে আলো ক'রে, সে রূপ সদা বিরাজিছে,
কেউ নাই গো এ সংসারে,

আমার সে ধন কেড়ে নিতে পারে,
ওগো রাখি সদা যতন ক'রে,
মনপ্রাণ তায় আছে ভুলে ॥
সতীর পতি গতি-মুক্তি সংসারে,
পতির সুখের বাধা সতী কভু কি হ'তে পারে,
পতির সুখ-বিধান-আশে, বেশ্যাবাসে দাসীবেশে,
ছিল সতী অনায়াসে, শোন নাই কি কোন কালে ॥

শোভা। কুমার! আজ এই সতী-কুলবালার কথা শুন্‌লেন ত? আবার একদিন অসতী কুলটার কথাও শুন্‌তে পাবেন। তখন বুঝ্‌বেন, প্রেমময়ী স্ত্রী ও পাপচারিণী পর-স্ত্রীতে কত প্রভেদ? তখন বুঝ্‌বেন, পরমার্থপ্রদ পত্নী-প্রেম ও স্বার্থময়ী পরস্ত্রীর আসক্তিতে কত প্রভেদ? তখন বুঝ্‌বেন্‌, শান্তির ভালবাসা ও চিন্তার শোণিত-পিপাসা এ দুয়ে কত প্রভেদ? তখন বুঝ্‌বেন, সুধা-সাগরের কূলে বাস ক'রে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য, বিষহ্রদে নিমগ্ন হ'য়েচেন।

বিল্বমঙ্গল। (স্বগতঃ) এই কি রে সতীর জীবন?
এই কি রে শান্তির হৃদয়?
এত প্রেম, এত ভক্তি, এত ভালবাসা,
একাধারে এত গুণ! নাহিক উপমা!
সর্ব্বতীর্থময়ী যেন সুর-শৈবলিনী!
হায়! তুমি হতভাগ্য রে বিল্বমঙ্গল!
প্রেমের জীবন্ত-মূর্ত্তি গৃহেতে তোমার,
তুমি আজ পরপাশে প্রেমের ভিখারী?
হায়! তুমি জ্ঞানঅন্ধ অসংযত মন?

পরম রতন কাছে না পাও দেখিতে ?
স্বর্ণ-আশে ধাইতেছ ফণী অন্বেষণে ?
এত প্রেম বিরাজে কি চিন্তার হৃদয়ে ?
এত ভক্তি আছে কি রে চিন্তার মনেতে ?
এত আত্ম-বিসর্জ্জন চিন্তা কি শিখেচে ?
ধিক্ চিন্তা, শতধিক্ সে চিন্তায় মম ;
কিংশুক-কুসুম চিন্তা রূপের পুতলী,
"বিষকুম্ভ পয়োমুখ" নাহিক-সংশয় ।
কুলটার প্রেম-দীক্ষা কে পেয়েছে কবে ?
বিদায় চিন্তার চিন্তা ! দূর হও আজ ;
শান্তি, শান্তি, শান্তি-প্রেমে হইব দীক্ষিত ।
কিন্তু বিচার বিষয় আছে এক কথা,
কি পরীক্ষা করিয়াছি চিন্তারে লইয়া ?—
তার প্রেম, তার ভক্তি, তার ভালবাসা,
সসীম, অসীম কিম্বা জানিনু কেমনে ?
সুধা কি গরলময়ী, দেবী কি পিশাচী,—
তাই বা দেখিনু কবে ? তবে কি কারণে,
বিনা দোষে শাস্তি দান, সিদ্ধান্ত বিষম ?
হ'তে পারে, অতি উচ্চ শান্তির হৃদয়,
হ'তে পারে অনুপম শান্তির প্রণয় ;
কিন্তু জিজ্ঞাস্য এখন,
উচ্চতর নহে যে সে চিন্তার হৃদয়,
অপার অনন্ত নয় চিন্তার সে প্রেম,
এ কথার সুমীমাংসা কে পারে করিতে ?

তবে কেন এ বিকার? দূর হও এবে।
চিন্তা, চিন্তা, চিন্তা প্রাণময়ী,
কল্পতরু, প্রেমগুরু সুধা-সঞ্জীবনী!
(প্রকাশ্যে) শান্তি!

শান্তি। কেন নাথ!

বিল্বমঙ্গল। দেখ শান্তি! (অন্যমনে) কি ব'লছিলাম ; না,—হ'য়েচে,— শান্তি! তুমি কি কিছু ব'লতে চাও?

শান্তি। কাকে?

বিল্বমঙ্গল। কেন, আমাকে?

শান্তি। যাঁকে বিদায় দিয়েচি, তাঁকে আর বল্‌বার কি আছে?

বিল্বমঙ্গল। আমাকে তোমার বল্‌বার কিছুই নাই?

শান্তি। যাঁর শান্তি, তিনি যখন সেই শান্তির হবেন, তখন বলবার অনেক কথা আছে বৈ কি? কিন্তু প্রাণেশ্বর! এখন যে শান্তির ধন শান্তির আর নাই। না, একটী কথা বল্‌বার সময় এই বটে।

বিল্বমঙ্গল। কি ব'লবে বল?

শান্তি। কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে লব।

বিল্বমঙ্গল। কি কথা?

শান্তি। যে দিন আমি আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী-সাজে, আপনার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছিলাম, সেই সুদিনের কথা কি মনে পড়ে?

বিল্বমঙ্গল। পড়ে বই কি!

শান্তি। আমাদের সেই বিবাহের প্রাঙ্গণে, উপরে চাঁদ হেসেছিল, নীচেতে জলন্ত অনল ধূ ধূ ক'রে জ্ব'লেছিল ; সেই চাঁদের আলোকে, অনলের সম্মুখে আপনার করে আমার কর স্থাপনা ক'রে, তখন যে ব'লেছিলেন, "যদিদং হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম" আর আপনার বাক্যের প্রতিধ্বনি-

স্বরূপ আমিও ব'লেছিলাম, "যদিদং হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম" ; সে কথা কি মনে আছে ?

বিল্বমঙ্গল। কতক আছে বই কি !

শান্তি। তবে নাথ ! সেই দিনই ত শান্তি হৃদয় দান ক'রেচে,—সেই দিন হ'তে ত আপনি এ হৃদয়ের অধীশ্বর হ'য়েচেন ; কিন্তু সে দানের প্রতিদান কৈ ?

বিল্বমঙ্গল। হৃদয়ের প্রতিদান হৃদয় প্রদান ; কিন্তু এ হৃদয় যে চিন্তা অধিকার ক'রে ল'য়েচে ! দানের প্রতিদান দিতে পারলাম কৈ ?

শান্তি। পার্লেন না ? কিন্তু না পার্লেই বা নিস্তার কৈ ? আঘাত ক'র্লেই প্রতিঘাত হয়, টান দিলেই টান পড়ে ; টানে টানে জগৎ চ'ল্‌চে, আর মানুষ সে নিয়মে না চ'ল্‌লে কি থাক্‌তে পারে ? শান্তি, যদি কায়মনে আপনাকে হৃদয় দান ক'রে থাকে, তবে সে দানের প্রতিদান পাবেই পাবে, এ কথা ধ্রুব নিশ্চয়। একদিন না একদিন, চিন্তা দূরে যাবে, চিন্তার মহাপরাজয় হবে ! হৃদয়ে শান্তির অধিকার হবে। শান্তির চিরজয়, একথা ধ্রুব নিশ্চয়। শান্তির পতিভক্তি যেমন অচল, শান্তির এ বিশ্বাসও ততোধিক অটল ; তা নইলে প্রাণেশ্বর ! শান্তি কি প্রাণ ধ'রে প্রাণাধারকে বিদায় দিতে সমর্থ হয় ? শান্তি যদি সতী হয়, শান্তি যদি পতিব্রতা-নামের অধিকারিণী হয়, পতিপ্রাণার প্রতি যদি সেই প্রেমময় শ্রীপতির করুণা প্রকাশ যথার্থ হয়, তবে নিশ্চয় জান্‌বেন, এই পদদলিতা শান্তি ঐ স্থান পাবে ;—এই পতিপ্রেম-পিপাসিতা চাতকিনী, পতিপ্রেমের সুধা-ধারায় চিরকাল সুশীতল হবে। শান্তি পতি পাবে, শান্তির অশান্তির অনল নিভে যাবে, শান্তির জন্ম চিরশান্তির উদয় হবে। সতীকে পতিধনে বঞ্চিতা ক'র্‌তে একদিন অন্তকও সমর্থ হয় নাই, আর আজ

সামান্য মানুষে তাতে সমর্থ হবে? তা'হলে আর সতীর গৌরব কি? তাহ'লে আর সতীত্বের পুরস্কার কি? তাহ'লে আর অনাথনাথ শ্রীহরির মহিমা কি?

গীত

নাহিক সংশয়, জেন গো নিশ্চয়,
দীনে দয়াময় হইবেন সদয়।
যবে শান্তি পতি পাবে, চিন্তা দূরে যাবে,
পতিপদে পুনঃ পাইবে আশ্রয়।
কায়মন-প্রাণে যদি নিশিদিনে,
নাহি ভেবে থাকি ও চরণ বিনে,
পতিভক্তি যদি, থাকে নিরবধি,
তবে বিশ্বপতির হবে করুণা উদয়॥
হই যদি সতী, হবে না অন্যথা,
ঘুচাবেন শ্রীপতি, এ অনাথার ব্যথা,
অশান্তি-অনল, হইবে শীতল,
মিটিবে পিপাসা প্রেম-সুধা-ধারায়॥

শোভা। কুমার! এই সতী-বাক্যের সফলতা একদিন পূর্ণভাবেই দেখ্‌তে পাবেন, এবং তখন ভাল ক'রে দেখে ল'বেন যে, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে এর মিল হ'য়েছে কি না!

বিল্বমঙ্গল। শোন শান্তি! শোভা! তুমিও শোন; আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য রইল, আর তোমরা রইলে; এখন হ'তে সকল ভারই তোমাদের উপর।

শান্তি। ঐশ্বর্য্যের ভার ঐশ্বর্য্যের উপরই প্রদান করুন; শান্তির সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধ কি আছে?

বিল্বমঙ্গল। (নেপথ্যে চাহিয়া) সুদেব! কই? কোথায় গেলে সুদেব;

সুদেবের প্রবেশ

সুদেব। আমাকে ডাক্‌ছিলেন?

বিল্বমঙ্গল। হাঁ, প্রয়োজন আছে; দেখ সুদেব! আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের তুমি প্রিয় ভৃত্য। তিনি তোমাকে পুত্রস্নেহে প্রতিপালন ক'রেচেন, এখনও তাঁরই অন্নে প্রতিপালিত হ'চ্চ, কেমন?

সুদেব। আমি মানুষ, না, পশু!

বিল্বমঙ্গল। এ কথার অর্থ?

সুদেব। আমাকে যদি মানুষ ব'লে জ্ঞান করেন, তবে আর এ কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌চেন কি? আপনাদের অন্নে চিরজীবন প্রতিপালিত, আপনাদের চরণে চিরদিনের জন্য এ জীবন মহাঋণে আবদ্ধ; এ কথা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌বার কি আছে?

বিল্বমঙ্গল। ভাল কথা। আচ্ছা, এই যে দুটী বালিকা, এরা তোমাদের কে হয়?

সুদেব। আপনি আমার প্রতিপালক, সে জন্য পিতার সমান। (শান্তিকে দেখাইয়া) ইনি আপনার সহধর্ম্মিণী, সেজন্য আমারও জননী-স্বরূপিণী। (শোভাকে দেখাইয়া) এটীকে আপনি অন্নবস্ত্রদানে ভগ্নীর ন্যায় প্রতিপালন করেন, সেজন্য আমিও সহোদরার ন্যায় জ্ঞান ক'রে থাকি।

বিল্বমঙ্গল। তোমার কথায় বড়ই সুখী হলাম; প্রতিপালিত ভৃত্যের এরূপ জ্ঞানবান্ হওয়াই কর্ত্তব্য।

সুদেব। মানুষমাত্রেই এইরূপ হয়ে থাকে, তবে মনুষ্যদেহধারী পশুতে না

হ'তে পারে। যে নরাধম, প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়, সে যে জ্ঞানহীন পশু হ'তেও অধম জীব! কারণ, প্রতিপালিত পশুতে প্রভুর মঙ্গল-সাধনই ক'রে থাকে।

বিল্বমঙ্গল। দেখ সুদেব! আমার ধন, ঐশ্বর্য্য, বিষয়, বিভব সমস্তই রইল; আর তোমার এই জননী ও ভগ্নী এরাও রইল; এ সকলের ভার তোমাকে আজ প্রদান ক'রে, আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম?

সুদেব। এ আবার কিরূপ কথা কুমার?

বিল্বমঙ্গল! তা শোন্‌বার প্রয়োজন নাই; আমার আদেশপালনই তোমার কর্ত্তব্য-সাধন।

সুদেব। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু কুমার! রাজকুলে জন্মগ্রহণ না ক'রলেও, যিনি পিতৃ ঐশ্বর্য্যে রাজার তুল্য মহা-সম্মানে সম্মানিত হ'য়েচেন; রাজকুমার না হ'লেও, দেশবাসী যাকে কুমার ব'লে অভিহিত ক'রে থাকে; তাঁর কি এরূপ কার্য্য ভাল দেখায়? বাল্যকাল হ'তেই যিনি অশেষ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অশেষ-জ্ঞানে জ্ঞানবান্, তার ফল কি এই হ'ল?

বিল্বমঙ্গল। প্রভুর কার্য্যাকার্য্যের বিচার-ক্ষমতা ভৃত্যের নাই।

সুদেব। বিচার-ক্ষমতা না থাক্‌লেও অধিকার আছে। প্রভু যদি বিপথ-গামী হয়, ভৃত্য তাতে প্রতিরোধ ক'র্‌তে সম্যক্‌রূপে অধিকারী। পিতা বিকারপ্রাপ্ত হ'লে, পুত্র তাঁর ঔষধবিধান ক'র্‌তে কেন না পার্‌বে?

বিল্বমঙ্গল। মহৎকুলে জন্ম ল'য়েও, আমি দুষ্কর্ম্মচারী; প্রকৃতিস্থ হ'য়েও আমি পাগল; অশেষ জ্ঞানলাভ ক'রেও আমি বিশেষ জ্ঞানহীন; উপ-দেশে ফল নাই, অনুযোগে ফল নাই, অনুরোধে ফল নাই। নিষ্ফল, নিষ্ফল,—আমার কাছে আজ সকলই নিষ্ফল। পরপ্রেমে আমি

একান্ত বিমুগ্ধ—রূপের বহ্নি-শিখায় নিতান্ত বিদগ্ধ। কুহক-মন্ত্রে হৃদয় পাষাণসমান। পাষাণ—পাষাণ, বোধ হয় মহাশ্মশান! বোধ হয়, তাই বুঝি বিধাতার অভিপ্রেত বিধান।

সুদেব। বোধ হয় কেন, নিঃসন্দেহ। বিধাতার বিধান নাহলে, কি আর তেমন স্বর্গের দেবতা, এমনভাবে স্থানভ্রষ্ট হ'তে পারেন? (শান্তির প্রতি) কিন্তু ভয় কি মা! যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে আমাদেরই আবার সব হবে।

শান্তি। যদি ব'লচ কেন সুদেব! ঈশ্বর আছেন, তাতে আর সন্দেহ কি? আমাদেরই যে আবার সব হবে, তাতেও কোন্ সংশয় নাই।

সুদেব। কামনা করি, তোমার বিশ্বাস যেন অচলা থাকে মা! প্রার্থনা করি, যে সর্ব্বনাশী আমাদের এই সর্ব্বনাশ-সাধন ক'রেচে, তার যেন অনন্ত নরকবাস সংঘটন হয়!

শান্তি। সুদেব! এরূপ প্রার্থনা কেন ক'রুচ বাপ্? যে সর্ব্বনাশী আমাদের এ সর্ব্বনাশ-সাধন ক'রেচে, সে ত মহানরকেই বাস ক'রুচে; নরকবাস আর কাকে বলে? এখন প্রার্থনা কর যে, সেই নরক-বাসিনী যেন স্বর্গবাসের অভিলাষিণী হয়,—সেই পাপিনীর যেন সুমতির উদয় হয়; তা হ'লেই আমাদেরও সুদিনের উদয় হবে!

বিল্বমঙ্গল। (সুদেবকে) আমার সঙ্গে এস, কিছু অর্থের প্রয়োজন।

সুদেব। চলুন।

[বিল্বমঙ্গল ও সুদেবের প্রস্থান।

শান্তি। শোভা! আমাদেরও এই মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত। মহাযাত্রার উদ্যোগ করি গে চল;—

চলিলাম দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু হরি;
কারে আর কি বলিব, কে আছে আমার;

অন্তর্যামি ! জান তুমি অন্তরের কথা।
দুঃখহারি ! জান তুমি হৃদয়ের ব্যথা।
স্বর্ণ-অট্টালিকা ফেলি, ধন ঐশ্বর্য্য ভুলি,
কুলবালা ত্যজি কুল ভাসিনু অকূলে—
বড় দুঃখে, বড় দুঃখে, বড় দুঃখে হরি !
ছিলাম বালিকা যবে, কত সোহাগিনী,
করিতাম ধূলাখেলা পথে পথে ফিরি।
খাইতাম, শুইতাম, ঘুমাতাম কত,
হাঁসিতাম, কাঁদিতাম আপনার মনে,
চিনিতাম পিতামাতা, ভাবিতাম ভবে,—
এইভাবে দিন বুঝি যাবে খেলা করি !
কে জানিত,—কে জানিত সংসার কেমন ;
কে বুঝিত, সংসারের সুখ-দুঃখ-ভাব ;
কে ভাবিত, এ জীবন হাসিকান্নাময় ;
কে ভাবিত, বাল্যকাল জীবন-নাট্যের
সুখের প্রথম অঙ্ক ; শেষ অঙ্ক সেই—
সুধু দুঃখ-অভিনয় দ্বিতীয় হইতে।
সেই অভিনয়ে আজ অভিনেত্রী আমি।
প্রতিপত্রে, প্রতিছত্রে দুঃখের উচ্ছ্বাস,
প্রতিবাক্যে, প্রতিছেদে দুঃখের সঙ্গীত !
একি লীলা, লীলাময় ! একি বিধি তব !
প্রতিপদে কেন জীব পরের অধীন ;
একের জীবন কেন অন্যেতে জড়িত ?
সুখ-দুঃখ বাঁধা তার কেন অন্যসনে ?

পরের কাছেতে পরে, সুখের ভিখারী,
পরে কেন দুখদাতা পরের জীবনে ?
বিষম রহস্য হরি ! কল্পনা-অতীত,
একের সম্পদ্ কিন্তু পর-অধিকার !
কত আর জানাব হে ভাবগ্রাহী তুমি,
অনন্ত অসীম এই দুঃখের বারতা !
ল'য়েছি হে নারী-জন্ম কাঁদিতে সংসারে,
ধ'রেছি এ শান্তি-নাম, অশান্তি-সম্ভোগে।
এই ভিক্ষা,—এই ভিক্ষা ওহে মোক্ষদাতা !
পতিপ্রেম-পিপাসিতা চাতকিনী আমি,
হয় যেন সুশীতল সন্তাপিত প্রাণ !
এই ভিক্ষা,—এই ভিক্ষা করুণা-নিদান !
চিন্তারে সুমতি দিও, দিও দিব্য-জ্ঞান ;
দিও পতি, দিও পতি শান্তি অভাগীরে।
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ভাসিনু অকূলে,
শ্রীহরি শ্রীহরি নাম জীবনে সম্বল,
শ্রীহরি শ্রীহরি মাত্র অনাথার গতি !

গীত

তবে চলিলাম শ্রীহরি।
ত্যজিয়ে কুল অকূলেতে ভাসাইয়ে জীবনতরী।
আমি বড় অভাগিনী, পতিপ্রেম-পিপাসিনী,
অন্তর্যামী জান তুমি, মনেরই বেদন ;—
পাই যেন তার ভালবাসা, পূর্ণ হয় হে মন-আশা,

যেন ভাঙ্গে না হে আমার বাসা, দেখো হে অকূল-কাণ্ডারী।
অন্য কিছু নাই সম্বল, তুমি বুদ্ধি তুমি হে বল,
সেই ভরসা করি কেবল, যাই হরি ব'লে ;—
কেবা জানে কিবা হবে, কেবা জানতে পারে ভেবে ;
অনাথের নাথ তুমি ভবে, কেবল তোমার চরণ শরণ করি।

[বেগে শাস্তির ও পশ্চাৎ শোভার প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রূপনগর

চিন্তা ও চিতার প্রবেশ

চিন্তা। আচ্ছা চিতাদিদি! তোর কি কখন মা ছিল ?

চিতা। মা ছিল না ত, আমি বুঝি বাপের পেটে জ'ন্মেছিলাম ?

চিন্তা। আমার ত তাই ব'লে মনে হয়।

চিতা। তোর মুখে আগুন লো!

চিন্তা। তোর যদি মা থাকৃত চিতাদিদি! তবে নিশ্চয় তোকে আঁতুড়ঘরে নুন খাইয়ে মেরে ফেল্‌ত।

চিতা। আমার গুণের কম কিসের লো, যে আমাকে নুন খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে যাবে ?

চিন্তা। গুণে তুমি আলাকুশী, রূপে যেন দাঁতের মিশি,
তাই ত দিদি! এত খুসি, এত ভালবাসাবাসি।

আমি কি সেজন্য ব'ল্‌চি দিদি! তোর মা কি আর নাম খুঁজে পায় নাই যে, তোর চিতা নাম রেখেছিল ? তার চেয়ে নুন খাইয়ে তোকে মেরে ফেলাই ভাল ছিল না ?

চিতা। সেই চিন্তেতেই চিন্তে বুঝি হাবুডুবু খাচ্চে! ওলো, আমার নাম কি চিতে ছিল, নাম আমার চিত্রাসুন্দরী; কেবল পোড়া লোকেই ত চিতা ক'রে তুলেচে।

চিন্তা। শুনেও বাঁচ্‌লেম ; আমি ভেবেছিলাম, তুই বুঝি রাবণের চিতা দিবানিশিই জ্ব'ল্‌চিস্‌!

চিতা। জ্বলি আর না জ্বলি, কত লোক যে এই চিতার চিতায় প'ড়ে জ্ব'লে ম'রেচে, তার কি নিকেশ আছে লো!

চিন্তা। তাহ'লে তুই শ্মশানঘাট!

চিতা। তখন ছিলাম সোণার খাট, ঠাট দেখে কি ঠাওর হয় না?

চিন্তা। খুবই হয়, নাটমন্দির চুণকাম ক'রে নিলে, এখনও বোধ হয়, মদনমোহন রাসে উঠে!

চিতা। রাস বা দোলের সাধ নাই দিদি! কত গোপীগোষ্ঠ পর্য্যন্ত হ'য়ে গেচে।

গোকুলেতে গোপের কুলে ছিলাম রাই-রূপসী,
কদমতলায় শ্যামের বাঁশী বাজ্‌ত দিবানিশি।
মালঞ্চেতে মলয়-বায়ে হাস্‌ত ফুলের সারি,
কুঞ্জে কুঞ্জে ডাক্‌ত কোকিল, নাচ্‌ত শুকসারি।
কানাই, বলাই, শ্রীদাম, সুদাম সবাই ছিল বশে,
রাই রাখ, রাই রাখ ব'লে, আস্‌ত ঘেঁসে ঘেঁসে।

জান্‌লি চিন্তে! রাখাল ত রাখাল, কত নন্দভূপাল পর্য্যন্ত চিতের এই চরণ-তলায় প'ড়ে, চিৎ হ'য়ে খাবি খেয়েচে!

চিন্তা। শেষ বেঁচেছিল ত?

চিতা। বেঁচেছিল, ম'রেছিল, কেউ বা চিতেয় পুড়ে ছাই হ'য়েছিল।

যৌবন-বনের মাঝে রূপের দাবানলে,
কি পতঙ্গ, কি মাতঙ্গ সবাই সমান জ্বলে।
কেউ বা পড়ে অম্‌নি মরে, কেউ বা দুটো ছট্‌ফটায়,
ভোজের বাজি, লাগল যদি, পালাবে আর কে কোথায়।

চিন্তা। রূপেতে আগুন জ্বলে না কি ?

চিতা। তা নইলে আর সংসার জ্ব'লে যাচ্চে কিসে ? কারো বা প্রাণ জ্ব'ল্‌চে, কারো বা ধন জ্ব'ল্‌চে, কারো বা মান জ্ব'ল্‌চে, পরিত্রাণ আর কার রইল ? পরিত্রাণ আর কারো নাই। এ আগুন কোথাও বা জ্বলন্ত, যে পড়ে সেই ছাই ; কোথাও বা ধিকি ধিকি, যাকে ধরে তাকে কয়লা ক'রে ছেড়ে দেয়।

চিন্তা। অথবা ময়লা কাটিয়ে খাঁটি হ'য়ে চ'লে যায় ; যদি সে সোনা হয় দিদি ?

চিতা। সোনা হ'লেই খাঁটি, আর রাং হ'লেই গ'লে মাটী। মাটি হওয়াই দেখে আস্‌চি, খাঁটি হ'তে ত কখনও দেখ্‌লেম না !

চিন্তা। সোনা চেনা সব কপালে ঘটে না।

চিতা। এইবার তোমার কপালটাই একবার দেখি গো ! বিল্বমঙ্গল রাং কি সোনা, চিনে নিতে পার্‌লেই বাঁচি এখন ! খাঁটি হয়, কি মাটী হয়, তাও দেখ্‌তে বেশী দিন নাই !

চিন্তা। *বিল্বমঙ্গল খাঁটি, মাটি করা সহজ নয় ;* বোধ হয়, বিধাতা তাকে খাঁটি কর্‌বার জন্যই, চিন্তার এই রূপের অনলে তাকে দগ্ধ ক'রেচে।

চিতা। খাঁটি নয় লো ! মাটি—মাটি—নিভাজ মাটি। দিদি ! আমাদের এ হিঙ্গের ডোবা, এতে যা প'ড়্‌বে তাই হিঙ্গ, হিম্‌সিম্ খেতেই হবে।

চিন্তা। তাহ'লে আর তাতে আমার সুখ কি ?

চিতা। আহা, কচি-খুকি ! সুখই যদি নয়, তবে আর পরের মনযোগাতে এ দুঃখ কেন সয় ?

চিন্তা। দুঃখ-সহাটাই বা কি আছে দিদি ?

চিতা। কিছুই নাই, কিন্তু দুঃখের অবধিও নাই। দেখ চিন্তে ! আমার জান্‌তে বাকী কি আছে ?—

জন্ম গেছে বাধা ব'য়ে,
রাধার প্রেমের দায়ে।
আজ আমি হ'য়েছি রাজা,
কুব্জা বামে পেয়ে।

আমিও একদিন তোদেরই মত ছিলেম গো, তোদেরই মত ছিলেম! তোদেরই মত পরের মন-যোগান দিতে আন্‌চান্‌ হ'য়ে উঠেছিলেম। আমার কাছে কি চাপা দিয়ে ছাপা রাখ্‌তে পারিস্‌? জান্‌লি ভাই! আমরা যে পথে দাঁড়িয়েচি, মনযোগানই ত আমাদের ইষ্টমন্ত্র। মন-যোগাও আর মাথা খাও; আজ একের, কাল দুয়ের, পরশু তিনের। নাচ্‌তে ব'ল্‌লে নাচি, হাস্‌তে ব'ল্‌লে হাসি, কাঁদ্‌তে ব'ল্‌লে কাঁদি, আর খুঁটকাপড়ে বাঁধি; ফাঁদই ত এই আমাদের।

চিন্তা। কেন ভালবাসা কি যায় না?

চিতা। যায় বই কি! যতক্ষণ পয়সার আশা, ততক্ষণই ভালবাসা; হাঁ লো! যারা যৌবন বেচ্‌তে ব'সেচে, তাদের আবার ভালবাসা কি? রোখা কড়ি, রোখা পয়সা, চোখা চোখা ভালবাসা, সঙ্গে সঙ্গেই সব ফরসা।

চিন্তা। পয়সাটাই কি এত সরে?

চিতা। অন্যথা কি আছে তার? প্রেমের দায়ে কুলের বার, কিন্তু দিন দুই চার, দিন দুই চার;—

সে দায় তখন যায় কেটে,
পেটের দায়টা এসে জোটে!

আর অম্‌নি দিদি!—

দেখ পইতে মার ভাত,
তা নইলে কুপোকাত।

চিন্তা। ভালবাস্‌তে জান্‌লে, বোধ হয়, কোন দায়ই জোটে না!

চিতা। তা না হয় মেনে নিলেম; কিন্তু ভালবাসা জানাবি কারে?

চিন্তা। যে ভালবাসে আমারে!

চিতা। আমাদিগে ভাল কেউ বাসে না লো, ভাল কেউ বাসে না;—

যারা ভালবাসা জানে,
তারা কি আসে এখানে?
ভালবাসার বাসা খড়ে,
পরে কি তা দিতে পারে?

আমরা ধনের ভিখারী, তারা যৌবনের ব্যাপারী! এক দিয়ে এক নিতে আসে; অমনি কেউ কিছু দিতে আসে না লো, অমনি কেউ কিছু দিতে আসে না!—

যতক্ষণ এই ফুলে মধু,
বঁধূর পরে আস্‌বে বঁধু;
যেই শুকাবে ফুলের কলি,
অম্‌নি উড়ে যাবে অলি।—

তখন খালি পসরা মাথায় ক'রে, গলি গলি ফিরে ফিরে, ফেরি করা বই অন্যগতি কিছুই থাকে না দিদি, অন্যগতি আর কিছুই থাকে না!

চিন্তা। তোর কথার ত কিছু অর্থ বুঝ্‌তে পারা গেল না!

চিতা। এখন গেল না বটে; তবে বুঝ্‌তে পারার দিন দু'দিন পরেই আস্‌বে, দেখ্‌তে পাবি। আজ যেটা ব'ল্‌চি, সেইটাই এখন ভাল ক'রে বুঝে রাখ। যে পথে এসে দাঁড়িয়েচ দিদি! এতে খাঁটী হ'লেই মাটী,—প্রেমের কাঙ্গাল হ'তে গেলেই পথের কাঙ্গাল হবে! তোর এই যৌবন-বনে, বিল্বমঙ্গল মস্ত শিকার। এ শিকার ফ'স্কে গেলে, আখেরের কাজ ফস্কে যাবে,—তখন হাহাকার ক'রে ম'র্‌তে হবে।

যৌবন ভাদরের নদী ; কিনারায় কিনারায় ভরা। আজ আছে কাল ব'য়ে যাবে, শুক্‌নো চড়া প'ড়ে থাক্‌বে ; তখন,—তখন কি হবে দিদি ? যদি প্রেম চিনেছিলি, তবে পতি চিন্‌তে হয় ; প্রেমের মর্ম্ম পতি জানে, পর-পতিতে রূপ কেনে। বেশ্যার ত বেচাকেনার কারবার ; প্রেম বা পিরিতি, অথবা ভালবাসার রীতি, সে সব ব্যাপার কুলবালার ; আমাদের নয় লো, আমাদের নয় !

চিন্তা। দিদি ! পতি থাক্‌লে কি আর পর-পতিকে প্রাণ দিতে আসি ?

চিতা। কেন, পতি ছিল কোথা ?

চিন্তা। যম ছিল যেথা।

চিতা। তাহ'লেও মন ত কাছে ছিল, যমের বাড়ী পর্য্যন্ত কি ভালবাসা যেতে পার্‌ত না ? যম না হয় পতিকেই কেড়ে নিয়েছিল, মতিগতি ত কেড়ে নিতে পারে নাই ? যখন দিদি ! কুলের বার হ'য়েচ, তখনই ত পরকাল খেয়ে ব'সেচ, ইহকালটা যেন আর নষ্ট করিস্‌ না। যৌবনের দিন দু'দিন, কিন্তু বাঁচ্‌তে হবে অনেক দিন। অনেক কাঠখড় চাই দিদি ! অনেক কাঠ খড় পুড়ে যাবে। বিল্বমঙ্গল ধনের রাজা, এ কথা যেন ভুলিস্‌ না ; তাকে কখন মনের রাজা ক'রিস্‌ না। পরে তাহ'লে কান্নার আর সীমা থাক্‌বে না।

যোগিনীবেশে শান্তি ও যোগীবেশে শোভার প্রবেশ

শোভা ও শান্তি।— গীত

ভবের ভাব্‌খানা ভাবে ক'জনা।
না চিন্‌লে কি যায় গো চেনা, কিবা রাং কিবা সোনা॥
পরশ-রতন পরশে কেউ, রাঙেতে ক'র্‌চে সোনা,
কেউ বা ফেলে সোনার খনি, খুল্‌ছে রাঙের কারখানা॥

মণি-আশে, ফণী পোষে, তাও ত গো গেছে শোনা,
যত না হয় আশার স্নুসার, ততোধিক তার যাতনা ॥
ধনের রাজা হ'তে পারে, মনের রাজা ক'জন হয়,
খোঁজা গেলে যায় গো বোঝা, রাজা সাজা সোজা নয় ;
সাজিয়ে যদি কর রাজা, সাধ ক'রে হয় কাঙ্গাল সাজা,
দু'দিন পরে সে দেয় সাজা, মজা ত তার জান না ॥

শোভা। ধনের রাজা অনেক আছে গো, মনের রাজা মেলে না! মনের রাজা মন, হৃদয় রাজ্য ধন, যতক্ষণ আপনার, ততক্ষণই আপনার ; পরকে যদি রাজা সাজাও, অম্‌নি কাঙ্গাল সেজে চ'লে যাও ; মজার কথা বোঝা দায় !

চিতা। বেশ কথা ব'লেচ। হাঁ গা, তোমরা কে বাছা ?

শোভা। বেশ দেখেও কি বুঝ্‌তে পার্‌চ না ? আমি যোগী, ইনি যোগিনী।

চিতা। এত অল্পবয়সে এ পথে দাঁড়িয়েচ ?

শোভা। তোমরাও ত এ পথে দাঁড়িয়েছিলে বাছা ?

চিতা। আমাদের কি চোখ আছে বাছা ? তাহ'লে আর কাঁটাবনে এসে প'ড়্‌ব কেন ?

শোভা। আমাদেরও কি চোখ আছে বাছা ? তাহ'লে আর বনের কাঁটা মুক্ত ক'র্‌তে আস্‌ব কেন ?

চিন্তা। এখানে আপনাদের কি প্রয়োজন ?

শোভা। সংসার-ত্যাগীর আর অন্য কিসের প্রয়োজন ; ধনজন ত সবই বিসর্জ্জন। তবে অল্পক্ষণের জন্য, একটু স্থানের ভিখারী।

চিন্তা। দেবার আছে, দিতে পারি ; কিন্তু দিতে যে আমি অনধিকারী।

শোভা। কেন বাছা ?

চিন্তা। এ যে কুস্থান।

শোভা। কু, সু মনে মা! স্থান সকলই সমান; স্থানকে কু ক'রে নিলেই কু হয়।

চিন্তা। আমরা বেশ্যা, এটা বেশ্যালয়।

শোভা। আমারও বেশ্যা, বেশ্যালয়েই বেশ্যালয় হবে।

চিন্তা। আমার সঙ্গে উপহাস করা কি আপনাদের শোভা পায়? আপনাদের দর্শনে আমাদের মত কত পাপিনী উদ্ধার হ'য়ে যায়!

চিতা। দেখেও কি বুঝ্‌তে পারচিস্ না; যোগী হ'লেও বয়স কেমন? ছাই মেখে চাপা দিলেও ছিটে-ফোঁটাটা ঢাকা পড়ে নাই!

শোভা। উপহাস আর কি ক'র্‌লাম বাছা? আচ্ছা, বল দেখি তোমাদের বেশ্যা বলে কেন?

চিন্তা। আমরা যে কুলত্যাগী, অকূলে প'ড়ে পাঁচজনকে ধ'রেচি।

শোভা। আমরাও ত কুলত্যাগী, অকূলে প'ড়েই পাঁচজনকে ধ'রেচি। কখন হর, কখন হরি, কখন শ্যামা, কখন প্যারী; আমরাই কোন্ পাঁচজন ছেড়ে থাক্‌তে পারি?

চিন্তা। আপনারা পরম দেবতা, এ স্থান মহানরক; নরকে কি দেবতার স্থান সম্ভব হয়?

শোভা। নরক ব'লেই যদি মনে জান, তবে আর এখানে থাক কেন?

চিন্তা। কপালে যা লিখন ছিল, তার খণ্ডন কে ক'র্‌বে বল?

শোভা। সবই যদি বুঝেচ ভাল, তবে স্বর্গের পথ ধ'রে চল।

চিন্তা। পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কে?

শোভা। সঙ্গী কর মনকে!

চিন্তা। মনই ত এখানে এনেচে;—নন্দনকানন দেখাব ব'লে, কাঁটাবনে এনে ফেলেচে। মন বড় প্রবঞ্চক, বিচিত্র তার প্রবঞ্চনা; পালাতে

ইচ্ছা ক'র্‌লেও পালিয়ে যেতে দেয় না! কখন দেখায় সুখের ছবি, কখন বলে এ সংসার এইরূপই সবই, থাক্‌তে থাক্‌তেই সুখী হবি। কখনও বিষম তাড়না, কখনও সরস সান্ত্বনা; ধাঁধায় তার বাঁধা প'ড়েচি, বুঝেও ছলনা বুঝ্‌তে পারি না।

শান্তি। (শোভার প্রতি) সময় নষ্ট নিষ্প্রয়োজন।

শোভা। হাঁ মা! যাই চল। (চিন্তার প্রতি) একান্তই তাহ'লে স্থান পাওয়া যাবে না?

চিন্তা। হাঁ, হাঁ, তাই ভাল। যোগী সন্ন্যাসী মানুষের বাপু এখানে স্থান হবে না।

শোভা। কেন বাছা! অপরাধ?

চিন্তা। তোমাদের সঙ্গে বিবাদ কর্‌বার ত দরকার নাই; স্থান হবে না, সেই ভাল। অনেক গাছতলা প'ড়ে আছে, একটা খুঁজে নিলেই ত ফুরিয়ে গেল! অনেক যোগী-সন্ন্যাসী দেখেচি, কে কোন্ ছলে আসে, কালের মানুষ কি চিন্তে পারা যায়?

শোভা। চিন্‌তে পার্‌লে কি কালের চিন্তে ভুলে গিয়ে, চিন্তের কাছে কাল কাটাও আর? মানুষ চিন্‌তে পার্‌লে, কখন সোনা দিয়ে রাং কিন্‌তে আস্‌তে না!

চিন্তা। হাঁ গা বাছা! এর নাম যে চিন্তে, তা কেমনে ক'রে জান্‌তে পার্‌লে?

শোভা। আমরা সব জানি বাছা! চিন্তার নাম জানা কি, চিন্তার চিন্তা পর্য্যন্ত ব'লে দিতে পারি।

চিন্তা। কেমন ক'রে পার বাছা?

শোভা। আমরা যোগবলে গুণ্‌তে জানি।

চিন্তা। ওমা, সত্যি কথা! ঠাকুর তবে একটু দয়া ক'র্‌তে হবে; একবার ভাল ক'রে ব'সে, এর হাতটা দেখে দাও!

শোভা। ভাল ক'রে ব'স্‌তেও হবে না, হাতও দেখ্‌তে হবে না—কি ব'ল্‌তে হবে, তাই বল না ?

চিতা। (চিন্তাকে দেখাইয়া) এর মনে কি কিছু ভাবনা আছে ?

শোভা। খুবই আছে ; ভাব দেখে কি বুঝ্‌তে পার না ?

চিতা। তবে বল বাছা !

শোভা। একটা পরের পাখী উড়ে এসে দাঁড়ে ব'সেচে ; সে এখন পোষ মান্‌বে, না, শিকল কেটে পালিয়ে যাবে ; দেখা যাচ্চে, এইটেই ত ভাবনার ভাব।

চিতা। ও মা ! হুবহু গো, হুবহু ! তোমারা মানুষ নও ; দেবতা নিশ্চয়, দেবতা নিশ্চয় ! মনের কথা টেনে এনে দিয়েচে ! আচ্ছা, বাবাঠাকুর ! পোষ মান্‌বে ত ?

শোভা। মানাতে পার্‌লেই তবে মান্‌বে।

চিতা। কি ক'র্‌লে মানাতে পারা যাবে ?

শোভা। দাঁড়টা খুব শক্ত বটে, কিন্তু শিকলগাছটা তত শক্ত নয় ; কেটে ফেল্‌লেও ফেল্‌তে পারে।

চিতা। কিসে না কাটে তাই বল দেখি।

শোভা। সহজে হবে না, কিছু টোট্‌কা টাট্‌কা করা করা চাই।

চিতা। কে তা ক'রে দিতে পার্‌বে ?

শোভা। আমরাই পার্‌ব।

চিতা। ওমা, তোমরাই পার্‌বে ? আমাদের পরম সৌভাগ্যি, তাই তোমাদিগে আজ পেয়েচি। তবে এখন যা ক'র্‌তে হবে, তাই ক'রে দাও।

শোভা। আমার দ্বারা হবে না, (শান্তিকে দেখাইয়া) মাতাজিকে ধর।

চিতা। মা ! তুমি সাক্ষাৎ ভগবতী, দয়া ক'রে আজ আমাদের কামনা সিদ্ধ ক'র্‌তে হবে।

শান্তি। দয়াময় পতিতপাবনই কামনা সিদ্ধি ক'র্‌বেন। তিনি ভিন্ন মানুষের কি সাধ্য যে, মানুষের মন ফিরাতে পারে?

চিতা। যা ব'ল্‌বে তাই দিব মা।

শোভা। অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই, একটু স্থান পেলেই আমাদের যথেষ্ট।

চিতা। তার আর কথা কি বাবা! তোমাদের ঘর, তোমাদের বাড়ী, যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাক। চিন্তে তুই ভাল ক'রে এঁদের সেবার যোগাড় কর এখন। আমি গিয়ে বাইরের ঘরটা গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দিই গে, নিরিবিলিতে বাবাঠাকুরেরা থাক্‌বেন ভাল!

[চিতার প্রস্থান।

চিন্তা। (শোভার প্রতি) সেবার কি আয়োজন করা যাবে?

শোভা। আয়োজন নিষ্প্রয়োজন। সেবার মধ্যে শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম সেবা। তবে জীবনধারণ জন্য শুষ্ক হরীতকীর প্রয়োজন, তাও আমাদের সঙ্গে আছে। নিকটেই নদী, সেই জলে স্নান ও পান, এখানে কেবল আশ্রয়-স্থান।

চিন্তা। আমার গৃহ থেকে কিছুই গ্রহণ ক'র্‌বেন না, তাতে আমার মন বুঝ্‌বে কি ক'রে?

শান্তি। প্রার্থনা করি, সেই জ্ঞানময় হরি যেন তোমার মনকে বুঝিয়ে দেন! তোমার মন বুঝ্‌লেই আমার পাওনা যথেষ্ট হবে।

চিন্তা। আপনাদের কথার উপর ত আর কিছু ব'ল্‌তে পারি না!

শোভা। বল্‌বার সময় অনেক আছে; সেই দয়াময় শ্রীহরির কৃপায় যেন বল্‌বার দিনই উপস্থিত হয়!

চিন্তা। ব'ল্‌তে যদি কোন বাধা না থাকে, তা হ'লে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

শোভা। বাধা ঘুচ্‌বে ব'লেই ত সংসার-বাধা ছিন্ন ক'রে, রাধানাথের চরণে জীবন-মন বাঁধা দিয়েচি; অবাধে সকল কথা ব'ল্‌তে পার!

চিন্তা। আমিও তাই ব'ল্‌ছিলাম; এই বয়সে সংসারের মায়া ছিন্ন ক'র্‌লেন কেমন ক'রে?

শোভা। যাদের প্রতি সংসারের কোন মায়া নাই, তারা আর সংসারের প্রতি মায়া ক'র্‌বে কিসের জন্য? যাদিগে সংসার বিসর্জ্জন দিতে পারে, তারাই বা সংসারকে বিসর্জ্জন দিতে ভয় ক'র্‌বে কেন? সংসার আমাদিগে ভুলেচে, আমরাও সংসারকে ভুলেচি।

চিন্তা। কেন, সংসারে কি কেউ ছিল না?

শোভা। ছিল সবই, আছেও সবই; কেবল স্নেহ নাই, দয়া নাই, মায়া নাই, মমতা নাই; পরের মুখ চেয়ে ব'সে, তাতে দুঃখ বই সুখ নাই; সেই জন্যই ত দুঃখহারীকে খুঁজ্‌তে এসেচি!

চিন্তা। আপনাদের খুব মনের তেজ!

শোভা। মন যখন আমাদের,—আর কারও নয়, তখন তেজই বা থাক্‌বে না কেন? আপনার মন পরের হ'লেই অধীন হয়; যে অধীন তারই দুঃখ: তবে সাধ ক'রে আপনার ধন পরকে দিয়ে, দুঃখের ফাঁসি কিনে এনে, গলায় পর্‌বার প্রয়োজন কি? যদি অধীন হ'তে হয়, তবে যার জীবন, যার মন, যার আমি, সেই পরাৎপরেরই অধীন হওয়া ভাল; কারণ, যে তার অধীন, সেও তারই অধীন, উভয়ে অধীন, উভয়ে স্বাধীন; অধীন স্বাধীন কেউ কারও নয়।

চিন্তা। সকলে তা বুঝ্‌তে পারে কই? তাহ'লে কি আর আপনার ধনে কাট কিনে এনে, আপনার হাতে আগুন জ্বেলে, সেই আগুনে আপনা আপনি পুড়ে মরে? তাহ'লে কি আর যাদের সংসার নাই, সংসারের ভরসা নাই, কূল পাবার আশাও নাই, তারা কি কখন

আশার বলে বুক বেঁধে, সংসারের মুখের দিকে চেয়ে থাকে? তা যদি বুঝ্‌তে পার্‌বে, তাহ'লে যাদিগে লোকে চায় না, লোকের মন যারা পায় না, তারা আপনার মন লোককে দিয়ে, লোকের অধীন হ'তে ধায় কেন?

শোভা। সেই জন্যই ত সব যায়! পরের মন ত পাই না, আর আপনার মনও আপনার থাকে না। পরকে মন দিলে, নিয়ে ত তা রাখে না; ফিরেও দেয় না;—কোথায় যে তা ফেলে দেয়, খুঁজেও আর পাওয়া যায় না। সেই জন্যই ত পরের কাছ হ'তে পালিয়ে এসে, পরাৎপরের সঙ্গে প্রেম ক'রেচি।

চিন্তা। প্রেমের ফাঁদে প'ড়্‌লে, বোধ হয় পালিয়ে আস্‌তে পার্‌তেন না?

শোভা। প্রেমের ফাঁদে ফেল্‌তে পারে, এমন লোক কই? তাহ'লে কি আর সন্ন্যাস-ফাঁদ সঙ্গে ক'রে, শ্যামচাঁদকে ধর্‌তে আস্‌তে হয়? মানুষের কাছে প্রেম পেলে, প্রেমময়ের অন্বেষণে এতদূর আস্‌ব কেন? যেখানে প্রেম সেইখানেই সেই প্রেমময়;—প্রেমময়ই ত প্রেমের অন্বেষণ ক'রে থাকেন।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্বমঙ্গল। চিন্তা! কি ক'র্‌চ? (সন্ন্যাসীকে দেখিয়া) এখানে এঁরা কে?

চিন্তা। দেখে কি মনে হয়?

বিল্বমঙ্গল। মনে হয়;—মূর্ত্তিমতী শান্তি বুঝি আনন্দের সহিত এখানে উদয় হ'য়েচে!

চিন্তা। শান্তিনামটা বুঝি এখনও ভুল্‌তে পার নাই?

বিল্বমঙ্গল। ভুলেচি, ভুলেচি, ভুলেচি বৈকি! না ভুল্‌লে কি আর চিন্তা-

নামের সাধনায় জীবন-মন সমর্পণ ক'র্‌তে পারি ? (শোভার প্রতি) আপনারা এখানে কি প্রার্থনায় ? কি অভিলাষে, স্বর্গের দেবতা শ্মশানে এসে উপস্থিত হ'য়েচেন ?

চিন্তা। এটা শ্মশান বুঝি ?

বিল্বমঙ্গল। শ্মশান বৈকি চিন্তা ! মহাশ্মশান ! এ শ্মশানে কত মন, কত প্রাণ, কত হৃদয়, কত বিবেক কত দিন দগ্ধ হ'য়েচে ! এ শ্মশানের জ্বলন্ত-চিতায় কত ধন, কত ঐশ্বর্য্য, কত সুখ, কত শান্তি, চিরদিনের জন্য ভস্মীভূত হ'য়ে গেচে ! সুখের সংসারে এ এক মহাশ্মশান, তার কি আরে সন্দেহ আছে ?

চিন্তা। তবে সুখের সংসার ত্যাগ ক'রে শ্মশান জেনেও শ্মশানবাসী হ'য়েচ কেন ? ঘরে যার শান্তি, তার আর সুখের অভাবই বা কি আছে ?

বিল্বমঙ্গল। সোনার কৈলাস ত্যাগ ক'রে, শঙ্কর শ্মশানবাসী হ'য়েচেন কেন ? ঘরে যার শান্তিদায়িনী, তার ত সুখের অভাব কিছুই নাই !

চিন্তা। শঙ্কর শ্মশানবাসী হ'য়েচেন প্রেমের সাধনায়।

বিল্বমঙ্গল। আমিও হ'য়েচি প্রেমের সাধনায়। শঙ্করের সাধনা চিন্তামণির প্রেম, আমার সাধনা চিন্তার প্রেম। প্রেমের দায়ে না প'ড়্‌লে, শ্মশানে আর কে যায় ?

শোভা। যায় বৈ কি ! চিতার অনলে পোড়্‌বার জন্য পতঙ্গ যায়। তার ত আর প্রেমের দায় নয় ?—প্রাণের দায়েই উপস্থিত হয়।

বিল্বমঙ্গল। চিন্তা ! এ কথার উত্তর তুমিই দাও ;—এটা সাধনার শ্মশানভূমি, না, মর্‌বার জ্বলন্ত-চিতা বহ্নি ?

চিন্তা। সাধক হও ত প্রেমের সাধনায় সিদ্ধি পাবে ; পতঙ্গ হ'লেই রূপের চিতায় পুড়ে ম'র্‌বে !

শোভা। শুধু সাধক হ'লেই ত হয় না, সাধনায় আবার অধিকার চাই। আগে অধিকার-বিচার পরে সাধনার উপচার; অনধিকার-সাধনায় হিতে বিপরীতই হ'য়ে থাকে!

বিল্বমঙ্গল। (স্বগতঃ)

সত্য কথা, সাধকের কথা,
উপেক্ষায় নয়।
চিন্তা-প্রেম সাধনায়, মম অধিকার,
কি আছে এমন?
পরপত্নী, পরপ্রাণ, পরের হৃদয়,
আমি কে, কি সাধনা, কিবা সাধ্য তায়?
কিবা শিক্ষা, কিবা দীক্ষা, কেবা দীক্ষা-দাতা,
কি আসন, কোন্ মুদ্রা, কি সংকল্প তার,
কিবা তায় উপচার, কিসের আহুতি?
অধিকার-বিহীনের সাধনার ফল;—
হিতে বিপরীতভাব নিশ্চয় নিশ্চয়!
না, না—কেন বা তা হবে!
বিচারেতে অধিকার সম্পূর্ণ আমার।
হ'তে পারে পরপত্নী, কিন্তু নহে পর;
চিন্তা শক্তি, চিন্তা স্মৃতি, চিন্তা পঞ্চপ্রাণ;
শিক্ষা, দীক্ষা, চিন্তা-প্রেম, চিন্তা দীক্ষা-দাতা,
সঙ্কল্প জীবন তায়, মন উপচার,
সর্ব্বস্ব,—সর্ব্বস্বসহ হৃদয়-আহুতি;
সাধনায় সিদ্ধিলাভ নাহিক অন্যথা!

চিন্তা। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি) সহসা এত চিন্তাটা কিসের উপস্থিত হ'ল?

বিল্বমঙ্গল। চিন্তার স্থান চিন্তাই অধিকার ক'রে ব'সে আছে!

শোভা। (চিন্তা প্রতি) আমরা এখন স্নান ক'রতে যাব।

চিন্তা। স্নান ক'রতে যাবেন? কিন্তু স্বীকার ক'রে যান, এখানে আস্‌বেন ত?

শোভা। যখন আশা দিয়েচি, তখন নিশ্চয় আস্‌ব; আমাদের কথা মিথ্যা হবে না।

[শোভা ও শান্তির প্রস্থান।

বিল্বমঙ্গল। আমাদেরও স্নানের সময় হ'য়েচে নয়?

চিন্তা। কি বোধ হয়?

বিল্বমঙ্গল। তুমি "হাঁ" ব'ল্‌লেই হ'য়েচে; "না" ব'ল্‌লেই হয় নাই!

চিন্তা। দেখ বিল্বমঙ্গল! অতটা ভাল নয়।

বিল্বমঙ্গল। কেন চিন্তা?

চিন্তা। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

বিল্বমঙ্গল। এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল; ভক্তিটে চোরের লক্ষণ নয়, সাধুর; তবে এরূপ ভক্তিটেই চোরের লক্ষণ বটে!

চিন্তা। আমার ভুল, কি তোমার ভুল, মূল ধ'রে দেখ্‌লেই তার স্থূল মর্ম্ম বোঝা যায়!

বিল্বমঙ্গল। এখনও কি তা বুঝ্‌তে পার নাই?

চিন্তা। বুঝ্‌তে না পারলে কি আর এমন কথা ব'ল্‌তে পারতেম?

বিল্বমঙ্গল। বুঝেচ কি?

চিন্তা। যা বুঝেচি, তাতে সম্পূর্ণ নিরাশ দেখি।

বিল্বমঙ্গল। সর্ব্বনাশ!

চিন্তা। সর্ব্বনাশের আর বাকি কি? তা ত অনেক দিনই হ'য়েচে! যেটুকু বাকি ছিল, তাও আজ হ'য়ে গেল।

বিল্বমঙ্গল। এমন কথা ব'ল্‌চ যে?

চিন্তা। অন্ধকার যে কেটে যাচ্চে!

বিল্বমঙ্গল। কিসের অন্ধকার চিন্তা?

চিন্তা। দেখ বিল্বমঙ্গল! এ সংসারে বিশ্বাসের মূল্য অনেক; অবিশ্বাস সুলভেই পাওয়া যায়।

বিল্বমঙ্গল। বিশ্বাসের মূল্য অনেক হ'লেও, ভাগ্যবানে তা বিনামূল্যেও পেয়ে থাকে!

চিন্তা। তেমন ভাগ্য ক'জনের হয়?

বিল্বমঙ্গল। তোমারই যে নয়, কিসে তা জান্‌লে?

চিন্তা। দেখ বিল্বমঙ্গল! মনের কথা না ব'লে আর থাক্‌তে পারলেম না। আমি অবিশ্বাসিনী, কলঙ্কিনী হ'লেও, তোমাকে একান্তই বিশ্বাস ক'রেচি। অসতী হ'য়েও, তোমাকে মন দিয়েচি, হৃদয়ও বোধ হয় দিতে পেরেচি। তুমি পর হ'লেও, তোমাকে পতিজ্ঞানে ভাব্‌তে শিখেচি! কিন্তু বল দেখি, মনের পরিবর্ত্তে মন, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, হৃদয় নিয়ে হৃদয় দিতে তুমি কি কখন পার্‌বে? বিশ্বাসেই প্রেম, প্রেমেতেই প্রাণদান। এই অবিশ্বাসিনী পর-রমণীর এই অবিশ্বাসিনী মন, উচ্ছিষ্ট প্রাণ, অপবিত্র হৃদয়, তোমার অমূল্য বিশ্বাসের মূল্যের কি সমান হবে?

বিল্বমঙ্গল। আমি কি এত অবিশ্বাসী?

চিন্তা। শতবার তা স্বীকার ক'রতে হবে বৈ কি!

বিল্বমঙ্গল। কি প্রমাণ পেলে?

চিন্তা। তোমার প্রমাণ তুমিই। দেখ বিল্বমঙ্গল! তুমি একজনের হৃদয়ের রাজা, আমার কাছে কেবল তোমার রাজা সাজা। একজনের রাজ্য-ধন অপহরণ ক'রে, যখন তাকে ফাঁকি দিয়ে আস্‌তে পেরেচ,

তখন যে আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ ক'রে আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না, এ কথা কে অস্বীকার ক'রতে পারে বল ? যে একবার চুরি করে, সে দু'বারও চুরি ক'রতে পারে ; এ কথার আর কোন প্রমাণ দিতে হয় না। তবে চোরকে যে বিশ্বাস করে, সর্ব্বনাশই তার পুরস্কার হয়। তাতেই ত ব'ল্‌ছিলেম, সর্ব্বনাশ ত হ'য়েইচে।

বিল্বমঙ্গল। চিন্তা! চিন্তা! বিল্বমঙ্গল অবিশ্বাসী,—কেবল শান্তির কাছে। চিন্তার প্রতি অবিশ্বাস! মনে ক'র্‌লেও যে চিন্তা-শক্তি তিরোহিত হয়!

চিন্তা। তা হ'লেও তাতে চিন্তার মন নিশ্চিন্ত নয়। যে শান্তিকে কাঁদাতে পেরেচে, সে ত অনায়াসেই চিন্তাকে কাঁদাতে পারে! শান্তি চাঁদের কিরণছটা, চিন্তা বিষম বিদ্যুৎঘটা ; শান্তি প্রেম, চিন্তা হেম ; প্রেমের চেয়ে কি হেমের এত অধিক আকর্ষণ ? তুমি বল দেখি, সেই শান্তি, আর এই চিন্তাতে প্রভেদ কত!

বিল্বমঙ্গল। বাক্যাতীত, নাহিক সন্দেহ।
তাই ত, তাই ত চিন্তা! শান্তি পরিহরি,
সমাজ রাখিয়া দূরে,
ছিন্ন করি বিবেক-বন্ধন,
চিন্তা-সাগরেতে আসি হ'য়েচি মগন!—
কভু বা সাঁতার দিই রূপের স্রোতেতে,
কভু যাই ভেসে ভেসে সোহাগ-হিল্লোলে,
কভু ডুবি, প্রেমরত্ন তুলিতে না পারি!
কতবার ডুবি, উঠি, কতবার ভাসি ;
দেখ চিন্তা! দৃষ্টিশক্তি করিয়া বিকাশ,
হৃদয় খুলিয়া দিই দেখ একবার,

চিন্তা, চিন্তা, চিন্তা বই আর ত সেথানে,
কিছু নাই, কিছু নাই, পাবে না দেখিতে !
দেখ, দেখ, প্রেমিকের দৃষ্টির সহায়ে,—
চিন্তা-প্রেম-রত্ন কিনি প্রাণ-বিনিময়ে।
মরম-মন্দির-মাঝে হৃদয়-কৌটায়,
কেমনে রেখেচি তারে, অতি সংগোপনে,
সর্ব্ব প্রহরী মন, সে রত্ন-ভাণ্ডারে।
তবে চিন্তা ! তবে চিন্তা ! এ মর্ম্মবেদনা,
কেন দাও ? অবিশ্বাস প্রেমিকের নয়।

গীত।

ব'ল না এমন কথা দিও না মর্ম্মবেদনা।
সহে না সহে না প্রাণে, এ দারুণ যাতনা ॥
হৃদয়-সরোজে, ও রূপ বিরাজে,
বিমোহিত মন-প্রাণ আর কিছু চাহে না ॥
চিন্তা সারাৎসার, প্রেমের আগার,
ভাবি নিরন্তর এ ভবসংসারে ;—
শান্তি পরিহরি, চিন্তা-রূপ স্মরি,
করি বিভাবরী ওরূপ সাধনা।

চিন্তা। আর মর্ম্মবেদনা দিব না ; তবে রত্ন ব'লে আজ যা যত্ন পাচ্চে, কাল তা ঝুঁটো ব'লে ধূলায় গড়াগড়ি না গেলেই হ'ল ! এখন আর কি ব'ল্‌ব, যদি কখনও মাণিক পাও, আর এই রত্নের এমনি যত্ন রাখ্‌তে পার, তখন তোমার পরীক্ষা সাঙ্গ ক'র্‌ব ; এখন যাই চল।

[বিল্বমঙ্গল ও চিন্তার প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

[গোলোক]

রাধা, বৃন্দা, বিশাখা, শ্যামা, ও ললিতা আসীনা।

রাধা। দেখ, বৃন্দে! বিরজার কূলে এলেই প্রাণ যেন শীতল হ'য়ে যায়।

বৃন্দা। আজ শীতল হ'য়ে যাচ্চে গো রাধে! আজ শীতল হ'চ্চে; একদিন কিন্তু ঐ প্রাণ জ্ব'লে যেত!

বিশাখা। জ্ব'লে আবার যেত কখন?

বৃন্দা। বিশাখার বুঝি তা নাই ক স্মরণ? আজ না হয় বিরজা প্রবাহিনী; কিন্তু একদিন ছিল যুবতী গোলোক-কামিনী, এম্নিই শ্যাম-সোহাগের সোহাগিনী রাধে! তোমারই মত এম্নি শ্যাম-সোহাগের সোহাগিনী। তখন যে বিরজার নাম শুন্‌লেও প্রাণ জ্ব'লে যেত!

শ্যামা। তা ত যাবারই কথা ভাই! তখন যে সে সতীন হ'ত!

ললিতা। সতীন যে সাপের বিষ, নাম শুন্‌লেও রিশ জন্মায় ভাই!—

হবে শুনে লাগে ব্যথা,
হওয়াই ত ভাই দূরের কথা!
সুখের ভাগও দেওয়া যায়;
কিন্তু স্বামীর ভাগটী দেওয়া দায়।

শ্যামা। ললিতাকে বুঝি সেই দায় পোহাতে হয়? তাতেই এত জানাশুনা!

ললিতা। শ্যামার বুঝি তা নাই ক জানা?—

স্বামী যার গোলোকবিহারী,
তার ত সতীন ছড়াছড়ি।

শ্যামা। (রাধাকে লক্ষ্য করিয়া) তাহ'লেই ত সঙ্কট প্যারি! এখন হ'তে ললিতার সঙ্গে আমার সতীন-আড়ি;—আমরা থাকি মাঝে পড়ি, ফাঁকতালে যদি একটা ভাগ নিতে পারি।

রাধা। তাতে কি ভয় করি কিশোরী? রাধা আর সতীন-ছাড়া কবে শ্যামা? গোলোকে বিরজা, গোকুলে চন্দ্রা; রাধার কাঁদা চিরদিনই।

বৃন্দা। কথাটা সত্য ব'লেই মানি; কিন্তু তবে একটা কথা এই জানি; রাধার কষ্ট চিরদিনই, এবং রাধার কৃষ্ণ চিরদিনই। রাধার সুখে সতীন বাঁধা, কিন্তু রাধার প্রেমেই সতীন বাঁধা।

রাধা। সেটা তোর মনের ধাঁধা।

বৃন্দা। তাই না হয় মানে বৃন্দা; কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মিলন সদা, সেটাও কি কোন মনের ধাঁধা? শ্যামের বামেই রাধা শোভে, বিরজা আর দাঁড়াল কবে? বলি, শ্রীমতি! শ্রীপতিই ত সবাই বলে, বিরজা-পতি আর সে কোন্ কালে?

রাধা। সেই যা সুখ এ কপালে। ভক্ত-প্রেমে নিমগন, রাধার পাশে কতক্ষণ?

বৃন্দা। যতক্ষণ ততক্ষণই, মহাঅষ্টমীর মহাক্ষণ! যোগী-ঋষি সেই ধ্যানেতেই নিমগন, ইন্দ্র-চন্দ্র না পায় দরশন। বলি, কিশোরি! যুগল ছাড়ি, ভক্তের গোল একা মিটাতে পারে কি শ্রীহরি?

শ্যামা। মরি, মরি গোলোকেশ্বরি! এখন মনে নাই আর ব্রজপুরী?— যেদিন আয়ানের চোখে ভেল্কি দিয়ে, শ্যাম দাঁড়াল শ্যামা হ'য়ে। তুমি তার উপাসিকা শ্রীরাধিকা। সেটা কি চন্দ্রাবলীর দায়ে, না রাখতে তোমায় আয়ানের ভয়ে?

রাধা। সে কথা আর কেন সখি! ব্রজের কথা মনে হ'লে এখনও চোখে আঁধার দেখি।

বৃন্দা। আঁধার দেখ্‌বার কারণই বা কি ? ব্রজে রাধার সুখের বাকী ছিল কবে বিধুমুখি !

রাধা। এমন কথা বলা তোর ত মানায় না সখি ! ব্রজে রাধার রোদন ছিল, বেদন ছিল, তিরস্কার-বাণী শ্রবণ ছিল, সুখের দর্শন আর কবে হ'ল ? গোলোকের এই নারায়ণী, বৃন্দাবনে কলঙ্কিনী ; বৃন্দে বুঝি, সে কথা আজ ভুলে গেল ?

বৃন্দা। করা কাজ কে ভোলে বল ? রাধাকুঞ্জে রাইমানিনী, মানের দায়ে যায় যামিনী ; রাই রাখ, রাই রাখ ব'লে, ধড়াচূড়া ধরায় ফেলে ; গোলোকের এই নারায়ণ, রাধার পায়ে করে রোদন ! রাধে ! বৃন্দের সে কথাটাও আছে স্মরণ ? "দেহি পদপল্লব মুদারং" বল দেখি, কার প্রেমের দায়ে এ কথাটা হ'ল কথন ?

শ্যামা। যেমনকে তেমন ! মুখের মতন ব'লেচিস্ বৃন্দে ! রাধার দায়ে গোলোক ছাড়ি, ব্রজে গোপাল বংশীধারী ; বিশ্বরাজা রাখালসাজে, গো-ধন ফিরায় গোঠের মাঝে ; বিঘ্নহারী মধুসূদন, শিরে বাধা করে ধারণ ! শ্রীমতি ! বল না এখন, কার কারণ এত দায় পোহাতে হ'ল ?

বৃন্দে। তাতেই কোন্ মন উঠেছিল ? সকলই ত আমি জানি, মান ভাঙ্গাতে বিদেশিনী, বিনোদিনী কত সাজে না সেজেছিল হরি !

রাধা। কিন্তু শত বর্ষের নয়নবারি, সহচরি ! তাও উচিত করা স্মরণ।

বৃন্দা। তার পরটা বল এখন ! 'প্রভাসেতে পুনর্মিলন, পূর্ণসুখের নিদর্শন ; কেমন মধুর আস্বাদন ? শ্রীমতি ! মেঘ উঠেছিল কেবল রোদ মিষ্টি হবে ব'লে।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। সেই কথাই ত সবাই বলে; কেবল বলে না তোমাদের এই বিনোদিনী। বিচ্ছেদ-অমাবস্যার নিশা না থাকলে কি প্রেম-পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র কিরণ-ছটার এত ঘটা দেখ্‌তে পেতে?

বৃন্দা। এতক্ষণ ছিলে কোথা? তোমার জন্যই ত এত কথা!

কৃষ্ণ। তুমিই জান ত যত ব্যথা? সখি, সেই পায়ে ধরার কাঁদার দিন, তোমরাই ত তার কেবল সাক্ষী, তবে আমার দিকে আর কেন হবে না বল দেখি?

শ্যামা। কিন্তু কমল-আঁখি! এখন রাধার আছে বাকী; পায়ে ধ'রেচ, আবার বুঝি ধ'র্‌তে হয় বা দেখি!

কৃষ্ণ। কেন সখি! অপরাধ?

শ্যামা। অপরাধ? অপরাধ রাধার-বিষাদ! আমাদেরও মনের সাধ প্রমাদ রাখা ত ভাল নয়, তাতেই ব'লচি রসময়!—

বাঁধ দেখি মনচোরা!
তেমনি ক'রে ধড়াচূড়া,
গলে দিই গুঞ্জবেড়া,
ব্রজের ভাবে সাজ হরি!
রাই থাক্‌বে মানের ছলে;
তুমি ব'সে ধরাতলে—
রাই রাখ, রাই রাখ ব'লে—
সাধ তার চরণে ধরি!
বংশীধারি! আজ ব্রজের খেলা খেলিব,
প্রেমের মেলা দেখিব,

তেমনি বাসর সাজাব,
কুঞ্জে কুসুম তুলিয়ে !
আমরা যত সহচরী,
হব' রাধার দ্বারের দ্বারী,
যাও, যাও এস না হরি,
ব'লে দিব ফিরায়ে ॥

এখন এই সাধটী মিটায়ে, আপনার সাধ মিটাতে পাবে।

গীত।

নব-নটবর, সুশ্যামসুন্দর,
ধর ব্রজের ভাব বংশীধর, একবার শ্রীহরি ।
আজ খেল্‌ব হে ব্রজের খেলা, হের্‌ব শ্যাম-প্রেমের মেলা,
বাসর সাজাব চিকণকালা, মিলে যত সহচরী ॥
ওহে গোলোকরাজ এ সাজ ত্যজে, সাজ হে রাখাল-সাজে,
গোকুলে সাজিতে যেমন, তেমনি বাঁধ পীতধড়া,
শিরে মোহনচূড়া, গলায় গুঞ্জবেড়া, মুনিজন-মনোহরা ;
হ'য়ে ত্রিভঙ্গ, বামে হেলে, দাঁড়াইয়ে কদমতলে,
(বাঁকাসখা তা কি ভুলেছ হে)
জয় রাধা শ্রীরাধা ব'লে, বাজাও সাধা বাঁশরী ॥
ঢাকি বসনে বদনখানি, বসিবে বিনোদিনী, মানেতে হ'য়ে মানিনী ;
আমরা হে সহচরী, মান-সাগরের কাণ্ডারী,
যদি বুঝ্‌তে পারি সময় বুঝে দিব পাড়ি ;
গোলোক-শশি হে ধূলায় প'ড়ে ভাসি দু'নয়ন-নীরে,
(রাধাকুঞ্জে যেমন করিতে হে)
রাই রাধ, রাই রাধ ব'লে, সাধ রাধার পায়ে ধরি ॥

কৃষ্ণ। হাঁ শ্যামা! মনে আবার সহসা ব্রজের ভাবের উদয় হ'ল কেন?

শ্যামা। শ্যাম হে! ব্রজের ভাব বড়ই মধুর ভাব; তাতে বিচ্ছেদ আছে, মিলন আছে, হাসি আছে, কান্না আছে; হাসি কান্না নৈলে কি, ভাবের মধুরত্ব বোঝা যায়? গোলোকের এই একটানা ভাবে আর মন বসে না।

ললিতা। শ্যামার যে বড় নূতন ভাবের কথা শুনচি! সুখে মন বসে না, মিলনে সুখ হয় না, শ্যাম হে! শ্যামার সুখের উপায় কর।

বিশাখা। তা ত নয়, ধন্বন্তরীকে ডেকে আনাও; শ্যামা বুঝি বা পাগল হয়!

শ্যামা। এ গোলোকের পাগল কি ধন্বন্তরির ঔষধে ভাল হয়? তার ত পুঁজি নিদান বই নয়! এ রোগের ঔষধি-বিধি নিদানেতে আছে কৈ? তা'হলে সই! এই রোগেতে পাগল হ'য়ে, নিদানকর্ত্তা ঈশান কেন শ্মশানেতে বাস ক'র্চে?

বিশাখা। (কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া) তবে শ্যামার উপায়?

শ্যামা। শ্যামার উপায় শ্যামের পায়। এখান হ'তেই পাগল হয়, আবার এখানেতেই পাগল সেরে যায়! যেখানেতে রোগ, সেইখানেতেই তার ঔষধ; পাগল না হ'লে এ কথাটাও বোঝা দায়। দেখ বিশাখা! এখন আসল কথা বলি আয়; যারা প্রেমিক নয়, তারাই বিচ্ছেদে ডরায়; বিনা বিচ্ছেদে কি প্রেমে কখনও পূর্ণত্ব জন্মায়?

কৃষ্ণ। আমি তবে শ্যামার দিকে হই।

বৃন্দা। শ্যাম আর শ্যামার দিক্ ছাড়া কৈ! তাতেই ত বৃন্দাবনে বাঁশী ফেলে অসি ধ'রে, এলোকেশী শ্যামা হ'য়ে, জগৎবাসীকে দেখিয়েছিলে,—শ্যাম আর অন্ত নয় শ্যামা বৈ।

নারদের প্রবেশ

নারদ। মরি, মরি, একি হেরি! ভাবের সমাবেশ বলিহারি! এ যে প্রেমের কোলে শান্তি, শান্তির পাশে ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, দয়া একাধারে বিরাজিতা! চাঁদকে ল'য়ে চাঁদের খেলা, প্রেমের মেলা, রূপের মেলা; মন রে! তোর ত চিরদিনের পিপাসার জ্বালা, এই বেলা সকল জ্বালা মিটিয়ে লও। এ সময় যদি চ'লে যায়, তাহ'লে অসময় আর কখনও যাবে না।

কৃষ্ণ। এস নারদ! আস্‌তে আস্‌তে আবার ভাবৃচ কি?

নারদ। (অগ্রবর্ত্তী হইয়া) গোলোক-শশী আজ ষোলকলায় পরিপূর্ণ, তাই দেখ্‌চি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাব-সাগরে ভেসে গেচি, কিন্তু সে সাগরের কূল যে কোথায় পাব, তাই ভেবে আকুল হ'য়েচি!

বৃন্দা। এখন ত হাবুডুবু খেতে থাক, তার পরেতে কূলের কথা ভেবে দেখ'।

[illegible] তা ত নয় বৃন্দে! তা ত নয়; কার্ সঙ্গে [illegible] [illegible]বেন, তাই মনে মনে ঠিক ক'রে আস্‌চেন।

নারদ। কেন? আমি কি তোমাদের ভাগের ভাগী যে, ঝগড়া ক'র্‌তেই এসে থাকি?

বিশাখা। হ'তে চাও, কিন্তু পার কই? এ বহুমূল্যে কেন ধন; ভাগ নিতে হ'লেই, সমান মূল্য প্রদান ক'র্‌তে হবে।

নারদ। মূল্যের পরিমাণটা ব'লে দাও তবে; চেষ্টা ক'র্‌লে যদি যোগাড় হয়।

বিশাখা। তোমার দ্বারা যোগাড় হবার নয়; তা'হলে কি আর বেগার খেটে, ব্রহ্মাণ্ডটা ঘুরে বেড়াও?

নারদ। বেগার খেটে বেড়াই ব'লে কি সঞ্চয় কিছুই রাখি না?

বিশাখা। কই, তা ত কিছুই দেখ্‌তে পাই না! (জনান্তিকে বৃন্দার

প্রতি) বৃন্দে ! আজ ভাল ক'রে নারদকে একবার বুঝে নাও দেখি ?

বৃন্দা। (জনান্তিকে) তার আর ভাবনা কি ? (নারদের প্রতি) ঠাকুর ! তোমায় ঐ পৈতের সুতো একগাছি আমাদিকে দাও না !

নারদ। কি কথার উপর, কি কথা আন্‌লে আবার দেখ না ! কৈলাসেতে ভূতের পাগল, এখানে যে কিসের পাগল, তা ব'ল্‌তে পারি না। বিশ্ব-পাগল ! তোমরা এ সব পাগল পুষে রাখ কেবল নারদের জন্য ? (বৃন্দার প্রতি) কেন, পৈতের সুতোয় আবার প্রয়োজন কি হ'ল ?

বৃন্দা। দেখ ঠাকুর ! ইন্দ্রের সেই ঐরাবত হাতীটে দিন দিন গোলোকে এসে, বড়ই উৎপাত করে ; ঐ সুতো দিয়ে তাকে এইবার বেঁধে রাখ্‌ব ! কেন, এতে ত বেশ বাঁধা হবে !

নারদ। আমাকে পাগল ভেবেই বুঝি এ কথাটা বলা হ'ল ?

বৃন্দা। কেন, পাগলের কথা আবার কি বলা গেল ?

নারদ। এর চেয়ে আর পাগলের কথা কি হয় বল ? সুতোয় কি কখন হাতী বাঁধা যায় ?

বৃন্দা। যায় না ? সেকি ঠাকুর ! একগাছা সুতো দিয়ে, তুমি একশ আটটা হাতী বেঁধে রেখেচ, আর একটা বাঁধা যায় না ?

নারদ। তোমাদের কথার ভাব বোঝা দায়।

বৃন্দা। হায়, হায়, ঠাকুর ! হরিনামের মালা পরা তোমার শোভা পায় না। যার ভাব বোঝ না, তেমন ভূতের বোঝা ব'য়ে মরায়, কেবল কর্ম্মভোগ বই আর কিছুই হয় না।

নারদ। কিন্তু উপস্থিত এ কর্ম্মভোগটা ততোধিক ব'লেই মনে হয় !

বৃন্দা। আচ্ছা, বল দেখি ঠাকুর ! কৃষ্ণের কটা নাম ?

নারদ। কৃষ্ণনাম অসংখ্য।

বৃন্দা। কিন্তু সংসারে প্রচার কটা ?

নারদ। একশত আটটা !

বৃন্দা। আচ্ছা, এখন বল তবে, কৃষ্ণ বড় না কৃষ্ণনাম বড় ?

নারদ। কোন্‌টা বড় বলা যায় না।

বৃন্দা। ভোলানাথের কাছে যাওয়া আসাটা কিছু বেশী বেশী কি না, তাতেই ত সকল কথা ভুলে যাও ! কেন, দ্বারকায় সত্যভামার সেই পুণ্যক-ব্রতের কথা কি মনে পড়ে না ? তুমিই ত তখন কৃষ্ণের সঙ্গে কৃষ্ণনামের ওজন ক'রে দেখেছিলে ! তখন কি দেখ্‌তে পেয়েছিলে ?

নারদ। কৃষ্ণ চেয়ে কৃষ্ণনামই বড় দেখেছিলাম ; কারণ, কৃষ্ণনামই ভারি হ'য়েছিল।

বৃন্দা। তবে ঠাকুর ! এইবারে বুঝে দেখ না ; কৃষ্ণ চেয়ে একটী মাত্র কৃষ্ণনাম যে এত বড়, তেমন নাম একশ আটটী একত্রে ল'য়ে, একমাত্র বিশ্বাসের সূতোয় বেঁধে, তবে হরিনামের মালা হয় ; যখন একগাছা সূতোয় একশ আটটা এমন হাতী বাঁধা যায়, তখন আর একটী সামান্য হাতী বাঁধা যায় না ? এই গোলোকধামে ঐ সর্ব্বশক্তিমানের সম্মুখে যখন এতটুকু বিশ্বাস ক'র্‌তে পার না, তখন আর নামের মালা গলায় রেখেচ কি ক'র্‌তে ? ও ত কেবল তুল্‌সীকাঠের বোঝা বওয়া হ'চ্চে মাত্র !

বিশাখা। ছি ছি নারদ ! এমন পুঁজি তোমার নাই ! তুমি আবার সমান মূল্য প্রদান ক'রে, আমাদের ধনের ভাগ নেবে ? এখন বুঝ্‌লে ত, বিশ্বাস হ'তেই ভক্তির উদয়, ভক্তি হ'তেই প্রেম, আর সেই প্রেম দিয়ে কেনা আমাদের এই প্রেমময় ; ধনের ভাগ সামান্যেতে পাবার নয় !

গীত

ছি ছি ঋষিরাজ হে, এ কর্ম্মভোগ তোমার সাজে না।
মিছে ভূতের বোঝা বেড়াও বোয়ে, কোন ধার তার ধার না ॥
কোন্ বলেতে হ'য়ে বলী, নিতে আস বনমালী,
নামের মালা নামাবলী কেন বওয়া বল না ॥
বিশ্বাসে ভক্তির উদয়, ভক্তিতে হয় প্রেমোদয়,
প্রেমে কেনা সেই প্রেমময়, ওহে তা কি তুমি জান না ॥

নারদ। বিশাখা! আর না, রক্ষা কর; নারদের খুব শিক্ষাই হ'য়েচে! (কৃষ্ণের প্রতি) হাঁ হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন! নারদের এ লাঞ্ছনাটা আজ কিসের জন্যে হ'য়ে গেল?

কৃষ্ণ। মনে কি কিছু অহঙ্কার হ'য়েছিল?

নারদ। হ'য়েছিল বোধ হয়; ভোলানাথের সঙ্গে ভূমণ্ডলে ভ্রমণে গিয়েছিলাম; একস্থানে একজন বেশ্যাসক্ত উদভ্রান্ত যুবককে দর্শন ক'রে, বৃষধ্বজকে জিজ্ঞাসা ক'র্লেম, হাঁ হে ত্রিকালদর্শি! এই কদাচারী নরকের কীটের কি কখনও উদ্ধারসাধন হবে?

কৃষ্ণ। উমাপতি তাতে কি উত্তর দিলেন?

নারদ। আমার সেই কথায় শঙ্কর মৃদু হেসে ব'ল্লেন, নারদ! সেটা বড় অসম্ভব কথা নয়; এই যুবক বেশ্যাসক্ত হ'লেও যেরূপ এর মনের ঐকান্তিক ভাব, এই ভাব কার্য্যবশে যদি কখনও সেই ভাবময়ের ভাবের ভাবগ্রাহী হয়, তখন দেখ্বে, এই আসক্তি প্রেমের রূপ ধারণ ক'রেচে এবং এই নরকের কীটই স্বর্গের দেবতারূপে পরিণত হ'য়েচে!

কৃষ্ণ। তার পর?

নারদ। শঙ্করের সেই কথায় আমি নিরুত্তরই রইলেম ; কারণ কথাটা তখন পাগলের কথা ব'লে মনে হ'য়েছিল !

কৃষ্ণ। এটা আর পাগলের কথা কিরূপে হ'ল নারদ ? জ্ঞানময় শঙ্করেরই উপযুক্ত কথা।

নারদ। "অহং" ভাব প্রবল হওয়াতেই বোধ হয়, তখন গঙ্গাধরকে পাগল ব'লে জ্ঞান হয়েছিল।

কৃষ্ণ। কি ভেবেছিলে ?

নারদ। ভেবেছিলাম, আমি কঠোর সাধনা ক'রেও যে প্রেমের বিন্দুমাত্র ভাবগ্রহণে সমর্থ হ'তে পারি নাই ; এই মদমত্ত ভ্রান্ত-যুবক, সেই অপ্রমেয় প্রেমের ভাবগ্রাহী হ'য়ে, আত্মোদ্ধার সাধন ক'র্‌বে ? এইরূপ অধঃপতিত পাষণ্ড আবার হরিপ্রেমের অধিকারী হ'য়ে, পরমপদ প্রাপ্ত হবে ? তা হ'লে আর আমি যোগ-সাধন ক'র্‌চি কিসের জন্য ? এই-রূপ কদাচারে জীবনযাপন করাই ত ভাল ছিল ?

কৃষ্ণ। নারদ ! সাধনার সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ কিছুই নাই। বিশ্বাসেই ভক্তি, ভক্তিতেই প্রেম, প্রেমই পতিতপাবন ;—পতিতের উদ্ধারসাধনই প্রেমের ধর্ম্ম। যোগসাধনায় অনেক সময় কর্ম্মভোগই হ'য়ে থাকে, প্রেম-যোগ বিনা সাধনাতেও হ'তে পারে।

নারদ। তা না হয় বুঝ্‌লাম প্রেমময় ! কিন্তু যে পাপিষ্ঠ পত্নীপ্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে, স্বজন-সৌহৃদ্য বিস্মৃত হয়ে, সর্ব্বস্ব সুদূরে ফেলে, পররমণীর রূপের কুহকে বিমুগ্ধ হ'য়েচে, তার সঙ্গেই বা প্রেমের সম্বন্ধ কি ?

কৃষ্ণ। আছে বই কি নারদ ! যে ব্যক্তি একজনের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'র্‌তে পারে, সে মহাপাপিষ্ঠ হ'লেও তার মনের বল কত বল দেখি ? যে পত্নী ভুলেচে, স্বজন ভুলেচ, সংসার ভুলেচে, একজনকে জীবন, ধন, সর্ব্বস্ব, অর্পণ ক'রেচে, সে যদি বিপথের পথিক না হ'ত, তা হ'লে

আজ তাকে মহাযোগী ব'ল্‌তে কিছুতেই কুণ্ঠিত হ'তাম না! কারণ, আমাতে সর্ব্বস্ব সংযোগের নামই যোগ; এবং এরূপ সংযোগ-সাধনে যে সমর্থ হয়, সেই ত সংযমী মহাযোগী। নারদ! সেও ত এক-জনের প্রতি মনঃসংযোগ অচল, অটলভাবে স্থির রেখেচে! সেই মনঃ-সংযোগ যদি কখন আমার স্বরূপধ্যানে নিযুক্ত ক'র্‌তে পারে, তা হ'লে তার প্রেমোদয় সহজেই হবে বৎস! কারণ, যেখানে মনের বল, সেইখানেই বিশ্বাস,—কথা দুটো একই বোধ হয়; যেখানে বিশ্বাস, সেইখানে ভক্তি, যেখানে ভক্তি, সেইখানেই প্রেম, প্রেমেতেই মহামুক্তির পরমানন্দ!

বৃন্দা। (কৃষ্ণের প্রতি) কথা ত অনেকই হ'ল, কিন্তু মূল-কথাটা হ'চ্চে কাকে নিয়ে?

কৃষ্ণ। নারদ বোধ হয়, বিশাখাপুরের বিল্বমঙ্গলের কথাই ব'ল্‌চে! (নারদের প্রতি) কিন্তু বৎস! অচিরেই হয় ত দেখ্‌তে পাবে, সেই অধঃপতিত বিল্বমঙ্গলই একদিন, কেবলমাত্র মনের বলেই প্রেমরাজ্য অধিকার ক'রে ব'স্‌বে।

নারদ। প্রেমময়! তোমার কৃপাতে সবই হয়।

কৃষ্ণ। যে কথা এখন মুখে ব'ল্‌চ নারদ! ক্ষণপূর্ব্বে তোমার মনে কিন্তু সে ছিল না! সেইজন্যই ত আজ বিশাখার কাছে এরূপভাবে অপ্রতিভ হ'লে। আমার কৃপায় যখন সব হয়,—আমার কৃপায় যখন শ্মশান-মাঝে স্বর্গের শোভাও অসম্ভব নয়; তখন বৎস! আমার এই গোলোকরাজ্যে কি একগাছি সূক্ষ্ম সূতায় একটা বৃহৎ হস্তী বাঁধা যেতে পারে না? নারদ রে! যে বিশ্বাস হারায়, সে সেই সঙ্গে সবই হারায়! বিশ্বাস বিনা কেউ প্রেমের অধিকারী হ'তে পারে না; প্রেম বিনা আমাকেও কেউ কখন পায় না!

নারদ। তবে আজ একটা কথা জেনে রাখি। আচ্ছা, প্রেমময়! জ্ঞান বা কর্ম্ম কি প্রেম-রাজ্যের পথ প্রদর্শন ক'র্‌তে পারে না?

কৃষ্ণ। অবশ্য পারে; তাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু বৎস! জ্ঞান-সাধনই বল, আর কর্ম্ম-সাধনই, বল, বিশ্বাসই সকলের মূলাধার। যদি এ কথায় বিশ্বাস না হয়, তবে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্চি। আচ্ছা, বল দেখি, কর্ম্মের সাধন কাকে বলা যায়?

নারদ। সর্ব্বকর্ম্মময় তুমি, তোমার উদ্দেশে সর্ব্বকর্ম্ম আচরণের নামই কর্ম্মসাধন।

কৃষ্ণ। জ্ঞান-সাধন কাকে বলে?

নারদ। সর্ব্বজ্ঞানময় তুমি, তোমাকে চিন্ময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ আরাধনার নামই জ্ঞান-সাধন।

কৃষ্ণ। এখন তবে বল দেখি বৎস! আমাকে যে সর্ব্বকর্ম্মময় ব'লে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারে না, সে কি কখনও আমার উদ্দেশে সর্ব্বকর্ম্মের আচরণ ক'র্‌তে সমর্থ হয়? আমাকে যার সর্ব্বজ্ঞানময় ব'লে বিশ্বাস হয় না, সে কি কখন আমাকে চিন্ময় সচ্চিদানন্দ-জ্ঞানে আমার স্বরূপ অবধারণা ক'র্‌তে পারে? নারদ রে! কর্ম্মই বল আর ধর্ম্মই বল, জ্ঞানই বল আর ধ্যানই বল, বিশ্বাসই সকলের মূল। সংসার-মরুভূমিতে অশান্তি-আতপ-তাপে শীতল হ'তে, প্রেমই জীবের একমাত্র আশ্রয়-তরু। বিশ্বাস সেই তরুর মূল, কর্ম্ম তার কাণ্ড, জ্ঞান তার শাখা, ভক্তি তার পল্লব, আর মুক্তি তার সুমিষ্ট ফল, সে ফলের উপভোগই পরমানন্দ লাভ। একবার সে তরুর মূলে আস্‌তে পার্‌লে, কাউকে কখন ফললাভে নিষ্ফল হ'তে হয় না।

নারদ। মোক্ষদাতা! নারদের আজ মহাশিক্ষা লাভ হ'য়েচে।

কৃষ্ণ। নারদ রে! কানে শোনা অপেক্ষা, চোখে দেখাটা আরও অধিকতর

শিক্ষাপ্রদ। অচিরেই ধরাতলে একসূত্রে, একক্ষেত্রে, সকল সাধনার সিদ্ধিলাভ একসঙ্গেই দেখ্‌তে পাবে। দেখ্‌বে, বিল্বমঙ্গলের মনের বল, শান্তির ভক্তি-বল, চিন্তার জ্ঞান-বল, আর কল্যাণপুরের সেই সুকর্ম্মা-নামক বণিকের কর্ম্মের বল, সকলেই আপন আপন বলের সাহায্যে, প্রেম-রাজ্যে বিচরণ ক'র্‌বে। প্রেমের স্পর্শে যদি পতিতের উদ্ধারই না হবে, তাহ'লে আর আমার প্রেমময় পতিত-পাবননাম কিসের জন্য ?

নারদ। চিন্তামণি ! নারদ যে অন্ধ ! স্পর্শমণি চিন্‌বে কেমন ক'রে ?

কৃষ্ণ। চল বৎস ! সকলে এখন আমরা শান্তিকুঞ্জে যাই চল। সেখানে তোমাকে প্রেম-তত্ত্বের মহা-রহস্য ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্‌ব।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

[রূপনগর]

শান্তি, শোভা ও চিন্তা আসীনা

চিন্তা। যারা নিতান্ত বেশ্যাসক্ত, তারাও যে বেশ্যাকে বিশ্বাস করে না, এ কথা আমি বেশ বুঝি।

শান্তি। তার কারণ কি ভগ্নি?

চিন্তা। কারণ, যারা অজ্ঞানতাবশতঃ পর-স্ত্রীতে আসক্ত হয়, তাদের এ জ্ঞানটা নিশ্চয় থাকে যে, আজ যে রমণী ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লোক-ভয়, সমাজ-ভয় বিসর্জ্জন দিয়ে, একজনকে রূপ-যৌবন বিক্রয় ক'রতে পেরেচে, সে কাল আবার তাকে ত্যাগ ক'রে, সেই রূপ, সেই যৌবন অন্য আর একজনকে বিক্রয় ক'রতে পারে। বেচাকেনার কারবারে যেখানে মূল্য বেশী, সেইখানেই আকর্ষণ বেশী। সেই জন্যই কুল-রমণী কুলটা হ'লে, সংসারে কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।

শোভা। আচ্ছা, তোমাদের এই বেচাকেনার কারবারে লাভ কি পাও, তা ব'লতে পার?

চিন্তা। লাভের মধ্যে মূলধন পর্যান্ত উড়ে যায়; এই লাভই ত দেখ্‌তে পাই।

শোভা। লোকে ব্যবসা করে উপার্জ্জনের জন্য; কিন্তু যে ব্যবসায় মূলধন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন হ'য়ে যায়, তেমন ব্যবসা করার ফল?

চিন্তা। ফল তার নয়নজল, নিদারুণ অনুতাপ-অনল! কারণ, সংসারে এমন পাষাণী কেউ নাই, যাকে নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য একদিন

না একদিন, নির্জ্জনে ব'সে নয়ন-জল নিক্ষেপ ক'রতে হয়। রূপের মোহ, ধনের মোহ, কু আশার মোহিনী ছলনা, রক্তের প্রবল উত্তেজনা, কিছুদিন থাকে বটে; কিন্তু একদিন এমন দিন আসে, যেদিন রূপের গরবিণী রূপের আদর করে না, ধনের ভিখারিণী ধনের দিকে তাকায় না, কুপ্রবৃত্তির ক্রীত-দাসী প্রবৃত্তির তাড়নায় ভয় করে না,—ইহকালের অসার-সুখে মন আর তার মজে না। তখন সে পরকালের দিকে চায়, মুগ্ধ মন তার শান্তিপথে আপনি ধায়, তখন সে নিজ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত খোঁজে, সে যে মহাপাপিনী, এ কথা সে তখন সম্পূর্ণভাবেই বোঝে।

গীত।

কে না জানে হায়, এমন দিন না চিরদিন রবে।
হইবে রে সব একাকার, যখন মায়ার বিকার কেটে যাবে॥
কু-আশার কুহক-ছলে, কুসঙ্গে কুরঙ্গে ভুলে,
থাকে সকলে ;—
মোহমদে হয় গো মগন, ভাবে না ভাবে না কখন,
মরি মরি :—
ভাবে চিরদিন সমান যাবে, এ দিনের অন্ত না হবে॥
পূর্ণ হবে পাপের লীলা, সাঙ্গ হবে ভবের খেলা,
এ মোহ-মেলা ;—
সাধের বাসা ভেঙ্গে যাবে, রবিসুত দেখা দিবে,
মরি মরি ;—
তখন স্মরণ হ'য়ে সকল খেলা,
কেবল মনাগুনে জ্ব'লতে হবে॥

শোভা। আচ্ছা, দিদি! আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমিই ত এখনি ব'ল্লে, আমাদের রূপ-যৌবনের আকর্ষণে, যারা আমাদের প্রতি আসক্ত, তারাও আমাদিগকে বিশ্বাস করে না; কিন্তু বল দেখি, তোমাদের রূপ-যৌবন যাদের মনকে আকর্ষণ ক'রে, তোমরা কি তাদিগে বিশ্বাস কর?

চিন্তা। বোধ হয়, তা ক'র্‌তে পারি না!

শোভা। কেন পার না?

চিন্তা। যারা আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে, অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হ'তে পেরেচে, তারা যে অনায়াসে আবার তাকে ত্যাগ ক'রে, অন্য আর একজনে অনুরক্ত হ'তে পারে, এ কথা কুলটামাত্রেই জানে। বেচাকেনার কারবারে যেখানে মূল্য দিয়ে জিনিস কিন্‌তে হয়, সেখান হ'তে অন্য স্থানে যদি অল্পমূল্যে ভাল জিনিস পাওয়া যায়, তবে যে কিন্‌বে, কেননা সে অন্য স্থানে যাবে, এ কথা কোন্ ব্যবসায়ী আর না বোঝে? পর-স্ত্রীর কাছে কেউ কখন প্রাণ দিয়ে প্রেম কিন্‌তে আসে না; হেম দিয়ে আসক্তির পরিতৃপ্তিই ক'র্‌তে আসে। হেমে কখন প্রেমের মূল্য হ'তে পারে না; প্রেমের মূল্য প্রাণ, আর স্থানও অন্যত্রে;—পর-স্ত্রীর কাছে নয়।

শোভা। আচ্ছা, তুমি যাকে ভালবাস, তাকে বিশ্বাস কর ত?

চিন্তা। তাই বা কেমন ক'রে ব'ল্‌তে পারি?

শোভা। কেন?

চিন্তা। আমিও চোর, সেও চোর; চোর কি কখন চোরকে বিশ্বাস করে? বিল্বমঙ্গল আমায় ভালবাসে, না আমার রূপ-যৌবন ভালবাসে, এই কথাই যখন ঠিক ক'র্‌তে পারি না, তখন তাকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি কেমন ক'রে বল?

শোভা। তাহ'লে তোমাদের অবিশ্বাসের ঘরকন্না ?

চিন্তা। তার আর কথা কি! আমি যেমন একজনকে ফাঁকি দিয়ে এসেচি, সেও ত তেমনি একজনকে ফাঁকি দিয়ে এসেচে। এখন সে আমাকে ফাঁকি দেয়, কি আমি তাকে ফাঁকি দিই, এই ভাবনা নিয়েই দিবানিশি থাকি।

শোভা। তবে তুমি তাকে প্রাণ দিতে পার নাই ?

চিন্তা। তার প্রাণে আমার অধিকারও নাই।

শোভা। তোমার অধিকার নাই ত, কার আছে ?

চিন্তা। একদিন বিল্বমঙ্গল যার ছিল, আবার একদিন যার হবে, প্রাণের অধিকার তারই আছে; আমার অধিকার মনে, মনে স্থান পেলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়।

শান্তি। ভগ্নি! কৃষ্ণ যেন তোমার বাক্য সফল করেন!

শোভা। তা হ'লেই আমাদের পক্ষেও যথেষ্ট হয়। আমরা তা হ'লেই বুঝ্‌তে পারি যে, আমাদের মহৌষধির মহাগুণ ধ'রেচে!

চিন্তা। যোগি! তুমি মহাজ্ঞানী যোগী হ'লেও এখনও বালক! তাতেই আজ চিন্তাকে এমন কথা ব'ল্‌চ। তোমাদের ঔষধের গুণে বিল্বমঙ্গল চিরদিনের তরে, চিন্তার বশীভূত থাক্‌বে; চিন্তা এত পাগল নয় যে, সে চিন্তা চিন্তার মনে ক্ষণেকের জন্যও স্থান পেয়েচে; এবং সে জন্যও চিন্তা তোমাদিগে এত আদর ক'রে এখানে স্থান দেয় নাই! কখনও কখনও ইহকালের চিন্তা, কখনও পরকালের চিন্তা; চিন্তার নিদারুণ চিন্তা নিরন্তর যদি তোমাদের সৎসঙ্গবাসে,—যদি তোমাদের সৎকথা-প্রসঙ্গে, চিন্তার সে চিন্তার কতকও উপশম হয়, এই চিন্তাতেই চিন্তা তোমাদিগকে আশ্রয় দিয়ে, তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেচে! বালক! ঔষধির গুণ রোগনাশ, ঔষধিতে কখনও রোগের বৃদ্ধি করে, প্রাণনাশ

করে না; এবং কারও সর্ব্বনাশের জন্যও বিধাতা ঔষধের সৃষ্টি করেন নাই! কোন ঔষধের গুণে বিল্বমঙ্গল যদি চিরদিনের জন্য চিন্তার বশীভূত হয়; যদি সতীসাধ্বীর শিরোমণি, অসতী বারাঙ্গনার শিরঃ-শোভা পায়, তাহালে জানব, জ্ঞানের অনন্ত আকর ন্যায়ের অসীম সাগর, ধর্ম্মের নিরন্তর আধার সেই বিধাতার দ্বারা এ সংসারের সৃষ্টি হয় নাই;—বিধাতানামধারী কোন লম্পট, কপট, কাপুরুষ এ সংসারের সৃষ্টিকারী! তাহ'লে জান্‌ব, এ সংসারে সতীর পুরস্কার নাই, ধর্ম্মা-ধর্ম্মের বিচার হয় না, পাপ-পুণ্য কথা দুটো কেবলমাত্র কল্পনা! যোগী হে! চিন্তা জ্ঞানহীনা বারাঙ্গনা হ'লেও সতী অসতীতে যে কত প্রভেদ, চিন্তার সে জ্ঞান এখনও তিরোহিত হয় নাই!

শান্তি। ভগ্নি! তোমার কথা শুনে, চোখে জল এল। হায় চিন্তামণি! কোন্ পাপের ফলে, এই রত্ন-খনির ভিতর এমন কালফণী প্রবেশ ক'রেছিল?

চিন্তা। দিদি! সন্ন্যাসিনী হ'লেও তুমি রমণী, রমণীর মন তুমি বেশই জান! এত চঞ্চল, এত দুর্ব্বল, এত ক্ষণভঙ্গুর এ জগতে আর কিছুই নাই! সেই চঞ্চলতা, সেই দুর্ব্বলতা, সেই ক্ষণভঙ্গুরতাই চিন্তার সর্ব্বনাশ সাধন করে। এখন ব'ল্‌তে হবে, চিন্তার সেটা অদৃষ্টের লিখন।

শোভা। সকল কথা অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে দিলে চ'ল্‌বে কেন? মনকে বোঝাতে পার্‌লেই ত সকল গোল মিটে যায়।

চিন্তা। মন বুঝ্‌বে কি, মনই যত গোল বাধিয়ে দেয়। কখনও ভাবি, এরূপ কুপ্রবৃত্তির দাসী হ'য়ে, আর এ অমূল্য নারীজন্ম নষ্ট ক'র্‌ব না; কখনও ইচ্ছা হয়, আশার ছলনায় বিমোহিত হ'য়ে, এমনভাবে আর দুশ্চিন্তার অধীনে থাক্‌ব না; কখনও স্থির করি, এ পাপের

খেলাঘর ভেঙ্গে দিয়ে, যেখানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, তারই অন্বেষণ ক'রে বেড়াই! কিন্তু তা পারি কই? মন তখনই কোথা হ'তে এসে, দু'চক্ষেতে ভেল্কি দিয়ে দেয়; সেই ভেল্কিবলে পরাহত হ'য়ে, সেই ভাব, সেই ইচ্ছা, সেই কল্পনা কোন্‌দিকে পালিয়ে যায়! তখন ইচ্ছার পথে বিল্বমঙ্গল, আশার পথে বিল্বমঙ্গল, কল্পনার পথে বিল্বমঙ্গল—অন্তরে বাহিরে বিল্বমঙ্গল বই আর কিছুই দেখ্‌তে পাই না। তখন মনে হয়, বিল্বমঙ্গলই সুখ, বিল্বমঙ্গলই নরক, বিল্বমঙ্গলই স্বর্গ, বিল্বমঙ্গলই পর, বিল্বমঙ্গলই পতি, বিল্বমঙ্গলই এই পাপজীবনের ইহকাল-পরকালের পরিত্রাণ গতি।

শান্তি। ভগ্নি! যদি কখনও স্বামী চিন্‌তে পা'র্‌তে, তাহ'লে বোধ হয়, পাপের কুহকে পতিত হ'য়ে, চিন্তাকে আজ এ দুর্গতি পেতে হ'ত না। যে রমণী পতি-দেবতার অনুপম রূপের স্বরূপ দেখ্‌তে পায়, তার চক্ষু কি আর পরের রূপ দেখ্‌তে চায়? সতীর চক্ষে পতিই যে মদনমোহন! যে রমণী স্বামীর চরণ স্বর্গসুখের পরম-নিকেতন ব'লে বুঝ্‌তে পারে, সে কি কখনও পরের চরণে জীবন-মন অর্পণ ক'রে, চিরদিনের জন্য দুঃখভাগিনী হ'তে যায়? জ্ঞানহীনে! স্বামীর চরণই যে সর্ব্বতীর্থ পতিতপাবন! পতি চেন নাই ব'লেই,পরকে এনে সর্ব্বস্ব দিয়ে, ইহকাল পরকালে কেবল দুঃখ কিনে ব'সে আছ! পরের দ্বারা পুত্রের স্থান হয়, পরের দ্বারা কখনও পতির স্থান পূর্ণ হ'তে পারে না! সে স্থান পূর্ণ ক'র্‌তে এক পতি, দ্বিতীয় সেই পূর্ণব্রহ্ম কমলাপতি, তৃতীয় আর কেউ নাই। এখন বুঝ্‌লে ভাই! পতিহারা হ'লেই গতিহারা হ'তে হয়, তা ইহকালেই বল, আর পরকালেই বল!

চিন্তা। সন্ন্যাসিনি! সে কথা আমি ভাল জানি! বিল্বমঙ্গল আমার পরকালের পথে কাঁটা,—পরিত্রাণকর্ত্তা নয়; বিল্বমঙ্গল আমার

মহাপাপের বিষমতরুর পোষণকারী ; কিন্তু পরিণামে এই তরুশাখায় যে বিষময় ফল ধারণ ক'র্‌বে, আমিই তার ভোগাধিকারী—বিল্বমঙ্গল তাতে কেউ নয় ; তাও আমি বেশ বুঝি ! কিন্তু বুঝেও যে সব সময় বুঝ্‌তে পারি না !

শোভা। বুঝ্‌তে পার না সত্য, কিন্তু বোঝবার দিন যে দিন দিনই ফুরিয়ে যাচ্চে ! ভবের গণা দিন আর কদিন থাকবে ? পরকালের পথ যে, দিন দিন কাঁটাগাছে বুজে যাচ্চে ! যাবার দিন এলে যাবে কেমন ক'রে ?

চিন্তা। সে কাঁটা মুক্ত করবারই বা উপায় কি ?

শোভা। আছে বই কি ! জগতে উপায় ছাড়া কিছুই নাই !

চিন্তা। জগতে উপায় ছাড়া কিছুই নাই, এ কথা সহস্রবার স্বীকার করি ; কিন্তু বালক ! আমার মত হতভাগিনী যারা, তারা যে জগৎ ছাড়া ; তাদের উপায় কিছুই নাই। আমাদের দেহ অপবিত্র, মন কলঙ্কিত, দেহ কলুষিত—পাপের আমরা পূর্ণস্ফূর্ত্তি, নরকের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ! স্বামীতে আমরা অধিকারহীন, ধর্ম্মে আমরা বিচারহীন, কর্ম্মে আমরা আচারহীন, ইহকাল-পরকাল দুইদিকেই আমাদের অন্ধকার। চারিদিকেই অনুপায় আর বিভীষিকার হুহুকার !

শোভা। তথাপি একধার আছেই আছে ; যার কোন উপায় নাই, তার উপায়-অনুপায়ের উপায় ভগবান্ আছেন। তাঁর কাছে পুণ্যবানও যেমন মহাপাপীও তেমি ; যে তাঁর কাছে উপায় চায়, তাকেই তিনি উপায় দেন। তুমি অবিশ্বাসিনী, তুমি কলঙ্কিনী ; পতিপ্রেমে তোমার অধিকার নাই সত্য, কিন্তু সেই প্রেমময়ের অনন্ত-প্রেমের সাগর ত প'ড়ে আছে ! তাতে আর অধিকার-অনধিকার নাই,—সমান অধিকার সকলের। কেবল নিজের বলে সেই সাগরকূলে যেতে পার্‌লেই নিশ্চিন্ত। সেখানে

সবই একাকার পাপপুণ্যের বিচার ক'র্‌তে কেউ নাই। সেই সাগরে অতল জলে পুণ্যের বোঝা ফেলে দাও, সেও যেমন ডুবে যাবে; পাপের বোঝা ফেলে দাও, তাও তেম্নি ডুবে যাবে! জ্ঞানহীনে! জাননা কি, যাঁর চরণে জন্ম ল'য়ে সুরধুনী ত্রিসংসারে কুলদায়িনী নাম পেয়েচে, আর তাঁর প্রেমের সলিলে জীবন-তরণী ভাসিয়ে দিলে, কুলহারা কূল পাবে না! নাম তাঁর পতিত-পাবন, প্রেম তাঁর পরশ-রতন, তাঁর স্পর্শে অকিঞ্চিতেও কাঞ্চনের গুণ পায়। প্রমাণ তাঁর অনেকই আছে; সেই প্রেমের স্পর্শেই মহাপাপী রত্নাকর মহর্ষি বাল্মীকিনাম লাভ ক'রেচে! তাঁর কৃপায় অসম্ভব কিছুই নাই; তা না হ'লে কি আর কলঙ্কিনী পাষাণী অহল্যা, মানবীরূপ ধারণ ক'রে, এ সংসারে প্রাতঃস্মরণীয়া হ'তে পারে!

গীত

জাননা কি হায়, তাঁহারই কৃপায়,
অসম্ভব সম্ভব হয়, ভবের মাঝে॥
অন্ধে দৃষ্টি পায়, যাঁর করুণায়,
পঙ্গুতে লঙ্ঘন করে গিরিরাজে।
পাপী রত্নাকর তাঁহারই কটাক্ষে,
মহর্ষি বাল্মীকি দেখ না ত্রৈলোক্যে,
অকিঞ্চিতে হায়, কাঞ্চনের গুণ পায়,
ওগো সাগর-সলিলে রতন বিরাজে।
তাঁরই কৃপাবলে, জলে ভাসে শিলে,
বিষবৃক্ষশিরে, অমিয়-ফল ফলে,
পাপিনী পাষাণী, হয় মানবিনী—
ওগো সতীকুলমণি রমণী-সমাজে।

চিতার প্রবেশ

চিতা। রাত আর আছে কি? আমার একটা ঘুম হ'য়ে গেল তোমাদের কিন্তু কথা ফুরাল না! আমি মনে ক'রেচি, ঘরের ভিতর শুয়েচ বুঝি!

চিন্তা। বিল্বমঙ্গল এসেচে কি?

চিতা। কই, বিল্বমঙ্গল আসে নাই; তবে আকালকুল ক'রে মেঘ এসেচে বটে; জলঝড়ও আস্‌ব আস্‌ব হ'য়েচে!

চিন্তা। কি! মেঘ এসেচে?

চিতা। এসেচে কেন, ঐ নাও, মেঘও এসেচে, জলও এসেচে, ঝড়ও এসেচে; এখন ওঘরে যাই কেমন ক'রে?

চিন্তা। ওঘরে না গেলে তেমন ত কিছুই ক্ষতি নাই!

চিতা। রাতও যে আর নাই; মেঘ না হ'লে এতক্ষণ পূর্ব্বদিক্‌ ফরসা হ'ত।

চিন্তা। তাতেই বা ক্ষতি কি?

চিতা। ঘুমুতে হবে না?

চিন্তা। ঘুমুতে গেলেই কোন্‌ ঘুম হবে!

চিতা। না হবার আবার কারণটা কি হ'ল?

চিন্তা। এই মহাদুর্য্যোগ, এমন জল, ঝড়, বজ্রাঘাত; বিল্বমঙ্গল এখনও এল না।

চিতা। বটে, বটে, আমারই ছাই ভুল হ'য়েচে; ঘুমপাড়ান কানাই ছেড়ে, রাই কি গো ঘুমাতে পারে? রাক্ষসীরা রাজকন্যাকে রূপোর কাটিতে বাঁচাতো, সোনার কাটিতে ঘুমপাড়াতো; তোমারও যে দেখ্‌চি, সোনার কাটিটী না ঠেক্‌লে আর ঘুম আসে না!

চিন্তা। সেজন্য কি ব'ল্‌চি দিদি!

চিতা। তবে কি জন্য ব'লচ দিদি ?

চিন্তা। এই দুর্যোগের সময় বিল্বমঙ্গল যদি পথে পড়ে ?

চিতা। ওমা! এ যে ভূতের মায়ের পুতের শোক দেখ্‌চি গো! রাত শেষ হব' হব' হ'য়েচে, জলঝড় মাথায় ক'রে দেবতা হাঁকার মারুচে, এ সময় বিল্বমঙ্গল এসে পথে প'ড়্‌বে! কেন, তার বুঝি ঘরবাড়ী কিছুই নেই!

চিন্তা। তাই ত মনে করি; তার যদি ঘরবাড়ীই থাকুবে, তাহ'লে কি আর এমন ক'রে চিন্তার কুটীরে এসে ঘর বাঁধে ?

চিতা। তোর মনের মাথা খেয়েচে! তার ঘর আছে, বাড়ী আছে, সংসার আছে, স্ত্রী আছে, এতক্ষণ সে সুখের বাসর জাগাচ্চে; পথে আস্‌বার মহাদায় প'ড়েচে কি না ?

চিন্তা। তোর ভুল হ'য়েচে দিদি! তোর ভুল হ'য়েচে। বিল্বমঙ্গলের যদি স্ত্রী থাকৃত, তাহ'লে আজ কি আর তাকে চিন্তার পাশে দেখ্‌তে পেতে ? লোকে জানে, বিল্বমঙ্গলের সব আছে; কিন্তু বিল্বমঙ্গল জানে তার কেউ নাই। যে আপনার ঘর চেনে, সে কি আর বেশ্যার ঘর সাজাতে আসে ? যে আপনার স্ত্রীকে জানে, সে কি আর বেশ্যার প্রেমের ভিখারী সাজে ? বাহিরে বিল্বমঙ্গলের সবই আছে সত্য; কিন্তু অন্তরে তার মহাশূন্য!—বাড়ী নাই, ঘর নাই, স্ত্রী নাই, সংসার নাই!

চিতা। জানি না দিদি! তোদের মনের ঘোর; পিরীত অনেক দেখেচি বটে, কিন্তু এমন পিরীত-খোর কখন দেখি নাই। বিল্বমঙ্গলই বুঝি বা তোকে মাটী করে!

চিন্তা। মাটী করে কি খাঁটী করে, তাই বা কে ব'ল্‌তে পারে ? মাটী ত হ'য়েচি, বাকী আর কি আছে ? এ মাটী যে আবার কিসে সোনা হবে, হায়, মঙ্গলময়! তুমিই তা ব'ল্‌তে পার!

চিতা। এখন ঘরে গিয়ে শুইগে চল ; জলঝড় থেমে গেচে।

চিন্তা। রাতও ফরসা হ'য়েচে।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্বমঙ্গল। (প্রবেশ-পথ হইতে) হায় চিন্তা! তোমার জন্য প্রাণের প্রতিও মায়া নাই। চিন্তা!—চিন্তা!

চিন্তা। কে গো তুমি?

বিল্বমঙ্গল। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) আমি গো আমি! কেন—চিন্‌তে পার নাই?

চিন্তা। বিল্বমঙ্গল! সে কি! এ দুর্যোগে এলে কেমন ক'রে?

বিল্বমঙ্গল। কেন চিন্তা?

চিন্তা। এই জল, এই ঝড়, এই বজ্রাঘাত, আস্‌তে কি একটু শঙ্কা হ'ল না?

বিল্বমঙ্গল। কিসের শঙ্কা চিন্তা! যে অহর্নিশি চিন্তার প্রেম-জলধি-জলে নিমগ্ন, তার আবার এ মেঘের জলে শঙ্কা কি? যার হৃদয়-আকাশে শীত, বর্ষা বারমাসই চিন্তার চিন্তারূপ প্রবল ঝড় প্রবাহিত, তার আবার এ সামান্য ঝড়ে ভয় কি? যার চোখের উপর চমৎকারিণী চিন্তারূপের মোহিনী-বিদ্যুৎ-ছটা বিনা মেঘেও হানা দিয়ে ব'সে আছে, তার আবার এ বিদ্যুদ্‌ঘটায় আতঙ্ক কি? কি ব'ল্‌ব চিন্তা! বিল্বমঙ্গলের চ'ক্ষে যে, বারি-ধারায় চিন্তার প্রণয় ধারা, ঝড়ের উচ্ছ্বাসে চিন্তার সোহাগ উচ্ছ্বাস, বিদ্যুদ্বিকাশে চিন্তার রূপের বিকাশ প্রকাশ পায়।

চিতা। নদী পার হ'লে কেমন ক'রে? খেয়াঘাটে নৌকা ছিল না কি?

বিল্বমঙ্গল। তরিও ছিল না, কাণ্ডারীও ছিল না ; ছিল কেবল চিন্তারূপ

ধ্রুব-তারার উজ্জ্বল উদয়। সেই লক্ষ্যে নির্ভর ক'রে, একখানি কাঠের উপর ভর দিয়ে, প্রবল-তরঙ্গে পাড়ি দিয়েচি।

চিন্তা। ওমা! একখানা কাঠ ধ'রে এমন ভয়ানদী, ঝড়ের সময় পার হ'য়ে এলে! (স্বগত) সন্ন্যাসীঠাকুরদের ওষুধ এইবার ঠিক খেটেচে! (প্রকাশ্যে বিল্বমঙ্গলের প্রতি) দুয়োরে ত কপাট বন্ধ ছিল, বাড়ীতে এলে কেমন ক'রে?

বিল্বমঙ্গল। প্রাচীর লাফিয়ে প'ড়ে।

চিন্তা। অবাক্ কথা বাপু! প্রাচীরটে যে তোমা চেয়ে সাত হাত লম্বা বেশী; তুমি দেখ্‌ছি লাফিয়ে সাগর পার হ'তে পার!

বিল্বমঙ্গল। প্রাচীরের গায়ে একগাছি দড়ি ঝুল্‌ছিল, তাই ধ'রে উঠেছিলাম।

চিন্তা। নেশা ক'রে এসেচ না কি?

বিল্বমঙ্গল। কেন চিন্তা!

চিন্তা। কেন, আমার মাথা? মদন-গোপাল দোল খাবেন ব'লে, কেউ বুঝি পাঁচিলেতে দড়ি ঝুলিয়ে রেখে এসেছিল?

বিল্বমঙ্গল। আমি কি মিছে কথা ব'ল্‌চি, মনে ক'র্‌চ?

চিন্তা। ওমা! তা কি মনে ক'র্‌তে পারি? তুমি যে নেশার ঘোরে খেয়াল দেখ্‌চ!

বিল্বমঙ্গল। (স্বগত) চিন্তা! চিন্তা! এ কথায় নাহি প্রতিবাদ!
চিন্তারূপ-মোহ-মদে জ্ঞানহারা আমি;
চিন্তা-প্রেম-সিদ্ধিপানে প্রাণহারা-প্রায়,
চিন্তা-ভাব ভাং সেবি উন্মত্ত সতত!—
কত যে প্রলাপ দেখি, কত বা খেয়াল।
কখন সুখের ছবি সম্মুখে বিরাজে,

কখন দুঃখের গীত কে আসি শোনায় ;
কখন আশার বাসা বাঁধি আকাশেতে,
কখন বা যাই ডুবি নিরাশা-সাগরে !
কি যে নেশা, কি সে নেশা, না পারি বুঝিতে।

(প্রকাশ্যে) দেখ চিন্তা ! আমার কথায় বুঝি বিশ্বাস হয় নাই ?

চিন্তা। চিন্তা ত আর নেশা করে নাই !

বিল্বমঙ্গল। আজ না করুক, একদিন অবশ্য ক'রেছিল ; এবং আমারই মত খেয়াল দেখ্‌তে হ'য়েছিল। চিন্তা ! তোমারও কি আমার কথায় অবিশ্বাস হয় ?

চিন্তা। অবিশ্বাস কেন হবে ? চিন্তাকে এত বিশ্বাস যার, তার কথায় অবিশ্বাস ক'র্‌লে, চিন্তার কি আর নিস্তার আছে ?

শোভা। পাগলও যে মহাজ্ঞানী পাগলের কাছে ! বিশ্বাসটা কথার দরে বিকায় না,—কষ্টিপাথরে কষ্ দেখে তবে মূল্য স্থির হয়।

বিল্বমঙ্গল। যোগি ! তোমার কথার অর্থ কি ?

শোভা। কথার অর্থ কথায় বলা নিরর্থক ; কার্য্য নৈলে কি সার্থকতা বুঝা যায় ?

চিন্তা। বিল্বমঙ্গল ! তোমার ভ্রম হ'য়েচে, সেটা বোধ হয় দড়ি নয় !

বিল্বমঙ্গল। কি ব'লে মনে হয় ?

চিন্তা। দেখ্‌লেই ত সকল গোল মিটে যায়। আর ত অন্ধকার নাই, কৈ কোন্‌খানে দেখিয়ে দেবে এস দেখি !

বিল্বমঙ্গল। অন্য কোথাও যেতে হবে না। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) সম্মুখে ঐ দেখ্‌তে পাচ্ছ না ?

চিন্তা। কৈ মা ! দেখি দাঁড়াও ! (অগ্রবর্ত্তী হইয়া) ওমা ! এ কি সর্ব্বনাশ গো ! ও চিন্তে, ও চিন্তে ! এইখানে একবার দেখ্‌সে আয় !

চিন্তা। (চিতার নিকট যাইয়া) কৈ, কোন্‌খানে ?—কি ?

চিতা। ঐ দেখ্‌ অভাগি! ওমা, দেখে যে ভয়ে মরি গো! ও কি দড়ি, না যমের বাড়ীর বরযাত্রী! গায়ে যে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল দেখে! অজাগর গোখ্‌রো সাপটা, লেজটা ঝুলে মাটীতে প'ড়েচে! ধন্যি কিন্তু বুকের পাটা! ভাগ্যে গর্ত্তের ভিতর মুখটো ছিল!

চিন্তা। সর্ব্বনাশ! বিল্বমঙ্গল! ক'রেচ কি? এই অভাগিনী চিন্তার চিন্তাবিকারে জ্ঞানহারা হ'য়ে কাল-ফণী-ধারণেও শঙ্কিত হও নাই?

শোভা। ভ্রমের বিকারে লোকের রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়; আর আসক্তির বিকারে যে, সর্পেতে রজ্জুজ্ঞান হবে, সেটা আর আশ্চর্য্য কথা কি?

বিল্বমঙ্গল। চিন্তা! এটা আমাদের মহাপরীক্ষা!

চিন্তা। আমাদের কিসের পরীক্ষা, বিল্বমঙ্গল?

বিল্বমঙ্গল। আমার অনুরাগ-পরীক্ষা, আর তোমার অদৃষ্টের পরীক্ষা।

চিন্তা। তোমার অনুরাগ-পরীক্ষা হ'তে পারে; কিন্তু আমার অদৃষ্টের পরীক্ষা এটা একরূপ বাতুলের কথা!

বিল্বমঙ্গল। কেন চিন্তা?

চিন্তা। এ অভাগিনী চিন্তার অদৃষ্টের বলে, আজ কালের মুখ হ'তে তোমার জীবন রক্ষা হ'য়েচে, তুমি ত এই কথা ব'ল্‌চ? কিন্তু হায়! পাগল! এই চির-কলঙ্কিনী বারজন-বিলাসিনী চিন্তার অদৃষ্টের সঙ্গে, সতীসাধ্বীর জীবন দেবতা তুমি, তোমার জীবনের সম্বন্ধ। এ অপেক্ষা আর বাতুলতা কি হ'তে পারে? যার অদৃষ্টের শুভাশুভের সঙ্গে তোমার অদৃষ্টের শুভাশুভ আবদ্ধ, যার অদৃষ্টের সুখদুঃখের সহিত তোমার জীবনের সুখদুঃখ সমানভাবে বিজড়িত, এ পরীক্ষা তারই; তোমার সেই জীবনসঙ্গিনী, সতীসাধ্বী, পতিব্রতারই অদৃষ্ট-পরীক্ষা;—চিন্তার নয়! তারই অদৃষ্ট-বলে আজ স্বহস্তে ভুজঙ্গ ধ'রেও তোমার

জীবন বিনষ্ট হয় নাই ! তার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও, সেই তোমার এ প্রমাদে পরিত্রাণকারিণী ; পাপাচারিণী চিন্তাতে তেমন ক্ষমতা কিছুই নাই ! সতীর অদৃষ্টের বলে পতির জীবন-রক্ষা, এটা বড় বিচিত্র কথা নয় ! সেই বলে পরাভূত হ'য়ে, স্বয়ং-শমনরাজও একদিন সাবিত্রীকে সত্যবানের জীবন প্রত্যর্পণ ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেন ! কিন্তু বল দেখি, পর-রমণী আমি, আমার মত কোন্ হতভাগিনীর কোন্ বলে, নিতান্ত পরপুরুষ তুমি, তোমার মত পরের জীবন কোন্‌কালে রক্ষা হ'য়েচে !

চিন্তা। দেখ্ চিন্তে ! আর একটা কথা শুন্‌বি, তেমন ঝড়ের সময় নদীতে যে একখানা কাট প'ড়েছিল, তা ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ; দেখ্‌তে পেলে তবে বুঝ্‌তে পার্‌তেম যে, কি !

বিল্বমঙ্গল। দেখ্‌তে পার !

চিন্তা। দেখ্‌তে পাওয়া যাবে ?

বিল্বমঙ্গল। ঘাটের পাশে একটা বেনাঝাড়ে বাঁধা আছে।

চিন্তা। তবে আর না দেখে ছাড়্‌চি না ; চল, তোমাকেও যেতে হবে, কোন্‌খানে বেঁধে রেখেচ দেখ্‌বই দেখ্‌ব ; কাট হ'লেও ত রান্না হবে !

বিল্বমঙ্গল। যাচ্চি চল !

[বিল্বমঙ্গল ও চিন্তার প্রস্থান।

শান্তি। কি সর্ব্বনাশই না হ'ত ভগ্নি ! যখন তখন যেখানে সেখানে তোমার যেতে দেওয়া উচিত নয়।

চিন্তা। যেতে আমি দিইও না ; তবে বাড়ী যেতে চাইলে, বারণও করি না ; পাছে মনে করে, চিন্তা আমাকে বাড়ী যেতে নিষেধ ক'র্‌চে ! আমার আর অর্থে বাসনা নাই, অলঙ্কারে অভিলাষ নাই, আমার

আকাঙ্ক্ষা-অনলে, বিল্বমঙ্গল তার বিষয়বিভবও সব আহুতি প্রদান ক'রুক, দিনেকের জন্যও আর এমন ইচ্ছা করি না; কিন্তু বিল্বমঙ্গল তা বোঝে কই?

শোভা। তুমিই বা আকাঙ্ক্ষাকে বোঝালে কেমন ক'রে?

চিন্তা। সন্ন্যাসিনি! সে কথার উত্তর আর তোমাকে কি প্রদান ক'র্‌ব? চিন্তা যে ক্রমে সবই বুঝতে পেরেচে। একে ত একজন পতিব্রতার জীবনের সুখ কেড়ে নিয়েচি, আবার তার উদরান্নেও ছাই প্রদান ক'র্‌ব? না, না, চিন্তা আর স্বপ্নেও তা অভিলাষ করে না। সে পাপের ভার রাখ্‌বার যে স্থান হবে না!

শান্তি। ভগ্নি! তুমি যদি পর-রমণী না হ'তে, আর যার কথা ব'ল্‌চ, সে রমণী যদি গুণগ্রাহিণী হ'ত, তাহ'লে বোধ হয়, তোমার মত গুণবতীকে সে সতিনীর স্থান প্রদান ক'রেও, সুখিনী হ'তে পার্‌ত! হায়! হে ইচ্ছাময়! যে কুসুম উদ্যানে থাক্‌লে আজ দেবতার চরণ শোভা ক'র্‌ত, কোন্ ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌বার জন্য, সেই কুসুম কণ্টক-কাননে নিক্ষেপ ক'রেচ!

বিল্বমঙ্গল ও চিন্তার পুনঃপ্রবেশ

চিন্তা। ও চিন্তে! ও চিন্তে! যা ভেবেচি তাই হ'য়েচে! একটা জীয়ন্ত মড়া গো—একটা জীয়ন্ত মড়া!

চিন্তা। কি মড়া, কিসের মড়া?

চিন্তা। মানুষ ম'লেই মড়া হয়, তারই মড়া! বাপ্‌ রে, একটা আজাখাও মিন্‌সে গো! এখনও হাঁ ক'রে র'য়েচে! আবার তাকে কেমন বেঁধে রেখে আসা হ'য়েচে! আজাখাও মিন্‌সে গো, আজাখাও মিন্‌সে! ধন্যি কিন্তু নেশাকে!

চিন্তা। বিল্বমঙ্গল! মড়াকে কি মড়া ব'লেও মনে জ্ঞান হয় নাই?

বিল্বমঙ্গল। মন যে তোমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েচি চিন্তা! জ্ঞান হবে কি ক'রে?

চিন্তা। বিল্বমঙ্গল! তুমি আজ আমায় কাঁদালে?

বিল্বমঙ্গল। কেন চিন্তা?

চিন্তা। তোমার এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখে, এই পাষাণীর চোখেও আজ জল প'ড়্‌ল।

বিল্বমঙ্গল। না চিন্তা! পথে আস্‌তে, কি নদী পার হ'তে, কিম্বা বাড়ী প্রবেশ ক'র্‌তে, আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই!

চিন্তা। পাগল! সে দুর্দ্দশা নয়, এবং সে জন্যও বলি নাই। তোমার মনের দুর্দ্দশা, জ্ঞানের দুর্দ্দশা, বিবেকের দুর্দ্দশা দেখে, এ পাষাণীর কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হ'য়ে গেচে! অবোধ! ক'র্‌চ কি? কাচের সঞ্চয়জন্য কাঞ্চনের অপব্যয় ক'র্‌চ? হায় বিল্বমঙ্গল! হায় জ্ঞানহীন! হায় উদ্‌ভ্রান্ত! স্বর্গের দেবতার আজ এই দুর্দ্দশা!

বিল্বমঙ্গল। কি চিন্তা?

চিন্তা। হায় বিল্বমঙ্গল! এখনও "কি"!! পাগল! এ কি ক'র্‌তে ব'সেচ? কপিলার ক্ষীরধারায় আলোকলতার সিঞ্চন ক'র্‌চ? পবিত্র তুলসীপত্রে সারমেয়ের পূজা ক'র্‌চ? ছি, ছি! না না, তুমি স্বর্গের দেবতা। বিল্বমঙ্গল! তুমি স্বর্গের দেবতা! কর্ম্মবিপাকে অভিশপ্ত, তাতেই এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত! কোন্‌ মহাপাপে এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত? পতিতপাবন! স্বর্গের দেবতার এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত?

বিল্বমঙ্গল। কি ব'ল্‌চ চিন্তা?

চিন্তা। কি ব'ল্‌চি? অজ্ঞান! এখনও তা বুঝ্‌তে পার নাই? হায়! ভ্রান্ত! তোমার যে মন এই পাপিনী চিন্তার রূপের চিন্তায় অর্পণ ক'রেচ, সেই মন যদি চিন্তার পরিবর্ত্তে, সেই জগৎচিন্তামণির

স্বরূপচিন্তায় অর্পণ ক'র্‌তে, তাহ'লে যে আজ দুরন্ত ভবের চিন্তা হ'তে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌তে! হায়! অজ্ঞান-প্রমত্ত! যে প্রমত্ত প্রাণ এই কলঙ্কিনী চিন্তার আসক্তি-সাগরে ভাসিয়ে দিয়েচ, সেই প্রাণ যদি প্রেমময় চিন্তামণির প্রেমের সাগরে ভাসিয়ে দিতে পার্‌তে, তাহ'লে আজ পরমানন্দের শীতল হিল্লোলে তোমার সংসার-সন্তাপ বিদূরিত হ'য়ে যেত! হায়! উদ্‌ভ্রান্ত যুবক! নিতান্ত ভ্রমের বশে বিমুগ্ধ হ'য়ে, যে হৃদয়ের রত্নসিংহাসনে, এই পিশাচীকে স্থান দিয়েচ, যদি এমনি যত্নে সেই সিংহাসনে সেই শান্তিদাতা চিন্তামণিকে স্থান প্রদান ক'র্‌তে তাহ'লে যে, তার বিনিময়ে, এতদিন তুমি অনন্ত শান্তিরাজ্যের অধিকারী হ'তে পার্‌তে! আর না, বিল্বমঙ্গল! আর না, অনেক হ'য়েচে; মহাযোগীর এ চিত্ত-বিড়ম্বনা! পরম বৈষ্ণবের ভীষণ শ্মশানে এ শব-সাধনা, না! ওঃ—আর না!

বিল্বমঙ্গল। বল চিন্তা! বল, বল, আবার বল! কি ব'ল্‌চ, ভাল ক'রে আবার বল!

চিন্তা। আবার ব'ল বিল্বমঙ্গল! ভ্রান্ত! উন্মত্ত! বিকারগ্রস্ত! আবার বলি; এতদিন যে একান্তভাব এই চিন্তারূপিণী বারবিলাসিনীর ভোগবিলাসের তৃপ্তিকামনায় উৎসর্গ ক'রেচ, সেই ভাব যদি সেই চিন্তামণির যোগবিলাসের ভক্তি-সাধনায় উৎসর্গ ক'র্‌তে, তাহ'লে আজ প্রেমময়ের অপ্রমেয় প্রেমের ভাবে, মন-হারা, জ্ঞান-হারা, বুদ্ধি-হারা, প্রাণ-হারা হ'য়ে, পরমানন্দের আনন্দভাবে, তোমার অস্তিত্বভাবের তিরোভাব হ'তে পার্‌ত যে! এমন একাগ্রভাব, এমন মনোনিবেশ, এমন প্রাণ-উৎসর্গ, এমন হৃদয়-দান, বিল্বমঙ্গল! বিল্বমঙ্গল! এ অশান্তি-প্রতিমা-চিন্তায় কি কখন সম্ভব হয়? সর্ব্বসন্তাপহারিণী জাহ্নবীর পবিত্র জলধারা যদি যোগ-নিরত জহ্নুর জঠরেই আবদ্ধ থাকৃত, তাহ'লে এই সংসার-জীবের

পাপতাপের কঠোর জ্বালা কিসে সুশীতল হ'ত? বিল্বমঙ্গল! তুমি স্বর্গের দেবতা! এ কপটখেলা তোমার নয়, তুমি ত্রিবর্গের প্রতিষ্ঠাতা, এ লম্পট লীলা তোমার নয়! যাও, যেখানে শান্তি, যেখানে শান্তিময়, যেখানে শান্তিরাজ্য, যাও, সেইখানেই কার্য্যক্ষেত্র তোমার!

বিল্বমঙ্গল। চিন্তা! চিন্তা! এ কি, এ কি! এ কি ভাবের আবির্ভাব! তুমি দেবী, না মানবী? তুমি জ্ঞান, না মায়া? তুমি প্রাণ, না ছায়া? তোমার নয়নপ্রান্তে কিসের ধারা? এ বিকার, না আরোগ্য? এ বিলাস, না বৈরাগ্য? তোমার রূপের ছটায়, কিসের ঘটা? এ কি আলেয়ার আলোকরাশি, না ধ্রুবতারার সমুজ্জ্বল রশ্মি? এ কি পথিকের পথের ধাঁধাঁ, না দিশেহারার দিক্‌বাঁধা? তুমি—তুমি, তুমি কি সেই চিন্তা? মানবিনী, না মায়াবিনী?

চিন্তা। আমি, আমি,—আমি সেই চিন্তা! মানবিনী, মায়াবিনী, বিমোহিনী;—জ্ঞান নয়, অবিদ্যাস্বরূপিণী! এখানে ঔষধ নাই, বিকার আছে; এ রূপেতে আলোক নাই, ধাঁধাঁ আছে! পালাও, পালাও ভ্রান্ত পথিক! ভ্রান্তির বিস্তৃত-পাশ ছিন্ন ক'রে, শান্তি-পথে ধাবিত হও!

বিল্বমঙ্গল। বল, বল, বল মায়াবিনি! বল বিমোহিনি! ব'লে দাও, শান্তি-পথের স্বরূপ-কাহিনী! কোথায় শান্তি! কোথায় শান্তিময়। কোথায় শান্তিরাজ্য। হও দেবি, হও জ্ঞানরূপিণি—আমার শান্তি মন্ত্রের দীক্ষা-দায়িনী!

চিন্তা। পাগল! ভ্রান্ত! অশান্তি-প্রতিমা চিন্তা যে তাতে নিতান্ত অনধিকারিণী! যাও, যেথানে শান্তি, সেইখানেই শান্তি, সেইখানেই শান্তিময়, সেইখানেই শান্তিরাজ্য! শান্তিই তোমার শান্তি-শিক্ষার

প্রথম গুরু, শান্তিই তোমার শান্তি দীক্ষার প্রধান গুরু, শান্তির সাহায্য বই কল্পতরুর তলায় গিয়ে, শান্তি ফল-লাভের অন্য উপায় কিছুই নাই ! যাও, যেখানে সেই শান্তি, সেইখানেই শান্তির প্রসন্ন-প্রতিকৃতি, সেইখানেই শান্তিময়ের বিপুল বিভূতি, সেইখানেই শান্তিরাজ্যের প্রশান্ত পথ-বিস্তৃতি !

বিল্বমঙ্গল। তবে বল দয়াবতি ! সে কোন্ শান্তি ?

চিন্তা। যে শান্তিকে অশান্তি-অনলে নিক্ষেপ ক'রে, ভ্রান্তি-সলিলে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়েচ, সে সেই শান্তি ! যে শান্তি-কুঞ্জের প্রণয়-প্রচ্ছায়া শীতল সুখের আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে, চিন্তার আকাঙ্ক্ষা-চিতায় জীবনের সহিত ইহকালপরকালের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধান ক'র্‌তে এসেচ, সে সেই শান্তি ! সেই শান্তি, তোমার শান্তি—মুক্তির চিরসঙ্গিনী ! যাও, নন্দন-বিহারি ! তুমি স্বর্গের সেই শান্তি-নিকেতনে। এ অশান্তির রাজ্য তোমার নয় !

গীত

হায় ভ্রান্ত, আর ভ্রান্তি-মাঝে থেক না।
সাধের খেলা, পাপের লীলা, এ সব তোমার সাজে না ॥
তুমি মনে মনে মহাজ্ঞানী, কিন্তু কোন্ পাপেতে বল শুনি,
বল বল হে ;—
পড়ি মোহপাশে, এই নরকবাসের বাসে, কর বাসনা ॥
চিন্তা-রূপ-চিন্তায় যে মন আছে মগন,
চিন্তামণির স্বরূপ-চিন্তায় কর হে তায় সমর্পণ,
ওহে রসরাজ ! (কেন ভুলেছ মায়ার মোহে হ'য়ে মগন)
যাও শান্তি পাশে ;

আর মোহবশে, থেকো না হে সখা থেকো না,—
যেথা শান্তি রয়, সেথা শান্তিময়,
তা কি হে তুমি জান না—
(শান্তি প্রেমের শিক্ষা-দীক্ষাগুরু)
(প্রেমের পিপাসা সব মিটিবে হে)
রাসবিহারী রাধা রাসেশ্বরী,
কর যুগলে যুগল-সাধনা,
পূর্ণ হবে কাম, সফল মনস্কাম,
রবে না ক কোন ভাবনা—
(প্রাণের পিপাসা সব মিটিবে হে)
(আকাঙ্ক্ষা-অনল নিবে যাবে হে)
(ভবের ভাবনা আর রবে না হে)
ওহে, দীনবন্ধু বন্ধু হবে, সকল জ্বালা দূরে যাবে,
এ ভবে আর এ প্রবাসে,
এমন বেশে আস্‌তে কভু হবে না ॥

শোভা। (শান্তিকে জনান্তিকে) আর কেন? এইবার কোনখানে?

শান্তি। (জনান্তিকে) খুব সাবধানে। এইবার বৃন্দাবনে।

[শান্তি ও শোভার প্রস্থান।

বিল্বমঙ্গল। বাজিল বিবেক-ভেরি বিজয়-নির্ঘোষে।
জাগিল সুষুপ্ত জ্ঞান, পাইল চেতনা;
ছুটিল মোহের তন্দ্রা মানস-নয়নে,
ভাঙ্গিল কু-আশা-স্বপ্ন ইন্দ্রজাল-খেলা!
মিশাও রূপের তৃষ্ণা শান্তি-জলধরে;

মিশাও আসক্তি-স্রোত শান্তি-সাগরেতে,
মিশাও প্রবৃত্তি-মোহ, শান্তি-সাধনায় !—
বাজাও বিবেক ! ভেরি বিজয় নির্ঘোষে !
মরিল সে বিল্বমঙ্গল চিন্তা-রঙ্গ-ভূমি,
মরিল সে বিল্বমঙ্গল আসক্তি-সেবক,
মরিল সে বিল্বমঙ্গল প্রবৃত্তির দাস,
বাজিল বিবেক-ভেরি বিজয়-নির্ঘোষে !
চল রে মোহিত মন, শান্তি-অন্বেষণে।
সাজ রে প্রমত্ত-প্রাণ, শান্তি-রাজ্যলাভে,
এস রে প্রবুদ্ধ-জ্ঞান, দাঁড়াও সম্মুখে,
দেখাও শান্তির পথ, সুগম যে দিকে !
বিদায় মোহিনী-চিন্তা ! কামনায় দাসী,
বিদায় রঙ্গিনী-চিন্তা ? বিদ্যুৎ-প্রতিমা,
বিদায় সাপিনী-চিন্তা ! হলাহলময়ী,
বিদায় পাপিনী-চিন্তা ! ডাকিনীর মায়া !
বিদায়, বিদায় চিন্তা ! জনমের শোধ।

চিন্তা। যাও দেব ! যাও ভ্রান্ত ! শান্তি যেথা শোভে,
একান্ত বসন্ত যেথা শান্তভাব ধরে ;
মনে তুমি মহাযোগী, প্রাণেতে পাগল,
হৃদয়ে প্রেমের দাস, ভাবে মহারাজ;
যাও দেব ! যাও, মুগ্ধ ! শান্তিরাজ্য যেথা,
স্বর্গের দেবতা তুমি, শাপ-বিমোচন !
যাও, কিন্তু ব'লে যাও, চিন্তার উপায়,
কোথা যাবে, কোথা যাবে, শান্তির আশ্রয়।

বিল্বমঙ্গল। যাও চিন্তা! যাও দেবি! যাও মায়াবিনি!
কু-আশা-কুহক হ'তে পালাও সেখানে,
খুলিয়াছে শান্তিময় শান্তিসত্র যেথা,
ভবভ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি উপশমে!
বিশ্বাসঘাতিনী তুমি, পাপ-কলুষিতা,
পতি-প্রেম-বিবর্জ্জিতা চির-অনাথিনী;
অনাথের নাথ যিনি বিশ্বপতি হরি,
একান্ত, একান্ত চিন্তা! আশ্রয় তোমার!
বিসর্জ্জি এ খেলাঘর বিস্মৃতি-সাগরে,
পাসরি এ প্রেত-লীলা সংসার শ্মশানে,
পরিহরি পাপ-চিন্তা, একান্ত-অন্তরে,
হরি, হরি, ব'লে চিন্তা যাও যাত্রা করি,
শ্রীহরি, শ্রীহরি মাত্র উপায় তোমার।

[সবেগে বিল্বমঙ্গলের প্রস্থান !

চিন্তা। হরি, হরি, ব'লে তবে যাই যাত্রা করি,
শ্রীহরি, শ্রীহরি মাত্র উপায় আমার!

চিতা। কিছুই বুঝ্‌তে পারি না বাপু! এ আবার কি হ'ল চিন্তে?

চিন্তা। যা হবার তাই হ'ল! শ্রীরামের শ্রীপদধূলা, পাষাণীর শাপ বিমোচন, পাপিনীর মহামুক্তি! চিতে! চিন্তে আজ মহাপ্রলয় উপস্থিত; সেই প্রলয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রসক্তির পাতান খেলাঘর ভেসে গেচে, আকাঙ্ক্ষার সাজান বাসা ভেঙ্গে গেচে, পাপের প্রলোভন-ধাঁধাঁ ছুটে গেচে! ইন্দ্রিয়ব্যাধের মোহিনী ছলনায় বিমোহিতা বিহঙ্গিনী পিঞ্জরাবদ্ধ হ'য়েছিল; পাপের শৃঙ্খল পায়ে প'রেছিল; সে পিঞ্জর ভেঙ্গেচে, সে শৃঙ্খল টুটে গেচে, বিহঙ্গিনী উড়েচে;—অনন্ত আকাশে, অনন্ত

উদ্দেশে, বিহঙ্গিনী আজ উড়েচে ! পাপের হাট প'ড়ে রইল, বেচাকেনা মিটে গেল। বারবিলাসিনীর ধন, বারজনের ধন ; বারজনকেই প্রদান ক'র। চিন্তার রূপের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে, কত লোক সুখের জীবনে দুঃখের শৃঙ্খল পায়ে পরেচে ; চিন্তার পাপের ধন দুঃখীর দুঃখ মোচনে প্রদান ক'র। চিন্তার আকাঙ্ক্ষা-স্রোতে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, কত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, চিরদিনের জন্য অনাথ সেজেচে ; চিন্তার আকাঙ্ক্ষা-অর্জ্জিতধন অনাথের আশ্রয়-সংস্থানে অর্পণ ক'র। চিন্তার বিলাসবিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে, কত মনস্বী, জন্মের মত মনরোগে শয্যা-শায়ী হ'য়েচে ; চিন্তার বিলাসের ধন আতুরের আরোগ্য-বিধানে প্রদান ক'র। দেখ, এই পিশাচী লীলার প্রধান সঙ্গিনী ! চিন্তার এই বিদায়-বাসনা পূর্ণ ক'র।

হরি, হরি, ব'লে তবে যাই যাত্রা করি,
শ্রীহরি, শ্রীহরি মাত্র উপায় আমার।
দীনবন্ধু ! কৃপাসিন্ধু ! পতিতপাবন !
কলঙ্কিতা, কলুষিতা, পাতকী এ দাসী,
পাতকী-উদ্ধার তুমি কলঙ্ক মোচন !
কি হবে, কি হবে এই পাপিনীর গতি !
কতদিন যাপিয়াছি পাপের খেলায়,
ভাসায়ে জীবনতরি বিলাস-প্রবাহে ;
ভাবি নাই পরকাল, ইহকাল সুখে
মজিয়াছি, মজিয়াছি দশের সেবায় !
ভুলিয়াছি পতিপদ, মুক্তিপদ ভবে,
বিকায়েছি পরপদে, মোহমদে মাতি !
ভুলিয়াছি সতী-ধর্ম্ম, রমণীর ব্রত,

সঁপিয়া সতীত্বধন, পর-ইচ্ছা-ভোগে,
স্বইচ্ছায় কিনিয়াছি নিরয়-নিবাস !
দিয়েছি ত্রিকুলে কালি কামের কুহকে,
মরিয়াছি জ্ব'লে সদা ইন্দ্রিয়-অনলে,
কামনার ক্রীতদাসী হ'য়েছি জীবনে !
কি হবে ! কি হবে হরি ! পরিণাম-দশা ?
গতি-বিহীনের গতি, কি হবে দীনেশ ?
কূলহীনা, কূল কোথা পাবে দয়াময় ?
অনাথার কি উপায় অনাথের নাথ !
ধর্ম্মবল, কর্ম্মবল, সাথে নাই কিছু ;
পতিবল, সতীবল, পথে হারায়েছি ;
সম্বল তোমার সেই অপার করুণা,
সম্বল তোমার সেই অভয়চরণ,
সম্বল তোমার সেই দীনবন্ধু নাম !
শুনিয়াছি, পতিতার গতি তুমি ভবে ;
পদধূলা-স্পর্শে শিলা অহল্যা পাপিনী—
সতী-শিরোমণি-নাম পেয়েচে সংসারে !
শুনিয়াছি, পাতকীর ত্রাণকারী তুমি ;
শুনিয়াছি চণ্ডালিনী—শবরীর কথা,
করুণা-কটাক্ষে তব করুণা-নিধান !
স্থান তার শাস্তিধামে হ'য়েচে অন্তিমে।
ভরসা কেবল তাই, আশার আশ্রয়,
সেই বলে বুক আজ বেঁধেছি হে হরি !
পাপিনী তথাপি ত্রাণ পাব তব নামে,

চণ্ডালিনী তবু গতি হবে তব গুণে ;
কুলকলঙ্কিনী তাই কুল-অন্বেষণে,
হরি, হরি, ব'লে আজ যায় যাত্রা করি,
শ্রীহরি, শ্রীহরি মাত্র উপায় আমার !

[সবেগে চিন্তার প্রস্থান ।

গীত

আজ চলিলাম অকূলকাণ্ডারী হে, অকূলেতে দিও যেন কূল ।
অপার ভব-জলধি কি হবে আমার—
তরঙ্গ-আতঙ্কে অঙ্গ কাঁপে নিরন্তর—
(কিবা হবে হে) (ভব সাগর পারের উপায়)
অগতির গতি তুমি এই ভূমণ্ডলে—
সেই আশায় বুক বেঁধে যাই হরি ব'লে,
(সম্বল নাই আর কিছু) (ধর্ম্মবল কর্ম্মবল সব হারায়েছি)
দীনশরণ দীনতারণ,
শ্রীপতি পতিতপাবন,
দীনদুঃখহারী, তুমি হে মুরারি
কর দীনদুঃখমোচন ;
(আতঙ্কে সদা মরি মরি) (বল দীনের গতি কি হবে হে)
ভরসা কেবল সে চরণ-তরি ॥
শুনেছি শবরীর কথা ওহে দয়াময়,
চণ্ডালিনী তবু তারে দিলে পদাশ্রয়,
(তোমার সকলি সমান)
(ভালমন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম) (তোমার সকলি সমান)

পাপিনী পাষাণী, সতী-শিরোমণি,
পরশি যে চরণ,
দেহি দয়াময় সেই পদাশ্রয়,
করি এই আকিঞ্চন।
(তুমি পাতকীতারণ মধুসূদন)
(তোমার কৃপায় সবই হয় হে ভবে)
(ওহে পতিতে উদ্ধার কর)
দিও হরি করুণাবারি॥

চিতা। বাঃ, মজার ব্যাপার বটে! একবারেতেই সব ফর্সা! যেন ভেল্কির খেলা গো, যেন ভেল্কির খেলা! সন্ন্যাসী ঠাকুরেরা শুভক্ষণে পা দিয়েছিল, চিতের আজ হাট ক'র্‌তে এসে, রাজ্যপাট লাভ হ'য়ে গেল! কার ধন কে ভোগ করে, সে কথা আর কে ব'ল্‌তে পারে? —আঃ মর্ অভাগী, আপনিও মজ্‌লি, দশজনকেও মজালি! দিনে দুপুরে ডাকাতি ক'রে কত কি না জড় ক'র্‌লি, কেবল চিতের জন্য রে, কেবল চিতের জন্য! চিতের চিতে আবার জ্ব'ল্‌বে, আবার পতঙ্গ পুড়্‌বে, মাতঙ্গকেও ম'র্‌তে হবে! রূপের শিখা না উঠুক, ধনের আলোতো ছুট্‌বে! দশজনকে দিতে হবে;—এই কথাটা ব'লে গেল নয়? হায়, হায়! মরি মরি! তার কি আর কথা আছে? একটা চাবি, দুটো চাবি, এই তিনটে চাবি; যাবি ত, এতদিন গেলে, আরও সুখের দিন দুটো বেড়ে যেত! সোনার চাবিকাটী গড়াব, রিঙ্গে রিঙ্গে গাঁথ্‌ব, আবার খুঁটে বাঁধ্‌ব; ছুটে ছুটে পাড়া দিয়ে বেড়িয়ে আস্‌ব! লুট্‌ব গো, লুট্‌ব,—কত মন, কত ধন, আবার কত লুট্‌ব! গা টা দুলিয়ে এখন ত একবার বেড়িয়ে আসি!

[চিতার প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

(বিশাখা পুরী)

সুদেবের প্রবেশ

সুদেব। (স্বগত) বিজয়া-দশমীর মহানিশা! সুখ-প্রতিমার বিসর্জ্জন হ'য়ে গেচে,—শূন্য-মন্দির প'ড়ে আছে! নিরানন্দের পূর্ণ-অধিকার! শান্তির হাট ভেঙ্গে গেচে, ঠাট্‌মাত্র প'ড়ে আছে! সুখ-চন্দ্রমা অস্তমিত, শান্তি-দীপ নির্ব্বাপিত! অন্ধকার, অন্ধকার, এই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার! এই অশান্তির কারাগারে, এই বিজন-নিরানন্দের কন্দরে,এই হতভাগ্য-রূপী সুদেব আজ নির্ব্বাসিত! পলাবার উপায় নাই, এই অশান্তির লীলাভূমি পরিত্যাগের পথ নাই! বিষম কর্ত্তব্য-শৃঙ্খলে নিতান্তই আবদ্ধ; ইচ্ছা থাক্‌লেও, সে বন্ধন-মোচনের ক্ষমতা নাই! হায় বিল্ব-মঙ্গল! এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিলে? তোমারই অত্যাচারে এই সোনার সংসার ছারখার হ'ল! তোমারই অবিচারে এই প্রমোদ-উদ্যান মহাশ্মশানে পরিণত হ'ল! তোমারই পাশব-ব্যবহারে এই সদানন্দের চির-রঙ্গালয়ে অশান্তির বিহার-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হ'ল! হায় মা! জননী-রূপিণী শান্তি! কোন্ পাপের ফলে তোমার এই আজীবন নিদারুণ শাস্তি! দিনেকের জন্যও শান্তি-সুখ পাও নাই, ক্ষণেকের জন্যও সে মুখে কখনও হাসি দেখি নাই! মা যেন স্বর্গীয়-শান্তির মূর্ত্তিমতী পবিত্র প্রতিমা। রূপে ভগবতী, গুণে অরুন্ধতী, জ্ঞানে সরস্বতী। হায় বিধাতঃ! অহর্নিশি অশান্তির অনলে দগ্ধ কর্‌বার জন্যই কি

সেই স্বর্গীয়া-প্রতিমা, সেরূপ অনুপমা ক'রে, সৃজন ক'রেছিলে? যতদিন শান্তি ছিল, ততদিন সুখ-শান্তি সবই ছিল। শান্তিও গিয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে সকলই গিয়েচে!

উদ্‌ভ্রান্তভাবে বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্বমঙ্গল। (প্রবেশ পথ হইতে)

শান্তি! শান্তি! কই শান্তি! কোথা আছ তুমি?
উদ্‌ভ্রান্ত-পথিক পুনঃ পেয়েছে রে পথ;
বিমুগ্ধ-কুহক-পাশ ক'রেছে ছেদন!
আসক্তির কারাবাস গিয়েছে রে ভেঙ্গে,
ছিঁড়েছে রূপের মোহ-শৃঙ্খল বিষম!
মর্ম্মাহত, কারামুক্ত বন্দী তাই আজ,
শান্তি-নিকেতন-আশে হ'য়েছে ধাবিত!
এস তুমি, ধর্ম্মেকর্ম্মে সাহায্যকারিণি!
এস তুমি, কামমোক্ষে জীবন-সঙ্গিনি!
এস তুমি, শান্তিরূপা শান্তি-স্বরূপিণি!
শান্তিসহ শান্তি-সুখ অন্বেষণে যাই।
পরিতাপ-হুতাশন জ্ব'লেছে অন্তরে,
অশান্তি-সমীর তায় বহিছে প্রবল;
কৃত-কর্ম্ম, কাল-স্মৃতি, ইন্ধন প্রচুর,
দহিছে রে মর্ম্মস্থল কিবা দিবানিশি;—
শান্তি-বারি বিনা হায়, সে জ্বালা ভীষণ,
হবে না শীতল শান্তি, হবে না শীতল!

সুদেব। ধন্য হে জগদীশ! যেমন রোগ, তার উপশমের ঔষধ কি সঙ্গে

সঙ্গে বিধান ক'রে রেখেচ ? যেমন প্রারম্ভ, তদনুযায়ী পরিণাম ; তা না হ'লে আর তোমাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ব'ল্‌বে কেন ?

বিল্বমঙ্গল। কই শান্তি, কোথা শান্তি ! কোথা আছ তুমি ?
একি শুনি ! নিরুত্তর সব।
প্রতিবাক্যে প্রতিধ্বনি দিতেছে উত্তর।
নীরব, নীরব পুরী, কই শান্তি কই ?

সুদেব। শান্তি কই, এ কথার প্রতি-উত্তর প্রদান ক'র্‌তে, আজ বিশাখা-পুরীতে কেউ নাই।

বিল্বমঙ্গল। তুমি কি শান্তি নও ?

সুদেব। আমি শান্তি নই—সেই শান্তিরূপিণী চিরদুঃখিনী জননীর পরিত্যক্ত সন্তান আমি।

বিল্বমঙ্গল। আমি জ্ঞানহীন, আমি দৃষ্টিহীন, আমি পাগল ; বল, সত্য ক'রে বল, তুমি কে ?

সুদেব। এই সংসার-জলধিজলে শান্তির সুবাতাসে পাল তুলে, একখানি সুখের তরি ভেসে যাচ্ছিল ; সহসা অশান্তির চরে ঠেকে, সেই তরি বান্‌চাল হ'য়ে গেচে ; আমি তারই নিদর্শনস্বরূপ দুঃখের তরঙ্গে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড ! একদিন কে একজন এই সংসার-মন্দিরে একখানি সর্ব্ব-সুখময়ী শান্তিপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল, সহসা দুরন্ত কাল এসে, সেই প্রতিমা উত্তোলিত ক'রে, অশান্তির মহাশ্মশানে তার সৎকার-সাধন ক'রে গেচে ; আমি সেই চিতা পাশে তার সাক্ষী-স্বরূপ অর্দ্ধদগ্ধ বংশদণ্ড ! কুমার ! আমি এই অন্ধকারময়ী প্রেতপুরীর পরিতপ্ত রক্ষাকারী !

বিল্বমঙ্গল। কে, সুদেব ! শান্তি নাই ?

সুদেব। এই শান্তিহীন বিজন-পুরীর প্রত্যেক দৃশ্যে, প্রত্যেক জিনিসে কি

সে কথা ব'লে দিচ্চে না ?

বিল্বমঙ্গল। তবে শান্তি কোথায় ?

সুদেব। যেখানে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হয়, সেই সন্তাপিতা বুঝি সেই-খানে ! যেখানে বিনাদোষে শাস্তি নাই, অধীনের প্রতি অবহেলা নাই, নিষ্ঠুরের অত্যাচার নাই, সেই উৎপীড়িতা বুঝি সেইখানে ! যেখানে অনন্ত-আকাশের শান্তি-মেঘের সদা উদয়, প্রেমধারার অবিরল সুধাবর্ষণ, সেই অশান্তি-আতপ-তাপিতা, পতি-প্রেম-পিপাসিতা চাতকিনী বোধ হয়, সেই আকাশ-উদ্দেশে উড়ে গেচে ! কুমার ! শান্তিদেবী এই অশান্তির শ্মশান হ'তে পলায়ন ক'রেচে !

গীত।

মরি হায় কে বলিবে কোথায় সেই জনমদুঃখিনী।
কি বিষাদে মনের খেদে, আজ ছেড়ে গেছে বিষাদিনী ॥
যথা পূর্ণিমার শশী, ঢাকি কাদম্বিনী-রাশি,
হয় গো মলিন যেমন সেই মুখশশী,—
ওগো মলিনা সেই হেমকান্তি, বসন্তে যেমন নলিনী ॥
সংসার-উদ্যান'পরে সোনার লতা সুসমীরে,
হেলিত দুলিত সদা সোহাগের ভরে,
বিধি বাদী হ'ল তাতে, পড়িল ভীষণ অশনি ॥

বিল্বমঙ্গল। শোভা ?

সুদেব। যেখানে শান্তি, সেইখানেই শোভা। শান্তির চিরসঙ্গিনী শোভা বোধ হয়, শান্তির সঙ্গিনীই হ'য়েচে !

বিল্বমঙ্গল। ব্যবস্থা ঠিকই হ'য়েচে,—মহাপাপীর উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণভাবেই সম্পন্ন হ'য়েচে ! শান্তি গেচে, শোভা গেচে, তুমিই আছ ;

এই বিশালপুরী শূন্যাকার, তুমিই তা পূর্ণ ক'রে রাখ! সুখের আলোক নিভেচে, অন্ধকার ঘিরেচে; তুমিই এ অন্ধকারে উপবিষ্ট হ'য়ে, জগৎবাসীকে দুঃখের গীতি শ্রবণ করাও! আনন্দের মেলা ভেঙ্গে গেচে, উৎসব লীলা সাঙ্গ হ'য়েচে; অতীতের স্মৃতিস্বরূপ, এই পাষণ্ডের অপকীর্ত্তির সাক্ষীস্বরূপ তুমিই এ সংসারবক্ষে বিরাজ কর! সুদেব! তুমিই এ শ্মশান-পুরীতে এখন সন্ধ্যা দাও।

সুদেব। কেন? কোন্ অপরাধে?—কোন্ অপরাধে সুদেবের প্রতি আজ এই কঠোর আদেশ? কোন্ অপরাধে এই কঠোর কর্ত্তব্যের ভার এই আশ্রিত সেবকের উপর অর্পণ ক'রচেন?

বিল্বমঙ্গল। অপরাধ, তুমি পাষণ্ড নও; অপরাধ, তুমি বিশ্বাসঘাতক নও; অপরাধ, তুমি সেবকের চির-সেবিত ধর্ম্মের অনধিকারী নও। সুদেব! সুদেব! আমি মহাপাপী, আমি বিশ্বাসহন্তারক, আমি প্রতিপালক হ'য়েও প্রতিপালন-ধর্ম্ম বুঝি নাই; আমি আশ্রয়স্থান অধিকার ক'রেও আশ্রয়-স্থানীয় হ'তে পারি নাই!—

মানবরূপেতে আমি দুরন্ত দানব;—
সুখের অমরাবতী করি ছারখার,
ধ্বংস করি দেব-কীর্ত্তি, শান্তি-রঙ্গভূমে
করিয়াছি প্রবর্ত্তন পিশাচের লীলা!
নন্দনের পারিজাত সমূলে তুলিয়া,
করিয়াছি ভস্মীভূত জ্বলন্তপাবকে!
নিতান্ত অধর্ম্মাচারী আমি রে পামর;—
উদ্যান-পালিতা-লতা সদা প্রফুল্লিতা,
স্বহস্তে তুলিয়া তারে সযত্নে আনিয়া,
স্বহস্তে হৃদয়-কুঞ্জে করিয়া রোপণ,

সোহাগ-সলিল-সেকে করিয়া বর্দ্ধিতা,
স্বহস্তে কুঠারাঘাতে ক'রেছি ছেদন !
একান্ত পাষাণ আমি, নির্দ্দয়, নির্ম্মম !
সর্ব্বগুণে নিরুপমা, মমতারূপিণী,
সোহাগের রত্নখনি ভক্তি মূর্ত্তিমতী,
প্রেমের প্রতিমা হায় স্থাপিয়া মন্দিরে,
না করিয়া উদ্বোধন, না করিয়া পূজা,
ষষ্ঠীর বাসরে তার ক'রেছি বিজয়া,—
দিয়েছি রে বিসর্জ্জন অশান্তি সলিলে !
নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর আমি দুর্ব্বৃত্ত নিষাদ,
বনবিহারিণী হায়, সরলা হরিণী—
মনানন্দে ফিরিত রে কানন-নিবাসে,
পাতিয়া স্নেহের ফাঁদ মায়া-ইন্দ্রজালে,
বাজায়ে মোহনবাঁশী প্রেমের সঙ্গীতে,
আনিয়ে সে ফাঁদে তারে বাঁধিয়া উল্লাসে,
নিশিত বিচ্ছেদ-শর করিয়া নিক্ষেপ,
বিঁধিলাম মর্ম্মে তার ; পড়িয়া ধরায়,
ধূলায় লুণ্ঠিত-কায় যায় গড়াগড়ি !
কে জানে রে, সে কি জ্বালা, কি তীব্র যাতনা !
দানব, দানব আমি মানব-আকারে !

সুদেব। এখন আর অনুতাপে ফল কি ?

বিল্বমঙ্গল। অনুতাপে ফল নাই ? সুদেব নির্ব্বোধ !
একমাত্র অনুতাপ উপায় এখন।
হারায়েছি চিরসুখ অদৃষ্ট-বিপাকে,

হারায়েছি চিরশান্তি নিজ-কর্ম্মদোষে,
হারায়েছি ইহকাল প্রবৃত্তি-পীড়নে,
হারায়েছি পরকাল পাপের কুহকে।
অন্য আর কিছু নাই সম্বল এখন,
অনুতাপ, অনুতাপ উপায় আমার !
অনুতাপ সঙ্গে ল'য়ে বসিয়া বিজনে,
অতীতের অপকীর্ত্তি করিয়া স্মরণ,
নিক্ষেপি নয়ন-বারি, কিবা দিবানিশি
দারুণ অশান্তি-জ্বালা করিব শীতল !
অথবা সুদেব !
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মরূপ ইন্ধন-'স্তূপেতে,
জ্বালাইয়ে অনুতাপ-অনল ভীষণ,
প্রবেশিয়ে তার মাঝে আমি রে পামর,
মরিব পুড়িয়া হায় ইহ-পরকালে !
সুদেব ! সুদেব। কি নিষ্ঠুর আমি !—
অবিচারে অবলারে কাঁদায়েছি কত,
দিয়েছি রে সরলারে মরম-যন্ত্রণা।
পতিব্রতা সাধ্বী-সতী দিনেকের তরে
পায় নাই সুখশান্তি পায় নাই মনে !
সংসার-ললামভূতা লবঙ্গ-লতিকা
ধূলিধূসরিতা হায় লুণ্ঠিতা, দলিতা,
চিরদিন, চিরদিন ; দোলে নাই কভু
সোহাগ-সমীর-ভরে সহকার শাখে !
জলে ছল ছল আঁখি; মলিন-বদনে

বাতাহতা লতা যেন একদিন হায়,
প'ড়েছিল চরণেতে আছে রে স্মরণ !
চাই নাই, চাই নাই ফিরি মুখপানে,
করি নাই আলিঙ্গন, মধুর কথায়,
হয় নাই স্নেহোদয়, পাষাণ হৃদয়ে !
পড়িয়া নিষ্ঠুর-করে দানব পীড়নে,
সোহাগ পুতলী সেই কমল-কলিকা,
দহিয়াছে চিরদিন সন্তাপ-অনলে ॥
সুদেব ! সুদেব ! কি পাষণ্ড আমি !
এখনও বিদীর্ণ নাহি হইল হৃদয় ;
রাজরাজেশ্বরী প্রায় ঐশ্বর্য্য-ঈশ্বরী,
আজ কি না অনাথিনী কাঙ্গালিনী হ'য়ে
কোথায় যে ফিরিতেছে বুক ফেটে যায় !
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাহি রে আমার !

গীত

দহিল মরম, দহিল জীবন।
অনুতাপ-হুতাশন, ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে দিবাবিভাবরী।
মরি রে মরি রে হায় দারুণ দাহন।
পতিব্রতা, সতীসাধ্বী গুণে নিরুপমা,
মূর্ত্তিমতী শান্ত, যেন প্রেমের প্রতিমা,
নির্দয়-হৃদয় পাষাণ আমি রে ;
দুঃখের সাগরে তারে দিলাম বিসর্জ্জন।

হ'য়ে রাজরাণীসম, ঐশ্বর্য্যভাগিনী,
আজ কি না অনাথিনী পথের ভিখারিণী,
সন্তাপতাপিনী, বড় দুঃখিনী রে ;—
গিয়েছে জীবন তার করিয়ে রোদন।

সুদেব। যখন আপনি এসেচেন, তখন শান্তিও আসবে। যেখানে আরাধ্য-নিধি, সেইখানেই আরাধিকা। অন্ধের যখন দৃষ্টিশক্তি হ'য়েচে, রত্নের উজ্জ্বলতা যখন তার চক্ষে লেগেচে, তখন সেই অযত্ন-উপেক্ষিত রত্ন আবার এই অন্ধকারপুরী আলোকিত ক'র্‌বে। শান্ত হ'ন্, সেই শান্তি মেঘের সুশীতল প্রেম-বারিধারায় অচিরেই এই অশান্তির জ্বালা নির্ব্বাপিত হবে।

বিল্বমঙ্গল। সুদেব! ভ্রান্ত! কি সান্ত্বনা প্রদান ক'রে শান্ত হ'তে বল্‌চ? আবার শান্তি আস্‌বে? আবার এই অশান্তির অমাবস্যায় শান্তি-চন্দ্রমার উদয় হবে? পাগল! এ বিশ্বাস এখনও কর? শান্তি আর আস্‌বে না; আমার চির শান্তির সহিত সেই দুঃখিনী শান্তি, চিরদিনের জন্য মহাপ্রস্থান ক'রেচে রে, মহাপ্রস্থান ক'রেচে! শান্তির আর আশা নাই; ইহলোকেও নাই, বোধ হয় পরলোকেও নাই! সেই অনাদর-উপেক্ষিতা পতিব্রতা পতিপ্রেম-পিপাসায় একান্ত আকুল হ'য়ে, অনাথ-বন্ধু শ্রীপতিরূপী নবনীরদের শীতল আশ্রয় গ্রহণ ক'রেচে! হাঁ রে নির্ব্বোধ! যে অনুক্ষণ সংসার-সন্তাপে সন্তাপিত, মনদুঃখে মর্ম্মাহত, নিরাশায় নিতান্ত উৎপীড়িত হ'য়ে, একবার সেই সন্তাপহরণ, দুঃখ-নিবারণ, বাঞ্ছাকল্পতরুর সুশীতল আশ্রয় গ্রহণ করে, সে কি আর কখন সংসার মরুভূমিতে ফিরে আস্‌তে চায়? আর একটা কথা সুদেব! সংসারের শান্তি একবার গেলে, আর কি কিছুতে ফিরে পাওয়া যায়?

সুদেব। মা যে আমার বড় দুঃখেই গেচে, তার আর কথা কি! কে আর সাধ ক'রে, সাধের খেলাঘর ভেঙ্গে দিতে পারে? সেই হাসিমুখে কখন হাসি দেখি নাই;—দিবানিশি ভেবে ভেবে সোণার প্রতিমা, ঘোর মসিমাখা হ'য়েছিল! দেখ্‌লেই মনে হ'ত, যেন শরতের শশিকলা পূর্ণিমায় পূর্ণ হ'তে না হ'তে, চতুর্দ্দশী-বাসরেই দুরন্ত রাহুর করালকবল-পতিতা হ'য়েচে! সেই নয়ন-ধারা যে দেখেচে, সে কি আর নয়ন-ধারে প্রবোধবাঁধ দিয়ে রাখ্‌তে পেরেচে? সে ধারার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, বিরতি নাই; যেন গোমুখীর মুখ-নিঃসৃতা জাহ্নবী-ধারা. অবিরল-গতিতে নিরাশা-সাগরে প্রবাহিতা হ'চ্চে! তার প্রতি-নিশ্বাসে শোকের উচ্ছ্বাস, প্রতিবাক্যে নিরাশ-বিন্যাস; অবকাশ কখনও পায় নাই,—মনের দুঃখ প্রকাশ ক'রে, মর্ম্ম-যাতনা লাঘব-ক'র্‌তে, মা আমার এমন অবকাশ কখনও পায় নাই!—তার যে দুঃখের আক্রমণই অনুক্ষণ!

বিল্বমঙ্গল। আর না, আর না সুদেব! এই দাবানল-বিদগ্ধ বিটপি শিরে আর বজ্রের আঘাত ক'র না! স্মৃতি-বিষধরী মর্ম্মের অন্তস্তলে দিবারজনী বিষম দংশন ক'র্‌চে; আর সেই কালভুজঙ্গিনীকে উত্তেজিত ক'র না! সুদেব! আমি আজ নিতান্ত ভিখারী; ধনের নয়, ঐশ্বর্য্যের নয়, বিভবের নয়,—কেবল দয়ার ভিখারী। দয়াহীন মানুষের কাছে এবং দয়াময় শ্রীহরির কাছে, সকলের কাছে আজ আমি সমানভাবে দয়ার ভিখারী। তোমরা আমাকে দয়া কর। সুদেব! কৃতজ্ঞ! প্রভুভক্ত! তোমরা আমাকে দয়া কর। তোমার প্রভুরূপী এই হতভাগ্য বিল্ব-মঙ্গলের এই শেষ কথা, এই শেষ কামনা, এই শেষ আদেশ প্রতিপালন কর। চিরদিন যে ভাবে কর্ত্তব্য প্রতিপালন ক'রে আস্‌চ, এই শেষ কর্ত্তব্যও সেইরূপ পূর্ণভাবে প্রতিপালন কর। বল, আমার শেষ আদেশ পালন ক'র্‌বে ত?

সুদেব। যাঁর অন্নে চিরজীবন সুখ-স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হ'য়ে আস্‌চি, তাঁর আদেশ-পালনে সুদেব প্রাণের মায়াও করে না।

বিল্বমঙ্গল। শোন সুদেব! এই দেখ, দুঃখিনী শান্তির অঙ্গের আভরণ স্তরে স্তরে সাজান আছে, এ অঙ্গের সাজ কখনও তার অঙ্গে উঠে নাই! সুদেব রে! পতি, সতীর জীবনের সকল শোভা; সেই স্বভাবের শোভাময়ী শান্তি আমার সে শোভায় চিরদিন বঞ্চিত; তাতেই এ বস্ত্র-আভরণের ছার শোভা তার কাছে অযত্নেতেই উপেক্ষিত! এক কাজ ক'র, শান্তির এই অঙ্গের আভরণরাজি কোন পতিব্রতা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে প্রদান ক'র; ব'ল, কোন পতিবিরহিণী পতিব্রতার এ অঙ্গের সাজ বড় সাধের; এ সাজে তোমার অঙ্গ সজ্জিত ক'রে, প্রাণপতির নয়ন-শোভা বর্দ্ধন ক'র, তাহ'লেই সেই বিষাদিনীর মনের সাধ পূর্ণ হবে। বিল্বমঙ্গলের বিদায়-সাধ বুঝ্‌তে পার্‌লে ত?

সুদেব। সুদেবকে যে আজ এরূপভাবে বুঝ্‌তে হবে, এ হতভাগ্য স্বপ্নেও কখন তেমন সাধ করে নাই!

বিল্বমঙ্গল। আর এক কাজ; ঐ যে দেওয়ালের গায়ে মুক্তার ঝালর দেওয়া পাখা, উহা শান্তির বড় সাধের ধন; কিন্তু এ সাধের ধনে সে বিষাদিনীর মনের সাধ কখনও পূর্ণ ক'র্‌তে পারে নাই! সেই জন্য বিরহিণী স্বামীর চরণতলে উপবিষ্টা হ'য়ে দিনেকের জন্যও স্বামীর সন্তাপ-শান্তি বিদূরিত ক'র্‌তে পায় নাই! এই পাখাখানি কোন সতীসাধ্বী সীমন্তিনীকে,—আমার শান্তির মত সতীসাধ্বী সীমন্তিনীকে—প্রদান ক'রে ব'ল, সে যেন তার স্বামীর চরণতলে উপবিষ্টা হ'য়ে, এই বিজনী-ব্যজনে তার পতিদেবতার সন্তাপ-শ্রান্তি বিদূরিত করে; তাহ'লেই শান্তির নিষ্ফল মনোসাধ সফল হবে। সুদেব! বিল্বমঙ্গলের এই পরিণাম-সাধ পূর্ণ ক'র্‌বে ত?

সুদেব। কে জান্‌ত যে, সুদেবের পরিণাম এত বিষাদময় হবে!

বিল্বমঙ্গল। সুদেব! আর একটা কাজ, এবং এই তোমার শেষ কাজ। সম্মুখে এই যে স্বর্ণ-সিংহাসন প'ড়ে আছে, বড় সাধ করে, শান্তি একে শয্যা-গৃহে এনে রেখেছিল। সাধ ছিল, স্বামীসঙ্গে একাসনে এতে উপবিষ্টা হ'য়ে, মনের সাধে মনের কথা প্রকাশ ক'র্‌বে; কিন্তু এ পাষণ্ডের দ্বারা তার সে সাধ ক্ষণেকের জন্যও পূর্ণ হয় নাই! সতীর এই সাধের সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি স্থাপনা ক'রে, সেই যুগলের শান্তিমঙ্গল নাম দিও; আর এই বিল্বমঙ্গল পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি, শান্তির মঙ্গল-কামনায় সেই শান্তিমঙ্গলের সেবায় অর্পণ ক'রো। শান্তিময় যেন শান্তির কামনায় মঙ্গল করেন। দেখ সুদেব! সেই বিষাদিনী শান্তির অপূর্ণ সাধ পূর্ণ ক'র্‌তে, যেন পলকের জন্যও অবহেলা ক'রো না!

সুদেব। এই মহাপ্রমাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষীস্বরূপ হ'য়ে, হতভাগ্য সুদেব এই সংসার বক্ষে দণ্ডায়মান থাক্‌বে, তাই কি নিশ্চয় সঙ্কল্প?

বিল্বমঙ্গল। তাই নিশ্চয়-সঙ্কল্প সুদেব! সেই সঙ্কল্পই ধ্রুব-নিশ্চয়। সুদেব রে! যে সংসারে দেবী-রূপিণী সতীসাধ্বীর স্থান হয় নাই, সে সংসারে কি এই দানবরূপী পাষণ্ডের থাকা শোভা পায়? বল সুদেব! যে সম্পদ্ কখনও পবিত্রা পতিব্রতার সুখ-সম্ভোগে আসে নাই, সেই সম্পদ্ কি এই পতিত মহাপাতকীর সুখ-সম্ভোগের উপযুক্ত হ'তে পারে? কি ব'ল্‌ব রে, শান্তি মোর বনে বনে, অনিদ্রায়, অনশনে, তরুতলে জীবন-যাপন ক'র্‌চে, আর আমি এই ত্রিতল-অট্টালিকায় উপবিষ্ট হ'য়ে, রাজ-ভোগে পরিপুষ্ট হ'ব? সুদেব! সুদেব! তোমার এই সম্মুখের বিল্ব-মঙ্গল, সেই অতীতের সম্মোহন-বিমোহিত, স্নেহ-দয়া-বিবর্জ্জিত পাষাণ-বিনির্ম্মিত বিল্বমঙ্গল নয়! দানবের পাষাণ-কায়া এখন মানবের মায়া-

মমতা অধিকার ক'রে ব'সেচে ! (উদ্‌ভ্রান্তভাবে] ঐ দেখ, ঐ দেখ, সরলাহরিণী দাবানলে ! ঐ দেখ, শান্তি আমার অশান্তি-অনলে দগ্ধ হ'চ্চে ! ঐ দেখ, ঐ দেখ, পূর্ণিমার শশিকলা রাহু-কবলে ! ঐ দেখ, দুরন্ত বিষাদরাহু শান্তি-চন্দ্রমা গ্রাস ক'রেচে ! ঐ দেখ, শান্তি আমার বিজনগহনে শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড়-কাননে পথহারা, দিক্‌হারা, পাগলিনী, জ্ঞানহারা ! মরি রে, মরি রে ! কোমল অঙ্গ কণ্টক-আঘাতে ছিন্নভিন্ন, সোনার অঙ্গে সর্ব্বস্থানে শোণিত-চিহ্ন ! পারে না, পারে না,—কণ্টকময় পথে আর চ'ল্‌তে পারে না ! ঐ দেখ, শান্তি আমার পর্ব্বত-কন্দরে, —মনুষ্যের সমাগম বিবর্জ্জিত, ফলজলবিরহিত পর্ব্বত-কন্দরে পাষাণ-শয্যাশায়িনী ! অনশনে, অনিদ্রায়, আত্মহারা উন্মাদিনী ! বাঁচে না, বাঁচে না ;—অনিদ্রা-অনাহারে আর বুঝি বাঁচে না ! ঐ দেখ, শান্তি আমার জাহ্নবীকূলে—পতির ধ্যানে যোগাসনে সন্ন্যাসিনী ! মরি রে, মরি রে ! ঈশানী যেন ঈশানের স্বরূপ-ধ্যানে নিমগ্না ! রাখে না, রাখে না, পতি-বিরহের দেহ বুঝি আর রাখে না !—হায়, হায় ! যায় যায় ! শান্তি বুঝি সন্তাপের দেহ জাহ্নবী সলিলে বিসর্জ্জন দিতে যায় ? যেও না, যেও না শান্তি ! সাধের জীবন অকালে বিসর্জ্জন দিতে যেও না !—কথা শুন্‌বে না ? প্রাণ রাখ্‌বে না ? কই যাও দেখি !—

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত)

(পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া)

একি শান্তি ! একি শান্তি ! কি অপূর্ব্ব ভাব !
শান্তির কোলেতে শান্তি করিছে বিরাজ !
নিভেছে অশান্তি-জ্বালা হ'য়েছে শীতল,
বিরহ-সন্তাপ-শ্বাস নিরাশার দাহ,
নাহি আর, নাহি আর, সুশান্ত সকলি,

শান্তি-সঙ্গে, শান্তি-অঙ্গে, অপূর্ব্ব-মিলন !
ভক্তি-জলে করি স্নান আবার কখন,
শান্তি-কুসুমেরে তুলি অঞ্জলি অঞ্জলি,
আনন্দ-চন্দন-চূয়া করিয়া চর্চ্চিত,
শান্তিময় চরণেতে দিতেছে উল্লাসে।
মরি রে, মরি রে শান্তি ! কি সাধনা তোর !
আবার কখন ওই বিরজা-পুলিনে,
গোপীকা সঙ্গিনী হ'য়ে মাতোয়ারা প্রাণে,
গাহিতেছে শান্তি-গীত মাতায়ে গোলোক ;
আনন্দে বিভোর শান্তি, আনন্দে বিভোর !
আবার, আবার ওই রাধাকুঞ্জ মাঝে,
পুঞ্জে পুঞ্জে তুলি ফুল বাছিয়া বাছিয়া,
বিনাসূতে গাঁথিতেছে বনফুলে মালা,
সুচিকণ, সুচিকণ, ভুবন-উজ্জ্বলা ;
পরিতেছে গলা বেড়ি, আবার খুলিয়া
দিতেছে কালার গলে, রাস-কুঞ্জচারী,
মালা-বিনিময় করে বনমালীসনে !
কার শান্তি, কার হ'ল, হরি, হরি, হরি,
বল শান্তি হরিবোল, হরি, হরি, হরি,
বলি আমি হরিবোল, হরি, হরি, হরি !

(মূর্চ্ছিত ও পতিত)

সুদেব। হরি হে ! তোমার ইচ্ছায় সবই সম্ভব হয়। পাষাণে রসের সঞ্চার, মরুভূমিতে সলিল-প্রবাহ, তোমার ইচ্ছায় তাও অসম্ভব নয় ! আজ

অত্যাচারী দানব, কাল করুণাময় দেবতা; আজ দস্যুরূপী, নর-হন্তারক, কাল মহর্ষি পরমসাধক। তারকব্রহ্ম! তোমার ইচ্ছা না হ'লে কি রত্নাকর কবিগুরুপদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে, রামায়ণ-গাথায় জগৎ মাতাতে সমর্থ হ'ত? ধন্য তুমি ইচ্ছাময়! আর ধন্য তোমার অপ্রতিহতগতি ইচ্ছা-শক্তি! এমন পাষণ্ডদলন, অকাট্য ঔষধির বিধি কৃপানিধি! তুমি ভিন্ন আর কে ক'র্‌তে জানে?

গীত

দীন দয়াময়, তব লীলাচয়, এ ভবের মাঝে বল কে বুঝিবে!
তুমি কখন কারে হাসাও, কখন কারে কাঁদাও,
কখন কারে ভাসাও আনন্দ-অর্ণবে॥
আজ দেখি যারে রাজসিংহাসনে, সুসজ্জিত-দেহ রতন-ভূষণে,
কাঙ্গালবেশে পুনঃ হেরি সেই জনে,
এ চাতুরী হরি তোমারই সম্ভবে॥
পাষাণেতে দেখি রসের সঞ্চার, দুরন্ত দানব দয়ার আধার,
হেরি মরু-মাঝে হরি, শান্তি-সরোবর—
ওহে তোমারই কৃপায় কেবল এই ভবে॥

বিল্বমঙ্গল। (উত্থিত হইয়া)
কার শান্তি কার হ'ল? হরি হরি বল!
তুমি দিয়েছিলে শান্তি, তুমি নিলে হরি;
লও শান্তি, লও শান্তি, শান্তিময় তুমি,
দাও শান্তি, দাও শান্তি, শান্তি-বিনিময়ে।

তুমি দিয়েছিলে শান্তি, কিন্তু হে শ্রীকান্ত,
ভ্রান্তি দিয়ে ভুলাইয়ে রেখেছিলে তুমি,
চিন্তাবশে চিত্তহারা করিয়ে আমায়,
শান্তি যে কেমন তা ত দিলেনা চিনিতে !
দাও শান্তি, দাও শান্তি, ভ্রান্তি লও ফিরি,
আমি হরি, ভ্রান্ত অতি, পথহারা ভবে,
কোন্ পথে যাব বল, কোন্ পথে পাব,
শান্তি-রাজ্য, শান্তি-কুঞ্জ, শান্তি-নিকেতন।
একদিন শান্তি-রাজ্যে রাজা ছিনু আমি,
ছিল শান্তি বিরাজিতা শান্তি-কুঞ্জমাঝে।
কর্ম্মদোষে ভাগ্যবশে সংসার-সংগ্রামে,
অশান্তি দুর্ব্বারবলে করি পরাজিত,
হরিয়াছে শ্রীহরি হে ! সর্ব্বস্ব আমার !
দাও শান্তি, দাও শান্তি, শান্তি-ভিখারীরে !
হৃদয় অশান্ত বড়, অশান্তি-পীড়নে,
রাধাকান্ত ! রাধাকান্ত ! কি বলিব আর,
একান্ত অনাথে দাও, অভয় আশ্রয়।
নাহি শিক্ষা, নাহি দীক্ষা, নাহি দীক্ষা-গুরু,
নাহি পথ-প্রদর্শক, নাহি নিদর্শন !
মোক্ষদাতা, মোক্ষদাতা, রক্ষা কর আজ,
দাও শান্তি, দাও শান্তি, শান্তি-ভিখারীরে !
হরিনামে শান্তিলাভ, ব'লে হরি হরি,
যাত্রা করি চলিলাম যা কর শ্রীহরি !

[সবেগে বিল্বমঙ্গলের প্রস্থান

সুদেব। একে একে সকলেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন ক'রে চ'লে গেল; কিন্তু বল হে, ভব-বন্ধন-নিবারণ! কোন্ অপরাধের প্রমাণবলে, এই হত-ভাগ্য সুদেবকে অচ্ছেদ্য কর্ত্তব্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে, ভব-কারাগারে রেখেছিলে? তাই রাখ হরি! তোমার ইচ্ছা, তুমিই পূর্ণ কর। অন্য ভিক্ষা ক'র্‌ব না। শক্তি দাও, সর্ব্বশক্তিমান্! শক্তি দাও; যেন মাতঙ্গের দুর্ভর ভার, ক্ষুদ্র পতঙ্গ বহন ক'র্‌তে সমর্থ হয়!

[সুদেবের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[কল্যাণপুর]

সুকর্ম্মা ও নন্দার প্রবেশ

নন্দা। আমার দেরি হ'য়ে গেচে ; তুমি কতক্ষণ এলে ?

সুকর্ম্মা। প্রায় ক্ষণ পাঁচ ছয় হবে ; তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

নন্দা। যমুনার ঘাটে ; সেইখানেই বিলম্ব হ'য়ে গেল।

সুকর্ম্মা। কেন, কদম্বতলায় শ্যামসুন্দরের দেখা পেয়েছিলে না কি ?

নন্দা। তুমিই আমার শ্যামসুন্দর,—নন্দার হৃদয়-কুঞ্জের তুমিই নব-নটবর। কমল-আঁখি! তোমায় দেখি, আর আপনাআপনি ভুলে থাকি।

সুকর্ম্মা। সুকর্ম্মার যে আজ সুপ্রভাত দেখ্‌চি!

নন্দা। এমন কথাটা কেন শুন্‌চি ?

সুকর্ম্মা। নন্দার হৃদয়-কপাট যে খুলে গেচে ?

নন্দা। কপাটে যে ধাক্কা লেগেচে

সুকর্ম্মা। অন্যায় হ'য়েচে ; আর কখন লাগবে না। যমুনার ঘাটে বিলম্বটা হ'ল কিসের জন্য ?

নন্দা। একজন সাধু এসেচেন, সেইজন্য।

সুকর্ম্মা। সাধু এসেচেন, কোন্‌খানে দেখ্‌লে ?

নন্দা। আমাদের স্নানের ঘাটের উপরেই ব'সে আছেন।

সুকর্ম্মা। ব'সে আছেন! যত্ন ক'রে আন্‌লে না কেন নন্দা ?

নন্দা। তিনি সাধু কি অসাধু, সেটা ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। সেইজন্যই আর আন্‌বার চেষ্টা ক'র্‌লেম না।

সুকর্ম্মা। সাধুকে সাধু কি অসাধু ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌লে না; কথাটা কিরূপ হ'ল?

নন্দা। তিনি সাধু হ'তে পারেন; কিন্তু তাঁর চক্ষু দুটো এখনও অসাধুই আছে।

সুকর্ম্মা। ব্যাপারটা কি?

নন্দা। তাঁর ব্যবহার দেখে অবাক্ হ'য়েচি; তিনি আমার প্রতি যেরূপ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, দেখেই আমার আত্মা-পুরুষ উড়ে গেচে!

সুকর্ম্মা। তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে তোমার আত্মা-পুরুষের সম্বন্ধ?

নন্দা। পর-স্ত্রীর প্রতি সেরূপ নয়ন-ভঙ্গি সাধুর পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। তাতেই ব'ল্‌চি, তিনি সাধুবেশ-ধারণ ক'রেচেন সত্য; কিন্তু তাঁর চক্ষু দুটো সাধুতা-শিক্ষা করে নাই।

সুকর্ম্মা। পর-স্ত্রীর প্রতি একাগ্র দৃষ্টিপাতটাই কি অসাধুতার একান্ত লক্ষণ ব'লে মনে কর? সিদ্ধান্তটা বড় নূতন ধরণের বটে!

নন্দা। সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর পর-রমণীর প্রতি সতৃষ্ণ কটাক্ষদৃষ্টি,—যাঁর দৃষ্টিতে কপট-লম্পটের লক্ষণ না হ'য়ে, সংযমী সাধুর লক্ষণে পরিগণিত হয়, তিনিও বিধাতার একটী নূতন সৃষ্টি বটে!

সুকর্ম্মা। দোষটা কি হ'ল নন্দা?

নন্দা। দোষটা তত কিছু নয়। তিনি অঙ্গে ভস্ম লেপন ক'রেচেন বটে, কিন্তু তাঁর অপাঙ্গে এখনও কামনা-অঞ্জন মাখানো আছে! তিনি সংসার পরিত্যাগ ক'রেচেন সত্য, কিন্তু এখনও কামিনী-কাঞ্চনের লোভ পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারেন নাই! নয়ন যাঁর রাধারমণের চরণারবিন্দের অপরূপ শোভাদর্শনে নিয়োজিত, তাঁর দৃষ্টি কি কখন রমণীর রূপ-লাবণ্যে নিপতিত হয়?

সুকর্ম্মা। এই কথা? কিন্তু নন্দা! ভেবে দেখ্‌লে তুমিই মূলে ভুল ক'রে

ব'সে আছ! কার্য্যের আচরণ দেখে, স্বভাবের লক্ষণ জানা যায় বটে; কিন্তু তার আগে কার্য্যের উদ্দেশ্যটাও জানা কর্ত্তব্য। কার্য্য একরূপ হ'লেও উদ্দেশ্য পৃথকরূপ হ'তে পারে।

নন্দা। তোমার কথার উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে না পার্‌লে, উত্তর দিতে পারি না।

সুকর্ম্মা। ভাল কথাই বটে! মনে কর, একটী গাছে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেচে; তিনটী লোক এসে সেই ফুলগুলি তুলে নিয়ে গেল। তার মধ্যে কেউ বা সেই ফুলে ইষ্টদেবতার চরণ পূজা ক'র্‌বে; কেউ বা তাতে মালা গেঁথে, সেই মালার বিনিময়ে উদর-পোষণের উপায় ক'রে নেবে, আবার কারো দ্বারা সেই ফুলেতে বারাঙ্গনার কেশ-বিন্যাসের শোভা বর্দ্ধনের উপকরণ হবে। কার্য্য তিন জনেরই এক, কিন্তু প্রত্যেকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক্।

নন্দা। তার পর?

সুকর্ম্মা। সেইরূপ এখন ভেবে দেখ, তুমি গাত্র-বসন উন্মোচন ক'রে, যমুনার ঘাটে স্নান ক'রচ; তোমার এই অলৌকিক রূপরাশি তিনজন পথিক সতৃষ্ণ-নয়নে দর্শন ক'র্‌চে। তার মধ্যে একজন ভগবদ্ভক্ত পরম সাধু; তিনি হয় ত একাধারে এরূপ অপরূপ রূপের সমাবেশ দর্শন ক'রে, বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টিবৈচিত্র্য আত্মহারা হ'য়ে, তদ্গতচিত্তে ভগবানের অপার মহিমা চিন্তা ক'র্‌চেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি হয় ত পত্নী-শোক-বিধুর হতাশ প্রেমিক, তোমার রূপলাবণ্যের সঙ্গে তার সেই পরলোকগত প্রেমময়ী পত্নীর রূপলাবণ্যের সাদৃশ্য দর্শন ক'রে, পুনর্ব্বার বিস্মৃতপ্রায় অতীত পত্নী-শোকে অভিভূত হ'য়ে প'ড়েচে; তৃতীয় ব্যক্তি হয় ত, পরস্ত্রী-আসক্ত লম্পট-পুরুষ, রমণীর সম্মোহন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হ'য়ে, সম্ভোগলালসায় অস্থির হ'য়ে উঠেচে! তা হ'লেই দেখ, কার্য্য সকলেরই একরূপ, কিন্তু উদ্দেশ্য সকলেরই পৃথক্ পৃথক্; একই বস্তুদর্শনে

কারও হৃদয়ে বা ভগবৎ-প্রেমের আবির্ভাব, কারও হৃদয়ে বা লালসার তীব্র-যাতনা। এখন বুঝ্‌লে ত, কার্য্যের উদ্দেশ্য না জেনে, কোন একটা বিষয়ই কুভাবে গ্রহণ ক'র্‌তে নাই। কারণ, সকল বিষয়েরই ভালমন্দ দুই দিক আছে। সেই সাধু হয় ত তোমার এই অপরূপ রূপের ছটায়, বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশল দর্শন ক'রে, ঐশী-শক্তির অসীম-মাহাত্ম্যে আত্মহারা হ'য়েছিল ; অন্য কারণে নয়।

নন্দা। তাহ'লেও, কার্য্যের ভাব দেখে উদ্দেশ্য বোঝা যায়। তুমি যাই বল, তাঁর যেরূপ ভাব দেখ্‌লেম, তাতে বোধ হয়, নিশ্চয় তিনি কপটাচারী।

সুকর্ম্মা। তাই না হয় স্বীকার করি ; তথাপি ত তিনি সাধুবেশধারী ! ধর্ম্মের ভাণও ভাল।

নন্দা। এটা আবার কেমন কথা হ'ল ?

সুকর্ম্মা। মন্দই বা কিসে বল ?

নন্দা। তোমরা পুরুষমানুষ, তোমাদের কাছে কিছুই মন্দ নয় ; ধর্ম্মের ভাণ প্রণয়ের ভাণ, ভালবাসার ভাণ, সকল ভাণই তোমরা ভালরূপ জান ; কপটতাই তোমাদের চিরদিনের সম্বল। কিন্তু যে চোর, সেও ত চুরী করাকে কুকর্ম্ম ব'লে স্বীকার করে ; তুমি যে দেখ্‌চি, তাও স্বীকার কর না !

সুকর্ম্মা। নিখাদ হ'তে একেবারেই সপ্তমে টিপ্‌ দিলে দেখ্‌চি !

নন্দা। অভিনয়-ক্ষেত্রের অবস্থা দেখেই দিতে হ'ল ; এক টিপ না দিলে, সুর বাজে কৈ ? ব'ল্‌লে কি না, ধর্ম্মের ভাণও ভাল ; কিন্তু বল দেখি, দস্যু অপেক্ষা সাধুবেশধারী দস্যুর দ্বারা অধিকতর সর্ব্বনাশ-সাধন হয় কি না ? দস্যু দেখে লোকে সাবধান হ'তে পারে, কিন্তু সাধুবেশধারী কপটাচারীকে দেখে, সে সাবধান হবার প্রয়োজন হয় না। পথে

কাল-ভুজঙ্গ দেখ্‌লে লোকে স'রে দাঁড়ায়; কিন্তু দুগ্ধের সহিত বিষ মিশ্রিত ক'রে দিলে, কারও না কারও তাতে প্রাণ যায়। যেখানে কপটতা, সেইখানেই সর্ব্বনাশ।

সুকর্ম্মা। সহস্রবার তা স্বীকার করি; কিন্তু অন্য দিকটাও দেখা উচিত। যেমন সঙ্গ, তেমনি স্বভাবের গতি; ফুলের সঙ্গে থাকে ব'লেই, ঘৃণিত কীটও দেবতার চরণে স্থান পায়। সন্ন্যাসবেশধারী কপটাচারী হ'লেও, কেবল সেই সন্ন্যাস-সাজের সুসঙ্গ-প্রভাবে ক্রমে সে সৎপথের পথিক হ'য়েই দাঁড়ায়; তা নৈলে আর সৎসঙ্গের এত প্রশংসা কেন? তাতেই বলি, ধর্ম্মের ভাণও ভাল।

নন্দা। তুমি যা ভাল বল, আমার তাই ভাল। এখন একবার স্থির হ'য়ে ব'স; পরিশ্রম ক'রে এসেচ, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুট্‌চে, একটু বাতাস করি।

অতিথিরূপী নারদের প্রবেশ

নারদ। দ্বারে অতিথি, ভিক্ষা দাও মা!

সুকর্ম্মা। আসুন, আসুন; অতিথির পক্ষে এ দ্বার অনুক্ষণই অবারিত।

নারদ। মুষ্টির ভিখারী, ভিতরে যাবার প্রয়োজন নাই!

সুকর্ম্মা। (নন্দার প্রতি) তবে ভিক্ষা দিয়ে এস।

নন্দা। (নারদের প্রতি) একটু অপেক্ষা করুন।

নারদ। বেশী অপেক্ষা করবার আমার সময় নাই।

নন্দা। শীঘ্র ভিক্ষা দিবারও আমার উপায় নাই।

নারদ। (অগ্রবর্ত্তী হইয়া) অভ্যাগত অতিথিকে শীঘ্র ভিক্ষা দিবার উপায় নাই! কারণ?

নন্দা। আমি এখন স্বামি-শুশ্রূষায় নিযুক্ত।

নারদ। বড় আশ্চর্য্যের কথা! অতিথির সন্তোষ-সাধন না ক'রে, স্বামি-শুশ্রূষা সম্পাদন ক'র্‌বে?

নন্দা। আগের কাজ অবশ্যই আগে ক'র্‌ব!

নারদ। আগের কাজ কোন্‌টা?

নন্দা। ঘরে যদি আপনার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী থাকেন, তবে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন; তাঁর কাছেই এ কথার উত্তর পাবেন।

নারদ। (সক্রোধে) জান, আমি ব্রাহ্মণ!

নন্দা। গলায় যজ্ঞোপবীত দেখে তা ত বেশই জান্‌তে পার্‌চি!

নারদ। ব্রাহ্মণের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হবার ভয় রাখ না?

নন্দা। ঠাকুর! ভস্মীভূত ক'র্‌বার ক্ষমতা থাক্‌লে আর জঠরানলের তীব্র দাহনে অস্থির হ'য়ে, অঙ্গে ভস্ম-বিভূতি মেখে, পরের দ্বারে ভিক্ষা ক'র্‌তে আস্‌তে না! অতিথি এসেচেন, উপবেশন করুন; যথাসময়ে যথাসাধ্য পূজা প্রদান ক'র্‌ব। অতিথি আমাদের পূজনীয় পরমদেবতা!

নারদ। তোমার মত ধর্ম্মহীনার নিকট রাজ্যধন পেলেও তাতে অভিলাষ করি না!

নন্দা। হ'তে পারে আমি ধর্ম্মহীনা, কিন্তু ধর্ম্ম আমাকে ত্যাগ করে নাই। কায়মনে পতির চরণ-সেবা, যদি নারী-জীবনের পরমধর্ম্ম হয়, তবে সে ধর্ম্ম আমি অনুক্ষণই প্রতিপালন ক'রে থাকি। অতিথি! গর্ব্ব করি নাই, অহঙ্কারেরও কথা নয়, স্বামি-সেবা সাঙ্গ না হ'লে, অতিথির পরিচর্য্যা ত দূরের কথা; নারায়ণের সেবাতেও মনস্তুষ্টি হয় না।

নারদ। পতিকে তুমি এরূপ পরম-দেবতা ব'লে জ্ঞান কর?

নন্দা। পতিব্রতার পতি হওয়া বোধ হয়, আপনার ভাগ্যে কখন ঘটে নাই; তাহ'লে আর এ কথার উত্তর আজ আমাকে দিতে হ'ত না? শুধু

আমি কেন, সতীমাত্রেই স্বামীকে পরম-দেবতা ব'লে জ্ঞান ক'রে থাকে। ব্রাহ্মণ! তা কি কখনও শোনেন নাই? রমণীর পতিই আরাধ্য, পতিই আরাধনা, পতিই তপস্যা, পতিই সাধনা; যে কায়মনে পতি-পূজা ক'রে থাকে, তাকে আর নারায়ণের পূজা ক'র্‌তে হয় না; কারণ, পতিই সতীর মোক্ষদাতা। যে রমণী একান্ত অন্তরে স্বামীর চরণ-ধূলা গ্রহণ করে, তার আর তীর্থযাত্রার প্রয়োজন হয় না; কারণ, স্বামীর রণই সর্ব্বতীর্থের ফলপ্রদ। কি আর ব'ল্‌ব দ্বিজবর! যে হতভাগিনী নারী-জন্ম গ্রহণ ক'রে, পতিভক্তি শিক্ষা করে নাই, স্বয়ং মুক্তিদাতা ভগবান্‌ও কখন তাকে মুক্তি দিতে পারেন না। এই সংসার তপোবনে রমণী-জীবনে স্বামীর সন্তোষ-সাধনই পরম তপস্যা। তাতেই বলি, অতিথি! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। এই স্বামি-সেবা-নিয়োজিতা অবলার প্রতি অকারণে ক্রোধ প্রকাশ ক'রে, ব্রহ্মণ্য-তেজের অপচয় ক'র্‌বেন না!

গীত

কিসের ভয় আজ দেখাও আমারে। (ওগো মুনি গো
ও ভয়েতে নইক ভীত, নহে সশঙ্কিত চিত,
হয় না মন বিচলিত, নাহি কোন ভয় কারে॥
তুচ্ছ করি ছার সম্পদে, পতিপদ-কোকনদে,
বিমোহিত মনভৃঙ্গ, হ'য়েছে আপন সাধে,
কি বিপদে কি সম্পদে, স'পেছি মন শ্রীপদে,
ভাবে সতী পদে পদে, পতিপদ অন্তরে॥
সকল ভয়ে হ'তে অভয়, ল'য়েছি পতিপদাশ্রয়,
নাহি তাহে আর কোন ভয়, করি কি গো শমনের ভয়,

অপার এই ভবের বারি, নাহি তাহে শঙ্কা করি,
পতির চরণ তাহে তরী, পাড়ি দিব দুস্তারে ॥

নারদ। আচ্ছা, সতি! অপেক্ষাই ক'র্‌চি; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের গৃহ হ'তে অতিথি যদি বিমুখ হ'য়ে ফিরে যায়, তা হ'লে তাতে কি তোমরা পাপের ভাগী হবে না? শুনেচি, তোমার ঐ স্বামী যে অতিথি-সেবায়, জীবন-মন, ধন-ঐশ্বর্য্য, সকলই সমর্পণ ক'রেচে!

নন্দা। এ কথার উত্তর আমার স্বামী দেবেন,—আমার সঙ্গে এ উত্তরের কোন সম্বন্ধ নাই। অতিথির পরিচর্য্যা আমার স্বামীর জীবন-ব্রত, স্বামীর পরিচর্য্যা আমার জীবনের মহাব্রত; অতিথির সন্তোষ-অসন্তোষের দায়ী আমার স্বামী, স্বামীর সন্তোষ-অসন্তোষের দায়ী আমি। যার যা কর্ত্তব্য, সে তাই সম্পন্ন ক'র্‌বে।

নারদ। সে কি কথা মা! তোমার স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্ম প্রতিপালনের দায়ী কেবল তোমার স্বামী, আর তুমি নও? সতী যে পতির ধর্ম্ম অর্থের সাহায্যকারিণী, তা কি শোন নাই সতী? ধর্ম্মরাজের আতিথ্য-ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য বনবাসিনী দ্রুপদ-নন্দিনী, অতিথিগণের অপেক্ষায় যে সারাদিন যাপন ক'র্‌তেন!

নন্দা। ব্রাহ্মণ! সেটা তোমার নিতান্তই ভুল। ধর্ম্মরাজের আতিথ্য-ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য নয়; নিজের সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষার জন্যই পাণ্ডব-রমণী দ্রুপদ-নন্দিনী, অতিথিগণের অপেক্ষায় অনশনে দিনযাপন ক'র্‌তেন। দ্রৌপদীর প্রতি ধর্ম্মরাজের সেইরূপই আদেশ ছিল; স্বামীর আদেশ পালনই যে রমণীর সার-ধর্ম্ম। অনাহারে জীবন-যাপন ত সামান্য কথা, স্বামীর আদেশে সতী, অনশনে জীবন-বিসর্জ্জনও অনায়াসে দিতে পারে। স্বামীর আদেশপালনই যে সতী-জীবনের যোগ-সাধনা!

নারদ। কথাটা সচরাচর অনেকের মুখেই শুন্‌তে পাই বটে; কিন্তু কার্য্যে কখন কারো কাছে দেখা ঘ'টল না।

নন্দা। সেটা আপনার ভাগ্য-বিড়ম্বনা। সতীসাধ্বীর পতি হওয়াও পরম-সৌভাগ্যের কথা; সে সৌভাগ্য যার হয়, সেই দেখ্‌তে পায় যে, পতির আদেশে সতী সকল কার্য্যই ক'র্‌তে পারে।

নারদ। (স্বগত) তাই দেখ্‌বার জন্যই ত নারদ আজ অতিথিবেশ-ধারণে, তোমাদের এখানে উপস্থিত! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, মা! সতীর সতীত্ব-পরীক্ষা না দেখেও আজ আর যাচ্চি না।

নন্দা। সতীর সতীত্ব-পরীক্ষা পতির কাছে, আর সেই সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীপতির কাছে। সে পরীক্ষা অন্য কাউকে দেখাবার প্রয়োজন হয় না, এবং দেখবার কারও অধিকার নাই। দ্বিজবর! সতীর পরীক্ষা আপনি আর কি দেখ্‌বেন? ধর্ম্মরূপী স্বয়ং কৃতান্ত একদিন সে পরীক্ষা দর্শন ক'রে, চিরদিনের জন্য সতীত্বের সমাদর শিক্ষা ক'রেচেন। সতীর পরীক্ষা যুগে যুগেই হ'য়ে আস্‌চে। সত্যে একদিন গহন-কাননে কালের করাল-আক্রমণে সাবিত্রীর পরীক্ষা; ত্রেতায় জ্বলন্ত-অনলে সমুদ্রকূলে সীতার পরীক্ষা; দ্বাপরে নন্দের গোকুলে যমুনার জলে রাধার পরীক্ষা! জলে, অনলে, শ্মশানে, মশানে সতীর পরীক্ষা সকল স্থানেই হ'য়ে গেচে!

সুকর্ম্মা। অপরাধ মার্জ্জনা করুন দেব! অবলার সহিত বাক্‌চাতুরী আপনার মত মহানুভবের শোভা পায় না।

নারদ। তাতে আমি অসন্তুষ্ট নই,—পরম-সন্তোষলাভই ক'রেচি। পতি-ব্রতার মনের তেজ, হৃদয়ের মহত্ত্ব, জ্ঞানের গুরুত্ব দর্শন ক'রে, যথার্থই চমৎকৃত হ'য়েচি! তবে কার্য্যক্ষেত্রে এই তেজের সার্থকতা দেখ্‌তে পেলেই জীবন সার্থক-জ্ঞান করি।

সুকর্ম্মা। এখন তবে ভিক্ষা-গ্রহণে চরিতার্থ করুন।

নারদ। সে জন্য ব্যাকুল হবার প্রয়োজন নাই। তোমার আনন্দ-ভবনে ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভের ইচ্ছা করি। যেখানে সতীসাধ্বী বিরাজমান, সেইখানেই সুখ-শান্তির অধিষ্ঠান, এবং সেইখানেহ বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান। তোমার মত অতিথির আশ্রয়স্থানীয় মহতের কাছে, আমার মত ভিখারীর আর সামান্য ভিক্ষার জন্য ভাবনা কি? অনাথ কাঙ্গালের পক্ষে তুমি যে পিতামাতাস্বরূপ!

সুকর্ম্মা। সে কেবল দীনবন্ধুর দয়া, আমার সাধ্য কি?

নারদ। তুমি যে কঠোর ব্রতে ব্রতী, তাতে তোমার অসাধ্যই বা কি আছে? তোমার মত আতিথ্য-পরায়ণ পুণ্যবান্‌গণ অতিথির সন্তোষ-সাধনে অনায়াসে ধন, জন, পত্নী, পুত্র সকলের মায়া বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হয়! শুনেছি, মহাত্মা কর্ণ, এই আতিথ্য ধর্ম্ম-পালনের জন্য, স্বহস্তে প্রাণ-পুত্রের নিধন-সাধন ক'রেছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় শিবি-রাজ, স্বীয়-দেহের মাংস ছেদনেও কুণ্ঠিত হন নাই। তোমাদের জীবন-ব্রত বড়ই কঠোর! তোমাদের এই অনুষ্ঠেয়-ধর্ম্ম বড়ই কষ্টসাধ্য!

সুকর্ম্মা। কার সঙ্গে তুলনা ক'র্‌চেন? ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপ কি অদ্রিরাজ হিমালয়ের সমকক্ষ হ'তে পারে?

নারদ। তুলনায় আমার ভুল হয় নাই। সমাজে বা সম্পদে ছোট বড় হ'লেও, ধর্ম্মে বা কর্ম্মে নিশ্চয়ই তুমি তাঁদের সমতুল্য। অবস্থায় কখনও মানুষকে বড় ক'র্‌তে পারে না; যার হৃদয় বড়, সেই যথার্থই বড়লোক। তা না হ'লে, লোকে বিশল্যকরণী উপেক্ষা ক'রে, শাল্মলীবৃক্ষেরই সমাদর ক'র্‌ত! রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হ'লেই কি রাজা হওয়া যায়?—রাজানাম লাভ হয় মাত্র! যে মানুষ, মানুষের হৃদয়-সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'তে পারে, সেই যথার্থ কাজের রাজা। রাজ-

সিংহাসন শত্রুতে অপহরণ ক'র্‌তে পারে, কিন্তু হৃদয়-সিংহাসনের শত্রু নাই; এমন কি, পরম-শত্রু কালও তা অপহরণ ক'র্‌তে সমর্থ হয় না। ধনে কেবল রাজা সাজায় মাত্র; মনের রাজাই প্রকৃত রাজা।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ।

বিল্বমঙ্গল। (স্বগত) ডুবিলাম পুনর্ব্বার বাসনা-সাগরে।
আবরিল ধ্রুবতারা, অশান্তি-ঘনেতে,
হইলাম দিক্‌হারা, অবিদ্যা-আঁধারে,
খণ্ড খণ্ড আশা-তরি মোহ-ঝঞ্ঝাবাতে,
ভেঙ্গে গেল, জ্ঞান-হাল আসক্তি-তরঙ্গে;
ডুবিলাম পুনর্ব্বার বাসনা-সাগরে!
ধিক্ রে বিমুগ্ধ মন! শতধিক তোরে;
স্বর্ণ-অট্টালিকা ত্যজি, রাজ-ঐশ্বর্য্য ভুলি,
সুহৃদ-বান্ধবগণে দিয়ে বিসর্জ্জন,
ছিন্ন করি সংসারের মোহমায়া-ফাঁদ,
অঙ্গে মাখি ছাই-ভস্ম বৈরাগ্যের ভরে,
গৈরিকবসন পরি, সন্ন্যাসীর সাজে,
কি আশাতে এলি মন! কি আশা সাধিলি?—
মায়ার মোহিনী-মন্ত্রে ভুলিলি আবার!
ডুবালি, ডুবালি পুনঃ বাসনা-সাগরে!
কোন্ পথে ল'য়ে যেতে, কোন্ পথে এলি,
কি উদ্দেশ্য সাধিবারে, জানি না রে মন!
ডুবালি, ডুবালি, পুনঃ বাসনা-সাগরে!

সুকর্ম্মা। কে আপনি ?

বিল্বমঙ্গল। দিক্-হারা পথিক, সম্প্রতি অতিথি।

সুকর্ম্মা। আসুন! এ গৃহ আপনাদেরই।

নন্দা। (সুকর্ম্মার প্রতি) ইনিই সেই সাধু।

বিল্বমঙ্গল। (স্বগত)

রে নয়ন! রে নয়ন! কি দৃশ্য দেখালি!
কি কুহক-মন্ত্র দিয়ে ভুলাইলি মন,
রূপের ফাঁদেতে তারে ফেলিলি আবার,
বাঁধিলি, বাঁধিলি পুনঃ কু-আশা-নিগড়ে!
কোথায় প্রবুদ্ধজ্ঞান, কোথা সতর্কতা;
বিবেকের উপদেশ রহিল কোথায়;
কোন্ ইন্দ্রজালে সব বিফল করিলি ?
শান্তিরূপা জাহ্নবীর সঙ্গম-উদ্দেশে,
বৈরাগ্য-তুফান তুলি, প্রবল বেগেতে,
বহিল রে মন-স্রোত; কিন্তু রে নয়ন!
কি কৌশলে,—কি কৌশলে ফিরায়ে সে গতি,
কর্ম্মনাশাতীরে তার করিলি মিলন!
করিলি রে সর্ব্বনাশ, করিলি আবার!
ভ্রান্ত মন! ভ্রান্ত মন! তুই রে নির্ব্বোধ!
কোন্ গুণে নয়নের এত বশীভূত ?
কোন্ জ্ঞানে নয়নের পরামর্শমতে,
চলিবি রে পদে পদে, পড়িবি বিপদে,—
তথাপি চেতনা লাভ হবে না কখন!
তাই যদি ছিল সাধ, নিতান্ত রে তোর,

রূপের শৃঙ্খলে বাঁধা, মোহ-কারা-মাঝে,
অজ্ঞান আঁধারে পড়ি, ছিলি ত তখন,
ছিলি ত নিশ্চিন্ত হ'য়ে, বল বল শুনি,
কি আশায় ছিন্ন করি সে বন্ধন-পাশ,—
কি আশায় ভগ্ন করি, সে কারা-কুটীর,
পলাইয়ে এলি ! কিন্তু কি আশার ছলে
আবার পড়িলি বাঁধা পড়িলি বিপাকে ?
মজিলি অশান্ত মন ! মজিলি আবার !

গীত

ডুবিল ডুবিল মন-বাসনা সাগরে।
হ'ল হ'ল রে মগন, আসক্তি-তরঙ্গে পড়ি হ'ল রে মগন,
বুঝি দিশেহারা হ'ল পুনঃ অবিদ্যা-আঁধারে।
কোন্ পথে যাব ব'লে, কোন্ পথে এলি,
মায়ার মোহিনী-মন্ত্রে সব ভুলে গেলি,
(আবার মজিলি মজিলি) (কি কুহক-মন্ত্রে হায়)
(মোহেরই ছলনে ভুলে)
পুনঃ বদ্ধ হ'লি, মোহে ভুলি, মায়ার ফাঁদে প'ড়ে।
মোহ-কারা মাঝে তখন ছিলি ত প'ড়ে,
রূপের শৃঙ্খলে বাঁধা—ছিলি ত প'ড়ে,
(কেন এলি রে এলি রে) (কি কার্য্য সাধিলি বল)
(সে বন্ধন-পাশ ছিন্ন ক'রে) (সেই কারা-কুটীর ভগ্ন করি)
ছিলি ত ছিলি ত মন, বল কি উদ্দেশে,

ছিন্ন করি সে মায়াজাল, এলি রে প্রবাসে,
(সব ভুলে যে গেলি)
(সে দিনের সে সব কথা—ভুলে যে গেলি)
এল মন-তরি, জ্ঞান-হাল ধরি, বৈরাগ্য-তুফান-বশে,
মোহ-ঝঞ্ঝাবাতে, প্রতিকূল-স্রোতে, ডুবিল ডুবিল শেষে ;
(কেন জ্ঞান-হাল বা ছেড়ে দিলি)
এসে আপন বশে, অবশেষে কর্ম্মনাশা-তীরে ॥

সুকর্ম্মা। কি অভিলাষে এসেচেন ?

বিল্বমঙ্গল। (স্বগত) অভিলাষ ছাই-ভস্ম, উদ্দেশ্য বিনাশ !
বিমুগ্ধ চকোর আমি, অতৃপ্ত, তৃষিত ;
চন্দ্রমা-কিরণ-ছটা-পতিত-নয়নে ;
উদয়-শিখরে তাই, সুধা-পান-আশে,
অহো ভ্রান্তি ! অহো ভ্রান্তি ! কামনার ক্ষুধা !
ছাই-ভস্ম, ছাই-ভস্ম, মম অভিলাষ !

সুকর্ম্মা। কই, কোন উত্তর না দিয়ে চিন্তা ক'রচেন যে ? কি আশায় এসেচেন, আদেশ করুন ?

বিল্বমঙ্গল। আশা, আশা, আমার আশা—পাগলের আশা ;—দুরাশা ! তার আবার আদেশ ?—
যে পথেতে গেছে জ্ঞান, গেছে রে বিবেক,
যাও লজ্জা, যাও লজ্জা, সেই পথে আজ !
বাসনার অনুগামী হও রে রসনা,
এস মন, লজ্জা কেন, দাও না উত্তর,
কি আশায় আসা হেথা, কিবা অভিলাষ ?

নারদ। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি) মনের অভিপ্রায়টা প্রকাশ ক'রেই বলুন না ; তাতে আর বাধা কি আছে ?

বিল্বমঙ্গল। অভিপ্রায় পাগলের প্রলাপ-প্রায় ; আশা নিতান্তই দুরাশা !

সুকর্ম্মা। এমন কথা ব'ল্‌চেন কেন ? অবাধে মনের কথা বলুন, সাধ্য থাক্‌লে অবশ্যই তা পূর্ণ ক'র্‌ব !

বিল্বমঙ্গল। সাধ্য থাক্‌লেও আমার আশা পূর্ণ করা তোমার নিতান্তই সাধ্যাতীত !

সুকর্ম্মা। সাধ্যাতীত হ'লেও আমি তা যথাসাধ্য পূর্ণ ক'র্‌ব ; কারণ, আপনি আজ আমার কাছে প্রার্থিত অতিথি ! অতিথির প্রার্থনাপূরণের জন্য কত মহাত্মা জীবন, ধন, এমন কি জীবনাদপি প্রিয়তম পুত্রধন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই ; আর আমি আজ সেই নারায়ণ-স্বরূপ পূজনীয় অতিথিকে বিমুখ ক'র্‌ব ? আপনি কি আমাকে এতই নরাধম জ্ঞান ক'র্‌লেন ?

বিল্বমঙ্গল। তুমি নরাধম নও ; কিন্তু যাকে পুরুষোত্তম নারায়ণ-প্রতিম জ্ঞান ক'র্‌চ, তোমার সেই আগত অতিথি যে নরাধমের নরাধম, এবং সেই নিতান্ত নরাধমের প্রার্থনা যে ততোধিক জঘন্যতম ! অতিথির প্রার্থনায় লোকে জীবন, ধন, এমন কি পুত্রধন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে উদ্যত হ'য়েচে সত্য ; কিন্তু আমার মত পাপাত্মার ঘৃণিত প্রার্থনা কেউ কখন পূর্ণ করে নাই,—মানুষে তা পূর্ণ ক'র্‌তেও কখন পারে না ! আমার এ পশুর প্রার্থনা, অথবা দানবের প্রার্থনা ; অথবা মানব যদি মনে কর, তবে নিতান্ত জ্ঞানহীন পাগলের প্রার্থনা !

সুকর্ম্মা। আপনি যখন অতিথিরূপে আমার গৃহে সমাগত, তখন পশু হ'লেও আজ আপনি আমার পক্ষে নারায়ণ, দানব হ'লেও নারায়ণ এবং জ্ঞানহীন মানব হ'লেও নারায়ণ ! সাক্ষী সেই সর্ব্বসাক্ষী-ভূত অন্তর্য্যামী

নারায়ণ। আমার সাধ্যের বহির্ভূত না হ'লে, নিশ্চয় আমি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌ব!

বিল্বমঙ্গল। এ নরাধমের অধম কার্য্যে আর নারায়ণকে সাক্ষী কর্‌বার প্রয়োজন নাই।

সুকর্ম্মা। অসঙ্কোচে মনের ভাব প্রকাশ করুন।

বিল্বমঙ্গল। মনোভাব—দানবের ভাব,
মানবের দেহধারী, বেশে দেবভাব,
মনে কিন্তু দেব-ভাব পূর্ণ তিরোভাব!
স্বভাবে লম্পট আমি, ইন্দ্রিয়ের দাস,
আসক্তির উপাসক, অভিশপ্ত ভবে!—
বিষম-ব্যসন-বিষ-পানাসক্ত-মন,
অনুরক্ত আমি তার, ভক্ত বশীভূত;
অস্তিত্ব গিয়েছি ভুলে, আত্মহারাপ্রায়,
যে পথে লইয়া যায়, যাই সেই পথে;—
নাহি ভাবি, নাহি সাধ্য, মন্ত্রমুগ্ধ যেন!—
বাসনা-সাগরে সদা ডুবাইয়া মারে!

সুকর্ম্মা। আপনিও যে আমাদিগে সন্দেহ-সাগরে ডুবিয়ে মার্‌চেন!

বিল্বমঙ্গল। বিবেক পরশমণি, জ্ঞান-রত্ন-ধন,
হরণ করিয়া মন, নয়নের বশে,
রূপের কাঙ্গাল ক'রে রেখেছে আমায়!
পত্নী তব সুরূপা সুন্দরী,
অকলঙ্ক শশিকলা স্মিত-জ্যোৎস্নাময়ী,
মোহিত চকোর আমি, বাসনা-তৃষিত,
কামনা সে সুধাপান, উন্মাদ প্রলাপ!

সুকণ্ঠা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! কি বলে অতিথি।
পত্নী মম পতিব্রতা সুরূপা সুন্দরী
শরতের শশী জিনি সৌন্দর্য্যের ছটা,
নির্ম্মলা, শীতলা, সদা পবিত্রতাময়ী;
অতিথির অভিলাষ সেই সুধাপানে!
কামুক, লম্পট, ঘোর কপট সন্ন্যাসী
অথবা উন্মাদ; তাই নিশ্চয়, নিশ্চয়!
কামুকের কামনায় কে দেয় প্রশ্রয়?—
লম্পটের লীলা কেবা করে সমর্থন?
বাতুলের বাতুলতা অবজ্ঞার কথা;
তাই সত্য, তাই সত্য, নাহিক সন্দেহ,
তথাপি অতিথি কিন্তু প্রার্থী, অভ্যাগত;
অতিথি বিমুখ হ'লে ধর্ম্মহানি তায়!
ভুল, ভুল, সে ধারণা, মীমাংসা তার এই,—
অনাথ, আশ্রয়হীন, উপায় রহিত,
সংসার-বিরাগী, সাধু, তাদের পালন,
আতিথ্য-ধর্ম্মের মর্ম্ম, কোন্ শাস্ত্রে বলে
ধর্ম্মহীন পাষণ্ডের পুরাতে বাসনা?
কোন্ ধর্ম্ম-শাস্ত্র বল দেয় এ বিধান?
পর-পত্নী-অভিলাষী, বিলাসী কামুক,
সফল করিতে তার পাপ-অভিলাষ!
কপট লম্পট এই সাধুবেশধারী,
অতিথিনামের যোগ্য নহে কদাচিৎ,
আতিথ্যের অধিকার পূর্ণ-বিবর্জ্জিত!

তাই সত্য ব'লে মানি, কিন্তু এক কথা,
নারায়ণ সাক্ষী করি ধর্ম্মের সম্মুখে,
সাধুবেশধারী এই লম্পটের কাছে
করিয়াছি সত্য আমি, বদ্ধ অঙ্গীকারে,
সত্যরক্ষা মহাধর্ম্ম, সত্য ব্রহ্মময়,
সে সত্যের অপলাপ কেমনে করিব ?
কিবা তার যুক্তিবাদ, কি আছে বিচার
সত্যরক্ষা মহাধর্ম্ম নাহিক অন্যথা !
বিষম পরীক্ষা আজ সম্মুখে আমার !
সঙ্কটের সন্ধিস্থল ; হয় তাই হ'ক্ ;
হ'ক্ কর্ম্মক্ষেত্রে আজ পরীক্ষা আমার ;
হ'ক্ সত্য-সনাতন ! ইচ্ছা পূর্ণ তব।
করিব ধর্ম্মের রক্ষা, না হবে অন্যথা,—
দিব পত্নী অতিথিরে না হবে অন্যথা।
ধর্ম্মময়, কর্ম্মময়, ইচ্ছাময় হরি !
হ'ক্ তব ইচ্ছা পূর্ণ উপলক্ষ আমি ;
দিব পত্নী অতিথিরে সত্যের পালনে ;
করিব প্রতিজ্ঞারক্ষা সাক্ষী তুমি হরি !

গীত

দেহি চরণে শরণ তোমার কারা-উদ্ধার।
তুমি সারাৎসার, করুণা-সাগর, স্বগুণে কর হে করুণা বিস্তার ॥
সত্য-সনাতন, তুমি লীলাময়, ধর্ম্মাধার হরি ধর্ম্মেরই আশ্রয়,
হৃদয়ে দেহি বল, ভকত-বৎসল, নাহি কোন বল, সম্বল তুমি বিনা আর ॥

এ ঘোর জলধি-তরঙ্গ ভীষণ, পূর্ণব্রহ্ম তায় কর পরিত্রাণ,
তোমারই ইচ্ছায়, সব সম্ভব হয়, ল'য়েছি আশ্রয়,
কর হে কর পারাপার ॥

নারদ। বণিক্‌প্রবর! চিন্তা ক'র্‌চ কি? অভ্যাগত অতিথির প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে, আতিথ্য-ধর্ম্ম রক্ষা কর।

সুকর্ম্মা। (স্বগত) পর-পত্নী মাতৃসম শাস্ত্রের বারতা;
পর-পত্নী মাতৃসম ভাবে সাধুজন;
সাধুবেশধারী এই অতিথি-ব্রাহ্মণ,
সেই পরপত্নীরূপে বিমোহিত আজ;—
সেই পরপত্নী আজ সম্ভোগ-বিলাসী!
অপূর্ব্ব অতিথি এই অদ্ভুত প্রার্থনা!
নিশ্চয় ছলনা কার'; হয় যাই হ'ক্,
সে বিচারে আছে কিবা মম প্রয়োজন?
সত্যরক্ষা মহাধর্ম্ম; সে ধর্ম্ম-পালন,
করিব, করিব আমি, বৃথা তর্ক তায়।
দাও বল হৃদয়েতে হৃষীকেশ হরি!
কর পার কৃপাসিন্ধু! সত্যসিন্ধুমাঝে,
দাও বল বাসুদেব! অবলার মনে,
রক্ষা কর মোক্ষদাতা সতীর সম্মান;
ধর্ম্মময়, কর্ম্মময়, ইচ্ছাময় হরি।
হ'ক্ তব ইচ্ছাপূর্ণ, হ'ক্ দয়াময়!
(প্রকাশ্যে) নন্দা!

নন্দা। কেন?

সুকর্ম্মা। অতিথির অভিপ্রায় শুন্‌লে ত ?

নন্দা। শুনেচি !

সুকর্ম্মা। এখন উপায় ?

নন্দা। আপনার কি অভিপ্রায় ?

সুকর্ম্মা। সত্যরক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মরক্ষা করাই আমার অভিপ্রায় !

নন্দা। আদেশ করুন।

সুকর্ম্মা। এই অতিথিরূপী ব্রাহ্মণের মনস্কামনা পূর্ণ কর।

নন্দা। অনুমতি দিন।

সুকর্ম্মা। আদেশ ক'র্‌চি, অনুমতি দিচ্চি, আজ এই অতিথির সম্ভোগ-লালসা পরিতৃপ্ত কর। পতির আদেশে, পতির অনুমতিতে এই অতিথিকে পতির স্বরূপ জ্ঞান ক'রে, মানস-নয়নে প্রাণপতির প্রেমময়-মূর্ত্তি দর্শন ক'র্‌তে ক'র্‌তে, সভক্তি-হৃদয়ে, বিশুদ্ধ-অন্তরে পতিতপাবন রমাপতির পবিত্রনাম স্মরণে আজ এই অতিথিকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান কর। যাও, সতি ! তোমার পতির এই অনুমতি।

নন্দা। যাই স্বামিন্ ! পতির আদেশ শিরোধার্য্য। পতির অনুমতিতে সতীর অকার্য্যও অনুষ্ঠেয় কার্য্য !

হরি, হরি, দীনবন্ধু ! পতিতপাবন !
বিপদবারণ ! তুমি অবলার বল,
সঙ্কট-সাগর-মাঝে পারের কাণ্ডারী।
অন্তর্য্যামি ! জান তুমি অন্তরের কথা,
ভাবগ্রাহি ! জান তুমি হৃদয়ের ভাব,
ধর্ম্মরূপি ! জান তুমি মর্ম্ম-ব্যথা যত।
পতি আজ সত্যে বন্দী, পতিব্রতা সতী
পতির আদেশ-রক্ষা জীবনের ব্রত,

পতির চরণ-সেবা ধর্ম্মকর্ম্ম ভবে,
পতিমাত্র গতিমতি এ নারী-জনমে।
নাহি জানি অন্য ধর্ম্ম বিনা পতি-সেবা ;
নাহি ভাবি অন্য কর্ম্ম বিনা পতি সেবা ;
নাহি বুঝি অন্য ব্রত বিনা পতি-সেবা !
শুনি তুমি সঙ্কটের শ্রীমধুসূদন,
সঙ্কটে পতিতা দাসী, রক্ষা কর তারে !
শুনি তুমি চিন্তামণি ! শুনি যুগে যুগে,
সতীসাধ্বী পতিব্রতার সহায়-সম্বল !
শুনি তুমি রমাপতি ! শুনি যুগে যুগে,
সতীর নয়ন-জল মুছাও আসিয়ে !
কুরুরাজ-সভা-মাঝে বাঞ্ছাকল্পতরু !
শুনেছি, বসনরূপে রেখেছ সতীরে !
শিশুপাল-কাল-গ্রাসে হে রুক্মিণীপতি !
রেখেছিলে রুক্মিণীরে অভয়-প্রদানে !
শিশুপালরূপী এই অতিথি-ব্রাহ্মণ,
সতীর সতীত্ব-রত্ন চায় হরিবারে,
এস হরি, রাখ হরি ! নিবার হে তায় !
যদি আমি সতী হই, সাধ্বী-পতিব্রতা,
রক্ষা কর, রক্ষা কর, পতিতপাবন !
যদি আমি পতি ভিন্ন অন্য কোন জনে,
শয়নে স্বপনে কিম্বা নাহি ভেবে থাকি ;
রক্ষা কর, রক্ষা কর, তবে অন্তর্য্যামি !
দাও হে সুমতি, এই ভ্রান্ত অতিথিরে ;

দাও দিব্যজ্ঞান, এই মোহ-অন্ধজনে!
দাও হে শ্রীপদাশ্রয় কাতর দাসীরে;
রক্ষা কর মোক্ষদাতা সঙ্কট-সময়ে;
নিলাম, নিলাম হরি! শরণ তোমার।

গীত

নিলাম শরণ, বিপদবারণ, তোমার অভয়-চরণতলে।
কোথায় আছ মোক্ষদাতা, রক্ষা কর বিপদকালে॥
শুনি কুরুরাজ-রোষে, বাঞ্ছাকল্পতরু এসে,
বসনরূপ ধরি হরি, দাসীর মান ত রেখেছিলে॥
অবলার কি আছে আর বল, তুমি বুদ্ধি তুমি হে বল,
সেই বলে বাঁধিয়ে হৃদয়, ডাকি হরি হরি ব'লে॥

নারদ। সতি! সম্মুখেই তোমার মহা-পরীক্ষা! সতীর যে কত মহিমা, কর্ম্মক্ষেত্রেই আজ দেখ্‌তে পাব মা!

নন্দা। দ্বিজবর! আশীর্ব্বাদ করুন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ, পতির আদেশ, আর সেই রমাপতির করুণা। যদি আমি সতীনামের যোগ্যা হই, তবে অবশ্যই মহিমা দেখ্‌তে পাবেন! সেই সর্ব্বভূতস্থিত সর্ব্বধর্ম্মময় হরি যদি অন্তর্য্যামী হন্, আর এই বণিক-পত্নী যদি কায়মনে পতিপূজা ক'রে থাকে, তবে নিশ্চয় দেখ্‌বেন, এই পতিব্রতার পবিত্র দেহ, কিছুতেই অপবিত্র হবে না। যিনি চরণধূলা প্রদান ক'রে, অপবিত্রা পাষাণীকে পবিত্রা সতী-সমাজে স্থান দিয়েচেন, তিনিই আজ এই পতিব্রতার পবিত্রতা রক্ষা ক'র্‌বেন। পতিতপাবন! পতিতপাবন! বল্‌বার আর কিছুই নাই। শ্রীহরি! শ্রীহরি!

শ্রীহরি। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি) এস তবে, এস অতিথি! বিল্বমঙ্গল। কোথায় যাব?

নন্দা। কোথায় যাবে? সে কথার উত্তর তবে তোমার ঐ বিমুগ্ধ মনকে জিজ্ঞাসা কর। পর-পত্নীর সম্ভোগরূপ-বিষম-বিষপানে যদি চিরজীবন জর্জ্জরিত হ'তে চাও, তবে চল, এই বণিক্-বনিতার শয্যাপাশে; যদি দাম্পত্য-প্রণয়-প্রসূনের সুমিষ্ট মধুপানে ইহজীবনে স্বর্গ-সুখ অনুভব ক'র্‌তে চাও, তবে যাও তোমার পরিণীতা-পত্নীর সকাশে; আর যদি হরিপ্রেমের ভব-ক্ষুধাহারী সুধা-পানে অনন্তকালের জন্য আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হ'তে চাও, তবে যাও, সেই শান্তিময়ের শান্তি-নিবাসে। বল ভ্রান্ত! বল অতিথি! এখন কোথায় যেতে ইচ্ছা কর?

বিল্বমঙ্গল। বল, তুমিও বল,—কি ব'ল্‌চ, আর একবার বল।

নন্দা। ব'ল্‌চি,—আবার ব'ল্‌চি; যদি বিষ চাও, তবে আমার সঙ্গে এস; যদি মধু চাও, তবে গৃহবাসিনী পত্নীর কাছে যাও; যদি সুধা চাও, তবে হৃদয়বাসী হৃষীকেশের শরণ লও। বল অতিথি! বল অন্ধ! এখন কোন্ পথে যেতে চাও?

বিল্বমঙ্গল। (স্বগত)

ভেঙ্গে গেল মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিল আবার!
আবার সুষুপ্তজ্ঞান জাগিয়া উঠিল!
কে রে, কে রে এ রমণী!
একি দৈববাণী সহসা হইল!
কোন্ পথে যেতে চাও, মহা-প্রশ্ন এই;
আকাশেতে প্রতিধ্বনি উঠিল তাহার;—
কোন্ পথে যেতে চাও উদ্‌ভ্রান্ত পথিক!
হৃদয়ে হইল শব্দ গভীর নিনাদে,—

কোন্ পথে যেতে চাও উদ্‌ভ্রান্ত পথিক !
তরু-লতা বলিতেছে পবন-উচ্ছ্বাসে,—
কোন্ পথে যেতে চাও, উদ্‌ভ্রান্ত পথিক !
কোন্ পথে যেতে চাও, কি দিব উত্তর ?
কোন্ পথে যাব ব'লে এসেছি তখন,
কোন্ পথে এসেছি রে সে পথ ভুলিয়ে !
কোন্ পথে যাব পুনঃ, কি দিব উত্তর ?
কোন্ পথে, কোন্ পথে ব'লে দাও দেবি !
পথ-হারা, দিক-হারা, জ্ঞান-হারা আমি।

নন্দা। কি ভাব্‌চ অতিথি ! বল বল, এখন কোন্ পথে যেতে চাও ?

বিল্বমঙ্গল। সতি ! সতি ! কে তুমি ? তুমি কি কোন স্বর্গবিচ্যুতা দেব-রমণী ?

নন্দা। অতিথি ! অতিথি ! আমি, আমি সেই পতিব্রতা বণিক্-রমণী।

বিল্বমঙ্গল। তুমি জ্ঞান-স্বরূপিণী, মোহ-নাশিনী ; চিন্তা শিক্ষা, শান্তি দীক্ষা, তুমি রক্ষাকারিণী ! জননী, জননী তুমি মা জগদ্ধাত্রী-স্বরূপিণী, আমি অজ্ঞান-সন্তান, তুমি মা জ্ঞান-দায়িনী, রক্ষা কর ; ভিক্ষা দাও, সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা কর !

নারদ। জয়, সতীর জয় ; জয় সাধ্বীর জয় ; জয় পতিব্রতার জয়। সতি ! সতি ! তোমার মহিমার সীমা নাই,—কটাক্ষে তুমি পাষণ্ড দলন ক'র্‌তে পার, ভ্রান্তকে তুমি মুক্তিপদ দিতে পার, পাষাণ-হৃদয়ে ভক্তিস্রোত বহাতে পার ! তোমারই আজ মহাজয়, আমার সম্পূর্ণ পরাজয় !

বিল্বমঙ্গল। সতি ! যদি রক্ষা ক'র্‌লে, তবে একটা ভিক্ষা প্রদান কর মা !

নন্দা। কি চাও বৎস !

বিল্বমঙ্গল। তোমার ঐ কবরী-বন্ধনের দুটী স্বর্ণ-শলাকা আমাকে প্রদান কর।

নন্দা। প্রয়োজন?

বিল্বমঙ্গল। প্রয়োজন আছে মা! তোমার চুল বাঁধার দুটী সোনার কাটী আমাকে খুলে দাও।

নন্দা। (কাটী প্রদান করিয়া) এই নাও বৎস!

বিল্বমঙ্গল। (কাটী লইয়া) তুই কামিনীর শিরোভূষণ, কাঞ্চনে তোর অঙ্গ-গঠন, তাতেই ত কামিনী-কাঞ্চন-সম্মিলিত; মনও আমার কামিনী-কাঞ্চনে বিজড়িত। মনের প্রভু-নয়ন, নয়নেরও কামিনী-কাঞ্চনে আকিঞ্চন। আয় রে, তুই কামিনীর ভূষণ কাঞ্চন! আজ তোকে দিয়েই নয়নের সেই কামিনী-কাঞ্চনের চির-সাধ নিবারণ করি।

হয় বিষে বিষক্ষয় নিদান-বিধানে,
কণ্টকে কণ্টক তোলা নীতি-শাস্ত্রে বলে।
সংসারে কণ্টক মম তুই রে নয়ন!
কামিনী-কাঞ্চন তোর সাধের অঞ্জন;
কামিনী-কাঞ্চনে তোর পূরাইব সাধ!

(শলাকাদ্বারা দুই নয়ন বিদ্ধ করিয়া শলাকা দূরে নিক্ষেপ)

দূর হও, কামিনী-কাঞ্চন!
দূর হ'য়ে যাও, তুমি পাপিষ্ঠ-নয়ন!
রে নয়ন! রে নয়ন! পূরিল ত সাধ?
কত দিন কত কার্য্য করিয়া এসেছ,
পেলে ত, পেলে ত আজ তার পুরস্কার?
অন্ধকার! অন্ধকার! চির-অন্ধকার!
কোথা মন, কোথা তুমি দেখ একবার;

কোথা তব প্রিয়-সখা, নয়ন-যুগল ?
কে দেখাবে স্বর্গের শোভা কামিনীর রূপে !
কে দেখাবে সুখ-ছবি আকাঙ্ক্ষা-চিতায় !
কে দেখাবে শান্তি-কুঞ্জ প্রবৃত্তি-শ্মশানে !
সব গেল, সব গেল, কি হ'ল রে মন !
কি হ'ল রে, বাসনার আরব্ধ-বোধনে !
কি হ'ল রে, আসক্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় !
কি হ'ল রে অশান্তির মহা-অষ্টমীর !
সব গেব, সব গেল, সব গেল আজ !
বিজয়া-দশমী তোর আশা-প্রতিমার !
অন্ধকার, অন্ধকার, চির-অন্ধকারে,
থাক্ রে নয়ন তুই থাক্ রে এখন ;
নয়নের ক্রীতদাস তুই মুগ্ধ মন !
তুইও থাক্, তুইও থাক্ সেই অন্ধকারে !
দাও প্রভু, দাও হরি, দাও দয়াময় !
জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত ক'রে দাও আজ ;
দাও কৃষ্ণ ! দাও সখা ! দাও দীননাথ !
অন্ধকারে দিব্য-জ্যোতিঃ জ্বেলে দাও দেখি,—
শান্তিপথে চ'লে যাই হরি হরি ব'লে ।
(সবেগে অন্ধের ন্যায় উত্থান ও পতন)

[বিল্বমঙ্গলের প্রস্থান ।

গীত

ত্রাহি দয়াময়, দেহি পদাশ্রয়,
কত বা আর সয় মোহ-নির্য্যাতন।
হেরি অন্ধকার, এ ভব-সংসার, চিরকাল তার,
ও হে জ্ঞানালোকে কর তমঃ-বিনাশন ॥
পড়িয়ে বিপাকে অকূল-পারাবারে,
হ'য়েছি আকুল এ ভব-পাথারে,
যাই ভেসে ভেসে, রক্ষ হে আমারে,
দাও অকূলেতে কূল, নিত্য-নিরঞ্জন ॥
এ কার্য্য সাধিতে আসি এ ভব-প্রবাসে,
কি কার্য্যে রত থাকে মোহবশে,
মায়া-ইন্দ্রজালে, যায় সব ভুলে, কুহকের ছলে ;—
কেবল আশার সুখের আশায় হয় নিমগন ॥

সুকর্ম্মা। (নারদের প্রতি) দ্বিজবর! একি বিচিত্র ব্যাপার! কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌লেম না!

নারদ। বোঝ্‌বারও তত কিছু প্রয়োজন নাই। তবে সারমাত্র এই বুঝে রাখ, এক শরলক্ষ্যে তিন শিকার। প্রথম পরীক্ষা—তোমার কর্ম্ম-সাধনার ; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—পতিব্রতার মহিমা-প্রচার ; তৃতীয় উপায় নির্দ্ধারণ,—মহাপাপীর সমুদ্ধার! এ শিকার যার, তার কেমন চমৎকার শরসন্ধান বল দেখি! যাই হ'ক্ সুকর্ম্মা! তোমাদের কাজে আজ বড়ই সন্তোষ-লাভ ক'রেচি। বল বৎস! কি বর প্রার্থনা কর; এই অতিথি ব্রাহ্মণরূপে আজ মহর্ষি নারদ এসে তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

সুকর্ম্মা। আপনি সেই লোক-পাবন দেবর্ষি নারদ! এ দাসের সহিত এরূপ ছলনা কেন প্রভু?

নারদ। এ ছলনা সেই ছলনাময় শ্রীহরির ছলনা ব'লেই জেনে রাখ। এখন বল বৎস! কি বর অভিলাষ কর?

সুকর্ম্মা। ঋষিবর! অন্য আর কি অভিলাষ ক'র্‌ব? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার এই অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে।

নারদ। (নন্দার প্রতি) তুমি কি চাও মা?

নন্দা। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার পতিভক্তি অচলা হয়।

নারদ। আশীর্ব্বাদ ক'র্‌চি. সেই ইচ্ছাময়ের দয়ায় তোমাদের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আজ এখন আসি, আবার একদিন তোমাদের কাছে আস্‌ব।

সুকর্ম্মা। আবার কোন্ দিন্ আস্‌বেন?

নারদ। যে দিন তোমাদিগে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়ে, বৃন্দাবনবিহারীর যুগল-মূর্ত্তি দেখাতে পার্‌ব, সেই দিন আবার আস্‌ব।

সুকর্ম্মা। সে দিন কোন্ দিনে হবে?

নারদ। সময় হ'লেই দেখ্‌তে পাবে। এখন চ'ল্‌লেম।

[নারদের প্রস্থান।

সুকর্ম্মা। আমরাও যাই চল, নন্দা!

[সুকর্ম্মা ও নন্দার প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

প্রান্তর ভূমি

শান্তি ও শোভার প্রবেশ।

শোভা। একবার এই গাছতলাটায় বসি এস ; বড় তৃষ্ণা পেয়েচে।

শান্তি। তোর এত ঘন ঘন তৃষ্ণা পায় কেন শোভা ?

শোভা। আমার ঘন ঘন তৃষ্ণা পায় বটে, কিন্তু সে ঘন-তৃষ্ণা আবার ঘন ঘন নিবৃত্তিও পায় ; তোমার তৃষ্ণা যে অনুক্ষণ লেগেই আছে! আমার ত জোয়ার-ভাটা খেলে, তোমার যে একটানা স্রোত।

শান্তি। আমি যে ক্ষুদ্র উপনদী শোভা! এ উপনদীর স্রোত গিয়ে নদীতে পড়ে, সাগর যে আমার অনেক দূরে ; তাতেই ত অবিরাম ভাটার টান, জোয়ারের উজান-স্রোত কখন প্রবাহিত হয় না।

শোভা। কেন, নদী ত এখন শুকিয়ে গেচে,—উপনদীই প্রবল হ'য়েচে! শুক্‌না নদীর পথ ধ'রে উপনদীর স্রোতই ত এখন সাগরে গিয়ে প'ড়্‌চে, জোয়ার-ভাটা তবে না খেলে কেন ?

শান্তি। নদী শুকিয়েচে সত্য, কিন্তু সাগরের সীমা যে দূরেই আছে; জোয়ার কি এতদূর চেপে আস্‌তে পারে ?

শোভা। স্রোতের টান যদি বেড়ে যায়, তাহ'লে সাগর কি আর দূরে হয় ? স্রোত বাড়াও, নিকট হবে ; যত টান দেবে, ততই টান পড়্‌বে, এটা ত তোমারই কথা।

শান্তি। টান দিলে যদি টান পড়ে সখি, তাহ'লে আর কার টানে আমাদিগে

এতদূরে এসে পড়্‌তে হয়! যাকে টানা যায়, সেই নিকটে আসে; কিন্তু আমরা যত টান বাড়াচ্চি, ততই যে দূরে এসে প'ড়্‌চি!

শোভা। দূরে এসে প'ড়্‌চি, কি নিকট হ'চ্চি, তাই বা কে ব'ল্‌তে পারে?

শান্তি। নিকট হ'লে কি আর এ দূরের বেশ এখনও থাকে? যারা সংসার ছেড়ে দূরে আসে, তারাই ত এই বেশ ধ'রে বসে!

শোভা। সেটা তোমার ভুল হ'য়েচে। এটা দূরের বেশ নয়, নিকটেরই বেশ। সুদূরের সংসার ছেড়ে নিকটে আস্‌ব ব'লেই লোকে এ বেশ ধ'রে থাকে; সংসারই ত দূরের পথ, সেখান হ'তে যত দূরে থাক্‌বে, ততই নিকট হবে। বল দেখি, কত নিকটেই ছিলেম,—পাশাপাশি, মেশামিশি, দিবানিশি; সংসারে এসেই ত দূর হ'য়ে প'ড়েচি।

শান্তি। সংসার হ'তেও ত দূরে এসে প'ড়েচি, কিন্তু নিকট হ'তে পার্‌চি কৈ?

শোভা। পার্‌চিই বা না কেন? যখন বৃন্দাবনের পথ ধ'রেচি, তখন নিকট হ'য়েও প'ড়েচি।

শান্তি। মদনমোহনেরও দেখা পেয়েচিস্ না কি?

শোভা। আজ পাই আর না পাই; যখন বৃন্দাবনে যাব, তখন মদন-মোহনও পাব; আমার ত আর তোমার মত ঘরে মোদনমোহন নাই! আমার কেবল যে সেই ব্রজের কানাই; জীবন, যৌবন, মন সকলই তার চরণে অর্পণ ক'রে দিয়ে, কৃষ্ণায় নমঃ ব'লে পথে দাঁড়িয়েচি। মদনের নয়ন-ইঙ্গিতে ভয় করি না, শমনেরও কোন ধার ধারি না; আমার যে "যা কর তুমি মদনমোহন," তবে আর মদনমোহন দেখা না দেবেন কেন?

শান্তি। শোভা! আজ আবার তুই কাঁদালি! ঘরে যদি মদনমোহন

পেতাম, তাহ'লে কি আর মদনমোহন দেখ্‌বার জন্য বৃন্দাবনে যেতে হ'ত ?

শোভা। ঘরে না পাও, হৃদয়-মন্দিরে ত পেয়েই আছ !

শান্তি। তাতেই ত সব দিক নষ্ট ক'রেচি শোভা ! কুলও হারিয়েচি, শ্যাম পাবারও উপায় রাখি নাই। কি ব'ল্‌ব আর বল, যে নয়নজল মানুষের চরণে বর্ষণ ক'রেচি, সেই জলে যদি সেই সজল-জলদাঙ্গ শ্যাম-চাঁদের চরণ-যুগল ধৌত ক'র্‌তেম, তাহ'লে যে এতদিন মনের কালি মুছে যেত ! হৃদয় জোড়া ক'রে ফেলেচি। চিন্তামণি রাখ্‌বার স্থান যে আর রাখি নাই ! জীবন আমার নয়, মন আমার নয়, হৃদয় আমার নয়, সম্বল রেখেচি কেবল নয়ন-জল ; তাও যে হরিপাদপদ্মে পতিত হ'য়ে, জাহ্নবী-প্রবাহে মিশাতে চায় না !

শোভা। তবে আর বৃন্দাবনে যাচ্চ কি নিয়ে ? তীর্থে গেলেই, সেই তীর্থের দেবতাকে কিছু দিয়ে আস্‌তে হয়। তোমার কাছে আছে কি যে বৃন্দাবন-বিহারীকে দিয়ে আস্‌বে ? সবই ত হারিয়ে ব'সেচ !

শান্তি। সবই ত হারিয়েচি শোভা ! কিন্তু এখনও যা আছে, তাই তাঁকে দিতে যাচ্চি। নন্দরাণী মন দিয়েছিল, গোপ-রমণী জীবন দিয়েছিল, রাধাবিনোদিনী হৃদয় দিয়েছিল, আর চির-দুঃখিনী আমি ; আমার সকল সম্বল এই নয়ন-জল, সেই নীলমণিকে অর্পণ ক'রে, জন্মের মত নিশ্চিন্ত হ'য়ে আস্‌ব। সখি রে ! আজ আমি নয়নজল উপহার ল'য়ে, ব্রজরাজ-দর্শনে বহির্গত হ'য়েচি !

শোভা। সর্ব্বনাশ ক'রেচ আর কি !

শান্তি। কেন শোভা ! দুঃখিনী ব'লে কি সেই জগৎস্বামী আমার উপহার নেবে না ?

শোভা। নেবে না কেন, তাকে যে যা দান করে, সে তাই গ্রহণ করে ;

কিন্তু কার' দান যে সে কখন গায়ে রাখে না। তাকে একগুণ দান ক'র্‌লে, সে যে তার প্রতিদানে সহস্রগুণে তা প্রদান ক'রে থাকে! তাতেই বলি, সেই করুণা-নিদানকে নয়নজল দিও না, তাহ'লে এই জল আবার সহস্রগুণে বেড়ে উঠ্‌বে!

শান্তি। শোভা! সেটা তোর নিতান্ত ভুল! সেই চিন্তামণি কৃপাময়ের কৃপারূপ স্পর্শমণির সংস্পর্শে সোনা তামার আর প্রভেদ থাকে না; তার স্পর্শে সবই সোনা হ'য়ে যায়। তাকে ভাল মন্দ যাই দাও, সে ভাল বই আর মন্দ কাউকে দেয় না। তা নইলে কি প্রহ্লাদ তাকে বিষ দিতে সাহস ক'র্‌ত? আমিই কি কেবল আজ তাকে নয়নজল দিতে যাচ্চি? আমার মত কত দুঃখিনী যে কত দিন হ'তে তার চরণে নয়নবারি বর্ষণ ক'র্‌চে। সেই জন্যই ত সুর-শৈবলিনী তার চরণে তরঙ্গিণী! তার চরণে কি আর নির্ঝরিণী আছে; বিরহিণীর নয়ন-বারিই সন্তাপবারিণী জাহ্নবীরূপে প্রবাহিতা হ'য়েচে। মনস্তাপের যে কত জ্বালা, সেই জন্যই ত জাহ্নবী তা ভালরূপে জেনে নিয়েচে। সেই জন্যই শিবের জটায় বিরাজ ক'রে, নীলকণ্ঠের সেই বিষের জ্বালা শীতল ক'রে রেখেছে; এবং ভবে এসে সংসার-জীবের পাপ-তাপের দারুণ জ্বালা নিবারণ ক'রে দিয়েচে! সখি রে, হরি-পাদপদ্মে সমর্পিত বিরহিণীর উত্তপ্ত নয়ন-বারিই সন্তাপ-বারিণী জাহ্নবী-বারিতে পরিণত হ'য়েচে!

গীত

জান না কি সখি, সেই কমল-আঁখি,
দীনহীনের গতি এ মহীমণ্ডলে।
ভক্তি ক'রে তারে, বিষ দিলে পরে,
অমনি সে তাহায় নেয় গো সুধা ব'লে॥

ভাল-মন্দ তার সকলি সমান,
ভক্তাধীন সে যে ভক্তির ভগবান,
ভক্ত চণ্ডালেতে পায় সে চরণে স্থান,
ব্রাহ্মণ দূরে রয় ভক্তিহীন হ'লে ॥
যে চরণ-পরশে পাপিনী পাষাণী,
সতীকুলমণি রমণীর মণি,
যে লয় গো আশ্রয়—সেই পদাশ্রয়—
তার নাহি থাকে ভয়, কালেরই কবলে ॥
যে চরণ-পরশে সুর-শৈবলিনী,
হ'য়ে সমুদ্ভূতা পাপী নিস্তারিণী,
সে চরণ-রাজীবে শরণ নিলে ভবে,
পাপ-তাপ-জ্বালা যায় সব ভুলে ॥

ব্রাহ্মণ-বালকবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। এই ছুপুরের রোদে মাঠের মাঝখানে ছুটি পথিক দেখ্‌চি যে!

শোভা। পথে যতক্ষণ, ততক্ষণই পথিক; গৃহে গেলে আর পথিক থাকে না।

কৃষ্ণ। তোমাদের তবে গৃহ নাই বুঝি?

শোভা। গৃহ থাক্‌লে আর গাছতলায় দেখ্‌তে পাও কি?

কৃষ্ণ। গাছতলায় দেখ্‌তে পেলেই যে গৃহ থাকে না, এমন ত কোন কথা নাই! কৈলাসপতিও শ্মশানে থাকে।

শোভা। বেশ দেখেও ত বুঝ্‌তে পারা যায়।

কৃষ্ণ। তাই বা কেমন ক'রে যায়! গোলোক-রাজাও ত রাখালবেশে সেজে থাকে!

শোভা। সেটা তার সাধের সাজ।

কৃষ্ণ। সাধ ক'রেও ত তা হ'লে অন্য বেশে সাজা যায়। তবে আর বেশ দেখে বোঝা যায় কেমন ক'রে বল দেখি? ধর না কেন, তোমার নিজেরই কথা; তোমাকে দেখ্‌লে কিরূপ মনে হয়?

শোভা। আমি যা, তাই মনে হয়!

কৃষ্ণ। তুমি কি?

শোভা। দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক, এখন সন্ন্যাসী, তাই কি নয়?

কৃষ্ণ। কখনও কি হয়? দ্বাদশ-বর্ষীয়া রূপসী—এখন সাধ করে সন্ন্যাসী; কেমন এই ত নিশ্চয়!

শোভা। তুমি কি পাগল?

কৃষ্ণ। যে মেয়ে হ'য়ে পুরুষ সাজ্‌তে পারে, সে পাগল না আমি পাগল?

শান্তি। ব্যাপারটা মন্দ নয় দেখ্‌চি! পথে পথে দেখা হ'ল; আলাপ-পরিচয় সব গেল, একবারেই গণ্ডগোল উঠে প'ড়্‌ল!

কৃষ্ণ। নূতন কথাই বা কি হ'ল? পথে পথে দেখা হয়, আলাপ-পরিচয় আর কে লয়, সবাই ত গণ্ডগোলই জুড়ে দেয়। আমারও পথে পথে দেখা, তোমারও পথে পথে দেখা; আবার তুমি যাকে দেখ্‌তে চাও, তারও পথে দেখা; যার জন্য এই পথের দেখা, তার যে এই নিয়েই সংসার রাখা! তোমরা ত এই দু'জন, অনুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকা; কিন্তু কে ছিলে, কেন এলে, কোথায় আছ, কোথায় যাবে, এ পরিচয় কেউ কারও নিয়েচ কি? পথে পথেই দেখা হয়, দেখ্‌তে দেখ্‌তেই থেকে যায়, পরিচয় কেউ কারও নেয় না গো, পরিচয় কেউ কারও নেয় না!

শান্তি। বালক! কে তুমি?

কৃষ্ণ। তাই বা কেমন ক'রে জানি? আজ বালক, কাল যুবক, পরশু

বৃদ্ধ, তবে কেমন ক'রে ব'ল্‌ব, কে আমি? ব'ল্‌লে ত আর কিছুই ঠিক হবে না। তুমি কে সন্ন্যাসিনী?

শান্তি। আমি সন্ন্যাসিনী।

কৃষ্ণ। কিন্তু সীমন্তিনি! বোধ হয়, তুমি পতি-বিরহিণী।

শান্তি। না বালক! আমি পতি-বিরহিণী নই, পতি-সোহাগ-বিরহিণী। পতি-বিরহিণী হ'লে পর, বিলাসিনীই হ'তেম; তাহ'লে কি আর সন্ন্যাসিনী সেজে বৃন্দাবনবাসী হ'তে যেতেম? যারা পতির সঙ্গে বিরহ ঘটায়, তারাই ত কু-মতির কুহকে প'ড়ে, নরকের দিকে ছুটে যায়।

কৃষ্ণ। তাহ'লে পতির সোহাগ না পেয়েই তোমার এরূপ মন-বিরাগ উপস্থিত হ'য়েচে? কিন্তু আর কি তোমার কেউ নাই?

শান্তি। একটি ভাই আছে।

কৃষ্ণ। তাহ'লে কি এরূপ আসাটা ভাল হ'য়েচে?

শান্তি। ভাইও যে আমার তেমনি; দিনেকের জন্যও যদি তার সোহাগ পেতেম, তাহ'লেও পতি-সোহাগ-বিরহ ভুল্‌তে পার্‌তেম।

কৃষ্ণ। ভাইও তোমাকে ভালবাসে না?

শান্তি। ভালবাসা দূরের কথা, কখনও দেখা দিতে কাছে আসে না। তাকে দেখ্‌লেও যে মনের জ্বালা ভুল্‌তে পারি!

কৃষ্ণ। সে তবে ত বড় নিষ্ঠুর বটে!

শান্তি। কাজ দেখে মনে হয়; কিন্তু লোকে আবার অন্যরূপ কয়। সবাই বলে, তার হৃদয়ে অপার দয়ার তরঙ্গ খেলে।

কৃষ্ণ। এখন যাবে কোথায়?

শান্তি। ভাইটীর অনুসন্ধানে।

কৃষ্ণ। সে থাকে কোন্‌খানে।

শান্তি। শুনেচি, বৃন্দাবনে।

কৃষ্ণ। সে যে এখান হ'তে অনেক পথ,—ততদূর কি যেতে পার্‌বে?

শান্তি। যে তার কাছে যেতে চায়, শুনেচি, তার পথ যে আপনি নিকট হয়।

কৃষ্ণ। তবে ত তার গুণও অনেক।

শান্তি। তার গুণ অনেকই বটে, কিন্তু অনেকে আবার তাকে নির্গুণও ব'লে থাকে। সে গুণবান্ কি গুণহীন, তা ত কিছুই স্থির ক'রে কেউ কখনও ব'ল্‌তে পারে নাই।

কৃষ্ণ। সেটা তোমার ভুল কথা; যারা তাকে স্থির ক'রেচে, তারাই তার গুণ জেনে নিয়েচে। যারা অস্থিরেতে প'ড়েচে, তারাই তাকে নির্গুণ ভেবে ব'সে আছে। গুণ না জান্‌লে কি আর স্থির হ'য়ে থাকা যায়? যার গুণ নাই, তার কাছে কোনও ভরসা নাই।

শান্তি। তাই জেনেই ত তার অনুসন্ধানে যাচ্চি!

কৃষ্ণ। তা ত যাচ্চ, কিন্তু তার দ্বারা তোমার কি কাজ হবে বল দেখি?

শান্তি। অন্য কাজ আর কি হবে; এই আজন্ম-দুঃখিনীর দুঃখ-সঞ্চিত নয়ন-জল তাকে প্রদান ক'রে ব'ল্‌ব, ভাই রে! এই পতি-সুখ-বিরহিণীর বড় সুখের নয়নজল আজ তোর চরণে উপহার দিলাম; এই জল যেন তোর শ্রীপদে হ্রদ-নিঃসৃত জাহ্নবী-জলের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে, আমার মত সন্তাপিনীর মনের সন্তাপ শীতল করে! তার কাছে আমার এই কাজ!

কৃষ্ণ। আর ত কোন প্রয়োজন নাই?

শান্তি। আছে বই কি! লোকে আমার ভাইকে মনোমোহন ব'লে থাকে। শুনেচি, তাকে দেখ্‌লে মদনেরও মন ভুলে যায়, সেই মদন-মোহনকে একবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌ব!

কৃষ্ণ। সেই মনোমোহন দেখিয়ে বুঝি স্বামীর মন মোহিত ক'র্‌বে?

শান্তি। তাই ত মনে ক'রেচি।

কৃষ্ণ। তোমার সেই ভাইটীর নাম কি ?

শান্তি। নাম তার শ্রীপতি।

কৃষ্ণ। আমারও নাম যে শ্রীপতি গো, তা হ'লে আজ হ'তে আমি তোমার ভাই, তুমি আমার ভগ্নী ; কেমন ভগ্নি ! আমি তোমার ভাই হ'লেম ত ?

শান্তি। ভাই রে ! তোমার কথা শুনেই প্রাণ শীতল হ'য়ে গেল ; তোমার মত গুণের ভাই পেলে, কে আর না নিতে ইচ্ছা করে ? আজ হ'তে তুমি আমার ভাই, আমি তোমার অনাথিনী ভগ্নী। নিদারুণ সংসার-সন্তাপে প্রাণ যখন নিতান্তই জ্ব'লে উঠ্‌বে, তখন শ্রীপতি রে ! তোমাকে কোলে ল'য়ে,—তোমার ঐ মধুর কথা শ্রবণ ক'রে, সেই দারুণ জ্বালা শীতল ক'র্‌ব। (কৃষ্ণকে কোলে করিয়া) এস ভাই ! একবার কোলে করি ; এ অভাগিনী যে ভাই ব'লে কখন কাউকে কোলে নিতে পায় নাই !

গীত

আয় আয় দেখি ভাই কোলে।
জ্বালা জুড়াই রে, জুড়াই রে,
ও ভাই চাঁদমুখেতে ডাক দিদি দিদি ব'লে ॥
কি বলিব বল, ওরে যাদুমণি,
কেঁদে কেঁদে যায় দিবস-যামিনী,
আমি বড়ই জনম-দুঃখিনী ;—
ওরে সংসার-সন্তাপে, সদা মনস্তাপে,
দারুণ জ্বালায় প্রাণ যায় রে জ্ব'লে।

দুঃখসিন্ধুনীরে ভাসি অনিবার,
তুই রে শ্রীপতি, ক'রে দিলি পার,
হ'য়ে কর্ণধার ;—
যেন থাকিস্ না রে ভুলে, অভাগিনী ব'লে,
সন্তাপ শীতল ক'রিস্ মধুর কথা ব'লে ॥

কৃষ্ণ। (স্বগত) আজ আমাকেও কাঁদ্‌তে হ'ল—এই পতিব্রতা সতী-হৃদয়ের শীতলস্পর্শে আমারও প্রাণ যেন সুশীতল হ'য়ে গেল! এই স্নেহ-ময়ী ব্রাহ্মণবালার কোলে উঠে, গোকুলের সেই মা যশোদাকে মনে প'ড়্‌ল! আজ যেন সেই নন্দরাণীর কোলে উঠেচি! (কোল হইতে নামিয়া প্রকাশ্যে) ভগ্নি! আর তোমাকে বৃন্দাবনে যেতে হবে না।

শান্তি। কেন ভাই?

কৃষ্ণ। আমিই তোমার স্বামীর মন ভুলিয়ে দিব।

শোভা। তুমি কি তা পার্‌বে?

কৃষ্ণ। কেন পার্‌ব না? তোমরা বেশ্যার মন ভুলাতে পেরেছিলে, আর আমি বেশ্যাসক্ত-পুরুষের মন ভুলাতে পার্‌ব না? আমি এমন বশীকরণ জানি, মানুষ ত মানুষ, তাতে কত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর এমন কি সমস্ত জগৎবাসী পর্য্যন্ত আপনাকে আপনি ভুলে যায়। কখন কখনও ভোলানাথও তা হ'তে পরিত্রাণ পায় না।

শোভা। তুমি ত তাহ'লে সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পার দেখ্‌চি! আমাকেও ভুলিয়ে রাখ্‌বে না কি?

কৃষ্ণ। তোমাকে ভুলাতে কি আর বাকী রেখেচি? যখন গায়ে ছাই মেখেচ, তখনই ত তোমাকে ভুলিয়ে নিয়েচি।

শোভা। (শান্তির প্রতি) খুব ভাই পেলে কিন্তু যা হ'ক্; এই ভাইটীর

গুণে এখন হ'তে মদনও ভুল্‌বে। আর যিনি মদন-দাহন, তিনিও ভুল্‌বেন ; কিন্তু সাবধান! ভেয়ের ভুলে প'ড়ে, আপনাকে আপনি ভুলে যেও না।

কৃষ্ণ। তুমি একটু সাবধান হ'য়ে যেও ; কোথায় যাবে বল দেখি ?

শোভা। আমিও বৃন্দাবনে যাব।

কৃষ্ণ। প্রয়োজন ?

শোভা। জীবন-মন মনোমোহনকে অর্পণ ক'রে, তাঁর চরণের সেবাদাসী হ'ব।

কৃষ্ণ। যেও না, যেও না।

শোভা। কেন বল দেখি ?

কৃষ্ণ। তাহ'লে আর বাঁচ্‌বে না ; কেঁদে কেঁদেই চিরকালটা কেটে যাবে। তার যে সেই কমলা আছে, তা কি জান না ? স্বভাবতঃই সে প্রবলা ; সতিনীর নাম শুন্‌লে, উত্‌লা হ'য়ে কারও আর রক্ষা রাখে না। বিরজাই তার ভয়ে জল হ'য়ে,—নদীরূপ ধারণ ক'রে, কল্লোলের ছলনায় দিবানিশি উচ্চৈঃস্বরে রোদন ক'র্‌চে। তাতেই বলি, সেখানেতে যেও না, তেমন কাজ ক'রো না, সতিনীর জ্বালায় চির-জীবনটী জ্ব'লে-পুড়ে ম'র্‌তে হবে।

শোভা। তুমি ত সঙ্গে যাবে, তাহ'লে আর সে ভয়ই বা কেন থাক্‌বে ? তুমি সতী-অসতী সব ভুলাতে পার, আর সতীন ভুলিয়ে দিতে পার্‌বে না ? তা যদি না পার, তাহ'লে সবই তোমার মন-ভুলানো কথা হ'ল ! তোমায় নিয়ে আর কাজটা কি হবে বল দেখি ?

কৃষ্ণ। আমি না হয়, তোমার সতীন-বশই ক'রে দিলাম ; কিন্তু তুমি যার দাসী হবে, তোমাকে নিয়ে, তার ত কিছুমাত্র সুখ হবে না !

শোভা। কেন ?

কৃষ্ণ। যে তুমি ঝগড়া ভালবাস? পথের লোক পেলেই যখন ঝগড়া আরম্ভ ক'রে দাও, তখন তাকেও ঝগড়ায় ঝগড়ায় তিত ক'রে তুল্‌বে।

শোভা। এই কথা? তা হ'ক্‌, সে জন্য তোমাকে ভয় ক'রতে হবে না। আমি যার দাসী হ'তে যাচ্চি, তিতকে মিষ্ট কর্‌বার তাঁর বেশই ক্ষমতা আছে। নামে যার সুধা ক্ষরে, মধুর ভাব যার স্বভাব ধরে, বালক! তিত আর কতক্ষণ তার কাছে তিত থাক্‌বে? সুধার সাগরে প'ড়ে, স্বভাবের এ তিক্ত-ভাবও মধুর হ'য়ে যাবে।

সন্ন্যাসিনীবেশে চিন্তার প্রবেশ

চিন্তা। হ্যাঁ গা, এ অভাগিনী কোন্‌দিকে বৃন্দাবন যাবে?

শোভা। বৃন্দাবন যাবার কি আর কোন দিক নির্দ্দর্শন আছে? উত্তর দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম যে দিকে যাবে, সেইদিকেই বৃন্দাবন। চোখ বুজে আপন মনে চ'লে যাও।

চিন্তা। আপনারা এখানে?

শান্তি। কে চিন্তা? হাঁ ভগ্নি! এ সাজ কেন?

চিন্তা। সংসারেতে এসেচি, কত সাজে সেজেচি, কিন্তু শান্তি কৈ পেয়েচি? তাতেই অনেক ভেবে চিন্তে এই অন্তিমের সাজ ধ'রেচি! দিদি! এই সাজেই যে শান্তি পায় শুনেচি?

শোভা। কোথায় যাবে?

চিন্তা। বৃন্দাবনে।

শোভা। কেন?

চিন্তা। শুনেচি, যেখানে শান্তি-মেঘে কৃপাবারি বর্ষণ করে। আমি পাতকী চাতকিনী, চিরদিনটা সুশীতল বারি জ্ঞানে বিষের ধারা পান ক'রেচি! না গো না, মেঘে বারিবর্ষণ হয়, আবার বিদ্যুৎও বিকাশ পায়;

চাতকে বারিপান ক'রে থাকে আমি কেবল সেই বিদ্যুৎ অনল পান ক'রেচি! সে অনলের জ্বালা এখন জ্ব'লে উঠেচে; সেখানে গেলে সে জ্বালা কি শীতল হবে না?

কৃষ্ণ। হবে না কেন? হবে ব'লেই ত লোকে সেখানে গিয়ে থাকে!

চিন্তা। তুমি কে বালক?

কৃষ্ণ। আমি বৃন্দাবনযাত্রীর সঙ্গের সাথী গো, সঙ্গের সাথী!

চিন্তা। আমাকে কি তবে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে?

কৃষ্ণ। যাব না কেন? এই ত আমার কাজ, যে আমার সঙ্গে যেতে চায়, তাকেই আমি ল'য়ে যাই।

চিন্তা। বালক রে, বালক রে! তোর এত দয়া! এ অভাগিনীর মুখপানে কেউ যে ফিরে চায় না!

কৃষ্ণ। দেখ, যাকে কেউ চায় না, তার মুখপানে আমি দিবানিশি চেয়ে থাকি। চল না কেন, আমার সঙ্গে গেলে আর কারও মুখপানে চাইতে হবে না।

চিন্তা। ততদূর কি যেতে পার্‌ব?

কৃষ্ণ। পার্‌বে না কেন? এত দূর ত এসেচ, আর তত বেশী দূর নাই।

চিন্তা। পথের সম্বলও যে আমার কিছুই নাই।

কৃষ্ণ। কেন? কিছুই কি সঙ্গে ক'রে আন নাই?

চিন্তা। এনেছিলেম, আস্‌বার সময় যথেষ্টই এনেছিলেম,—এমন কি রাজা সেজে এসেছিলেম; কিন্তু এম্‌নি গাছের তলায়, কি আর ব'ল্‌ব বালক! একদিন এম্‌নি গাছের তলায়, একজন চোরের সঙ্গে দেখা হ'ল; বুঝ্‌তে না পেরে তাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে, এখন কাঙ্গাল সেজেচি রে, কাঙ্গাল সেজেচি! কিছুই কাছে রাখি নাই।

কৃষ্ণ। তা ত বুঝ্‌তেই পারছি ; তা চল, সেজন্য এখন আর আটক থাক্‌বে না, কিন্তু বৃন্দাবনে যাবে কি মানসে ?

চিন্তা। যার চরণ-পরশে পাপিনী অহল্যার উদ্ধার হ'য়েছিল, বৃন্দাবন তার লীলা-নিকেতন ; যমুনা-পুলিনে, নিকুঞ্জ-কাননে, সকল স্থানেই তার চরণ রেণু পতিত আছে ; ব্রজের সেই মহা-রজ স্পর্শ ক'রে, আমার এই পাপের দেহ পবিত্র ক'র্‌ব। অন্য আশা ক'র্‌লেও ত তা সফল ক'র্‌বার বল নাই ! এই পতিতা পাপিনী কি সেই পতিতপাবনের পদধূলা পাবে না ?

কৃষ্ণ। পাবে না কেন ? পতিতকে চরণ-ধূলা দিয়ে পবিত্র না ক'র্‌লে, আর তাকে পতিতপাবন ব'লে কে ডাকৃত ? দেখ পতিত, তাপিত, তাড়িত, ত্রাসিত, একান্ত-চিত্তে যে তাকে ডেকে থাকে তাকেই সে আশ্রয় দিয়ে রাখে।

গীত

ভক্তি ক'রে ডাকৃলে পরে
ও সেই ভক্ত-সখা, দেয় গো দেখা,
না এসে কি থাকৃতে পারে ॥
ওগো হরি হরি ব'লে, এ ভব-মণ্ডলে ;
তার চরণ-তলে লইয়ে আশ্রয়,
(তাকি জান না জান না গো)
(কত মহাপাপী ত'রে গেল)
সেই নামের গুণে, শমন-শাসনে,
থাকে না ক ভয় এ ভব-সংসারে।
(কে না জানে বল)

ওগো যার কৃপাবলে, জলে ভাসে শিলে ;—
কাষ্ঠ-তরী স্বর্ণ হয় গো, (বল বল কে না জানে)
(তার কৃপার গুণে) অকূলেতে কূল,
যে না পায় গো কূল, কূল দেয় হরি অকূল-পাথারে ॥
(সে যে অকূল কাণ্ডারী-হরি)

চিন্তা। কেমন ক'রে তাকে ডাক্‌তে হয় ?

কৃষ্ণ। যেমন ক'রে ডাকচ, মন প্রাণ হৃদয় তিনই ঐক্য ক'রে ডাক্‌তে হবে, তবে সে শুন্‌তে পাবে ;—অম্‌নি এসে দেখা দিবে, আপনার আশ্রয়ে নিয়ে যাবে! তুমি যে এখন ডাক্‌তে শিখেচ গো!

চিন্তা। পাপিনীর এ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কি ততদূর যাবে বালক!

কৃষ্ণ। খুব যাবে যে তাকে ডাকে, তাকে আর তার কাছে যেতে হয় না, সেই তার নিকটে আসে। দেখ আর একটী কথা, কিন্তু বড় মজার কথা বটে, পাপী যখন পাপ চিন্‌তে পারে, তখন আর সে পাপী থাকে না।

শান্তি। (চিন্তার প্রতি) ভগ্নি! মূলে যদি আপনাকে আপনি চিন্‌তে, তাহ'লে এই বৃক্ষমূলে এমন ভাবে আজ আর এই তিনের মিলন দেখ্‌তে হ'ত না।

কৃষ্ণ। এমনভাবে তিনের মিলন না হ'লে, আর আমাকেই বা দেখ্‌তে পেতে কেমন ক'রে ? ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, আমিই তার মর্ম্ম জানি গো, আমিই তার মর্ম্ম জানি। এখন বৃন্দাবনে নিয়ে যাই চল ; পথে আরও কাজ আছে।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[প্রান্তর ভূমি]

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ

বিল্বমঙ্গল। উদ্‌ভ্রান্ত পথিক আমি জানি না ক পথ,
নাহি তাহে কোন লক্ষ্য দৃষ্টিহীন আঁখি,
কোথা যাই, কিবা করি, নাহি রে স্থিরতা,
কোন্ পথে যাব তার নাহিক নির্ণয়,
ল'য়ে যায় মন যথা, যাই সেইদিকে।
গহন কানন কত পর্ব্বত কন্দর,
কত স্থান কত দেশ কত তীর্থভূমি—
শান্তি শান্তি রবে হায় ফিরিলাম কত!
মনে করি ওই শান্তি ডাকিছে আমায়,
শান্তি শান্তি বলি আমি যাই রে ছুটিয়া,
কিন্তু হায়, কোথা শান্তি, ভ্রান্তিময় সব!
নহে শান্তি, নহে শান্তি মনের বিকার!
কখন শ্রান্তির বশে পথশ্রমহেতু,
যদি বা তন্দ্রার ঘোরে হই বিচেতন,
মনে করি শান্তি বুঝি বসি শিয়রেতে,
শ্রান্তিদূর করিতেছে বীজনী-ব্যজনে!

চমকিত হ'য়ে উঠি, যাই ধরিবারে,
শান্তি শান্তি রবে হায় ধাই চতুর্দ্দিকে,
কিন্তু হায়, কোথা শান্তি, শূন্যময় সব!
ভ্রান্তি ভ্রান্তি—ভ্রান্তিময়, আর কেন হরি,
ভ্রান্তি দিয়ে ভুলাইতে ক'রেছ বাসনা।
যাক্ শান্তি, নাহি ক্ষতি ওহে শান্তিদাতা!
দাও স্থান চরণেতে কর শ্রান্তি দূর।
তুমি দিয়েছিলে শান্তি, তুমি নিলে হরি।
নাও হরি, নাও হরি, নাহি ক্ষতি তায়,
আর কেন, আর কেন, ভ্রান্তির বিকারে
ভুলাইতে চাও, ওহে ভব-কর্ণধার!
কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, ভব-কষ্টহারি,
কর পার কর্ণধার, এ ভব-তরঙ্গে।

লীলাময়! লীলাময়! না, না, আর যে পারি না, দারুণ পিপাসা! এইখানে একটু বিশ্রাম করি।

বালিকাবেশে রাধিকার প্রবেশ

রাধিকা। এই মাঠের মাঝে কে একজন লোক ব'সে র'য়েচে নয়!

বিল্বমঙ্গল। ওঃ, প্রাণ যায় বড়ই পিপাসা,
কোথা যাই, কোথা পাই পিপাসার জল,
কেমনেতে করি হায় তৃষ্ণা নিবারণ!
কে আছে এখানে দেয় পিপাসায় জল।
কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, ওহে বংশীধারি!
শান্তি-বারি-বরিষণে ওহে শান্তিদাতা,

ক’রে দাও শ্রান্তিদূর শান্তির নিদান
পিপাসার হাত হ’তে পাই পরিত্রাণ !

রাধিকা। এ জনহীন মাঠের মাঝে কে গা তুমি ?

বিল্বমঙ্গল। কে এমন মধুরস্বরে সম্বোধন ক’র্‌লে ?

রাধিকা। আমি পথিক, তুমি পিপাসায় কাতর হ’য়ে জল জল ক’র্‌ছিলে, তাই তোমাকে জল দিতে এসেচি।

বিল্বমঙ্গল। বড়ই মধুর, বড়ই মনোমুগ্ধকর, বড়ই আশাপ্রদ। বীণা-বিনিন্দিতস্বরে বাঁশরীর রবে, কে তুমি সান্ত্বনা-শীতল-বারি প্রদান ক’র্‌তে এলে ?

রাধিকা। আমি ব্রাহ্মণ-বালিকা !

বিল্বমঙ্গল। তুমি ব্রাহ্মণ-বালিকা ! এখানে কি ক’র্‌তে এসেচ ? তোমার সঙ্গে আর কে আছে ?

রাধিকা। আমার সঙ্গে আর কেউ নাই।

বিল্বমঙ্গল। এই জনহীন বিজন প্রান্তরে তুমি একলা এসেচ কেন ? তোমার কি কেউ নাই ?

রাধিকা। আমার সব আছে গো—আমার সব আছে। আমার ঘর আছে, সংসার আছে, স্বামী আছে ; কিন্তু হ’লে কি হবে, থাক্‌তেও আমার কিছুই নাই গো, সব থাক্‌তে কিছুই নাই।

বিল্বমঙ্গল। তোমার স্বামী আছে, তবে তোমার স্বামীর কাছে থাক না কেন ?

রাধিকা। আমি থাক্‌ব কি গো, সে যে আমায় থাক্‌তে দেয় না।

বিল্বমঙ্গল। কেন ?

রাধিকা। থাক্‌তে দেবে কি, সে যে কোথায় থাকে তারই সন্ধান পাই না। তাকে দেখ্‌তে না পেলে, তার কাছে থাকি কেমন ক’রে বল ?

বিল্বমঙ্গল। কেন, তোমার স্বামী কি বাড়ীতে থাকে না ?

রাধিকা। না গো না।

কখন পুলিনে, কখনও কাননে
কখন পর্ব্বতে, কখনও কন্দরে,
কখনও বা ধায় জলন্ত-আগুনে,
কখনও বা থাকে জলের ভিতরে।
কখনও বা শুনি ফিরে মাঠে মাঠে,
কখনও গোঠেতে করে বিচরণ।
কখনও বা শুনি বসি রাজপাটে,
রাজকার্য্য কত করে অলোচন!
কখনও বা শুনি কদম্বের তলে,
বাঁশরীর স্বরে গোপীকার মন,
বাজায়ে মধুর রাধা রাধা ব'লে,
হরে গো তাদের কুলমানধন।

বিল্বমঙ্গল। তোমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। তুমি কি পাগল ?

রাধিকা। আমি পাগল নই গো আমি পাগল নই ; সেই যে আমাকে পাগল ক'রেচে !

বিল্বমঙ্গল। কে তোমায় পাগল ক'রেচে ?

রাধিকা। সেই গো সেই।

যার গোলেতে প'ড়ে, সবাই বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
গোলকধাঁধার গোলের মত কেউ পালাতে নারে।
আমি পাগল, তুমি পাগল, পাগল সবাই ভবে,
নইলে কি আজ এখানেতে আস্‌তে এমন ভাবে।

গীত

ওগো আমি ত নই গো পাগল।
পাগল ক'রেচে আমায় সে বিশ্ব-পাগল॥
যে পাগলের গোলে প'ড়ে, ভোলা সতীদেহ বুকে ক'রে,
(কত কেঁদেছিল গো) (হায় সতী কোথায় সতী ব'লে)
(তাকি জান না জান না) (কোন্ পাগলের খেলায় প'ড়ে)
ও তা জান্‌তে যদি, তাহ'লে কি ব'ল্‌তে পাগল।
যে পাগলের গুণগানে, পঞ্চানন পঞ্চ-বদনে,
(সদা হরি হরি বলে গো)
(বিষাণ বাজায়, সিদ্ধি খায়, আর হরি বলে গো)
(শ্মশানে মশানে বেড়ায়, আর হরি বলে গো)
(কিছু চাহে না চাহে না) (তাঁকে বিনা কিছু চাহে না)
ওগো তারই পাগলামিতে চলে এই ভূমণ্ডল।

বিল্বমঙ্গল। এখন তুমি কোথায় যাবে ?

রাধিকা। কোথায় যাব কেবা জানে,
কেউ কি ব'ল্‌তে পারে।
জান্‌লে পরে এমন ধারা,
বেড়ায় কি গো ঘুরে।
কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম,
এখন যাব কোথা ;
জান্‌ব যদি, এমন ভাবে,
কইতে হয় কি কথা।

বিল্বমঙ্গল। কোথায় যাবে তাই যদি জান না, তবে বালিকা, ঘর ছেড়ে এলে কেন ?

রাধিকা। কি কাজেতে এসেছিলাম,
মজেছি কি কাজে।
কেবা ভাবে কেবা বোঝে,
বল ভবের মাঝে।

বলি হাঁ গা, আমায় একটা কথা ব'ল্‌বে ?

বিল্বমঙ্গল। কি ব'ল্‌তে হবে, বল ?

রাধিকা। তুমি যে এই একলা মাঠের মাঝে ব'সে র'য়েচ, আমি নিত্য আসি, নিত্য যাই, কিন্তু তোমাকে ত দেখি নাই !

বিল্বমঙ্গল। আমাকে দেখ্‌বে কেমন ক'রে ? আজ আমি এখানে নূতন এসেচি।

রাধিকা। তোমার বাড়ী কোথা ?

বিল্বমঙ্গল। আমার বাড়ী অনেক দূর ব'ল্‌লে কি বুঝ্‌তে পার্‌বে ?

রাধিকা। যদি বুঝ্‌তে না পারি, তবে ব'লে কাজ নাই ; কিন্তু তোমার কে আছে, তা ব'ল্‌লে ত বুঝ্‌তে পার্‌ব।

বিল্বমঙ্গল। আমার সবই আছে। না না না,—একদিন ছিল ; সুখ ছিল, শান্তি ছিল, সম্পদ্ ছিল, শোভা ছিল ; কিন্তু এখন আর কিছুই নাই।

রাধিকা। গেল কিসে ?

বিল্বমঙ্গল। কিসে গেল কি বলিব আমি,
চিন্তারূপ মোহ-ঘোরে হ'য়ে বিমোহিত,
শান্তিকে অশান্তি-জ্ঞানে দিয়েছি ভাসায়ে,
শান্তির সঙ্গিনী শোভা গেছে তার সাথে।

রাধিকা। শুন্‌লেম সব, বুঝ লেমও বেশ ; কিন্তু এখন কি ক'র্‌বে ?

বিল্বমঙ্গল। শান্তি গেচে, শোভা গেচে, সেইজন্তে শান্তিহীন সুখ সম্পদ্ পরিত্যাগ ক'রে, শান্তিদাতার অন্বেষণে বৃন্দাবনে যাব ব'লে এসেচি।

রাধিকা। তুমি বৃন্দাবনে যাবে ? তবে চল না আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

বিল্বমঙ্গল। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ? আমি তোমার সঙ্গী হব! হায় বালিকা! এই দৃষ্টি-শক্তিহীন তোমার পথ-প্রদর্শক হ'য়ে যাবে!

রাধিকা। কেন, তুমি কি অন্ধ ?

বিল্বমঙ্গল। দেখে বুঝ্‌তে পার্‌চ না ?

রাধিকা। না, তোমার চক্ষু তো বেশ র'য়েচে ?

বিল্বমঙ্গল। চক্ষু আছে বটে,—কিন্তু চ'ক্ষের দৃষ্টি-শক্তি নাই।

রাধিকা। কেন, তুমি কি জন্ম-অন্ধ ?

বিল্বমঙ্গল। না তা নয়। তবে সম্প্রতি হ'য়েচি বটে।

রাধিকা। কিসে হ'ল ?

বিল্বমঙ্গল। সে অনেক কথা, সময়ান্তরে ব'ল্‌ব।

রাধিকা। তবে চল, আমি তোমায় রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাই। তুমি আমার সঙ্গে এস।

বিল্বমঙ্গল। তুমি অপরিচিত, তোমার সঙ্গে যাব কি ক'রে ?

রাধিকা। পরিচয় কি আপনা হ'তে হয় ? পথে পথে দেখা হয়, পথে পথে পরিচয় হয়! আর কোন্ কালে কার পরিচয় পায় ? পরকে আপন ক'র্‌তেও পার্‌লেই আপন হয়। আমার কেউ নাই, তোমারও কেউ নাই! তুমিও পর, আমিও পর। এখন তুমিও আপনার, আমিও আপনার। এখন তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ভগ্নী। কেমন ভাই! এখন আপনার হ'তে পার্‌বে ত ?

বিল্বমঙ্গল। এই হতভাগ্যকে এমনধারা আপন ব'লে সম্বোধন ক'র্‌তে, এ সংসারে আর কেউ নাই। তুমি দয়াবতী, তাই এ পতিতকে আপন ব'লে কোলে টেনে নিলে ; কিন্তু দেখ' ভগ্নি ! আর যেন ত্যাগ ক'র না।

রাধিকা। না গো না, এখন তবে চল।

[বিল্বমঙ্গলের হাত ধরিয়া রাধিকার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[বৃন্দাবনধাম]

শান্তি, শোভা, চিন্তা ও রাখালবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। এই ত ভগ্নি, বৃন্দাবনে এসেচি !

শান্তি। শ্রীপতি রে, বৃন্দাবনে আন্‌লি, কিন্তু সেই বৃন্দাবনবিহারী কৈ ? সেই পতিতপাবনকে দেখা ভাই ! সেই সন্তাপহারীর চরণ-তলে নয়নজল নিক্ষেপ ক'রে মনের অনল সুশীতল করি।

কৃষ্ণ। ভগ্নি যখন বৃন্দাবনে এসেচ, তখন বৃন্দাবনবিহারীরও দেখা পাবে।

শোভা। এখন তা ব'ল্‌লে ত আর ছাড়্‌চি না ! তখন যে কত কথাই ব'লেছিলে ; এখন যদি ভাল চাও, বনমালীকে এনে দাও।

কৃষ্ণ। আমি বনমালীকে কোথা পাব ? তুমি বেশ মজার লোক ! একদণ্ড ঝগড়া না ক'র্‌লে যে, থাক্‌তে পার না দেখ্‌চি !

শোভা। ঝগড়া কি সাধে করি, ঝগড়া না ক'র্‌লে যে তোমার মন পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণ। (চিন্তাকে) কৈ তুমি ত কিছু ব'ল্‌লে না ?

চিন্তা। কি আর ব'ল্‌ব বল, এই পতিতা পাতকিনী তোমারই কৃপায়

সেই পতিতপাবনের লীলা-ক্ষেত্র বৃন্দাবন-ধামে যখন আস্‌তে পেরেচে, তখন অন্য প্রার্থনা কি ক'র্‌ব বল ; আর ক'র্‌লেই বা এমন সাধনা কি আছে যে, সেই সাধনের ধন পতিতপাবন, এই পতিতা পাপিনীর নয়ন-পথের পথিক হ'য়ে, এই পতিতাকে পদ-রজ দিয়ে, উদ্ধার ক'র্‌বেন ! শ্রীপতি রে ! সে কামনা করি না ; আর ক'র্‌লেই বা সে দুরাশা সফলের আশা কোথা ? বালক রে, যাঁর কণামাত্র করুণা পাবার জন্য, শুকদেব সুখময় সংসার ত্যাগ ক'রে কাননবাসী ; শঙ্কর সোনার কৈলাশ পরিহার ক'রে শ্মশানচারী ; ব্রহ্মা যোগাসন সার ক'রেচে ; মহর্ষি নারদ যার নামগুণগানে অহর্নিশি হরিবোল হরিবোল ব'লে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ ক'র্‌চে ; তার দর্শন-আশা কেবল কি দুরাশা নয় ? তবে সেই দীনতারণ যদি নবঘন-শ্যামরূপে শান্তি-সুধা-বরিষণে এই পিপাসিতা চাতকিনীর প্রাণের পিপাসা সুশীতল ক'রে দেয়, সেটা কেবল সেই দয়াময়ের দয়ার গুণ ; তাতে আর অন্য কিছুই নাই !

বিল্বমঙ্গলের হস্তধারণপূর্ব্বক রাধিকার প্রবেশ

রাধিকা। (প্রবেশপথ হইতে) এই সেই বৃন্দাবন।

বিল্বমঙ্গল। এই সেই বৃন্দাবন ?
কৃষ্ণ-লীলা নিকেতন !
কিন্তু কই শুনি নুপূর-ঝঙ্কার,
কই শুনি বাঁশরীর স্বর ;—
রাধা-গুণ-গানে সদা থাকে অবিরত।
গোকুল আকুল হয় যে বাঁশীর স্বরে,
আকুল গোধন-কুল ধায় সেই দিকে।

কুল ত্যজি গোপীকুল, ছাড়ি গৃহবাস,
ত্যজ্য করি ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন,
ত্যজ্য করি পতি-পুত্র সুহৃদ্-মণ্ডলী,
যায় সবে কদম্বের তলে—
ধায় সবে যমুনার কূলে।
যমুনা উজান বয় প্রতিকূল-স্রোতে,
কেন নাহি শুনি হায়, সে বাঁশীর স্বর,
নীরব, নীরব হায়, কেন ব্রজধাম।

কৃষ্ণ। দেখ ভগিনি! কেমন দুটী লোক আস্চে! ওদিকে কি চিন্তে পার?

শোভা। শাস্তি ত আর চিন্তামণির হৃদয়-বিহারিণী নয় যে, যাকে দেখ্বে, তাকেই চিন্তে পারব!

শান্তি। চিনেছি শ্রীপতি রে, চিনেছি ভাই! যাঁর ভালবাসায় বঞ্চিতা হ'য়ে স্বজন-সংসার পরিত্যাগ ক'রে বিজন-বাস আশ্রয় ক'রেচি; ধন-রত্ন উপেক্ষা ক'রে, ভিখারিণী বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ ক'রেচি; যাঁর বিহনে সম্পদে মন ম'জত না, ধনে মনের সুখ পেতাম না, সেই ধন-রত্ন-পরিপূর্ণ সংসার-বাসে কেবল অশান্তি-অনলে জর্জ্জরিত হ'তেম, যাঁর ক্ষণিক দর্শনে, এই অশান্তিপূর্ণ হৃদয়-মরুতে সহসা শান্তি-উৎস প্রবাহিত হ'ত, নারী-জন্মের একমাত্র সম্বল, হৃদয়-মন্দিরের একমাত্র দেবতা, সংসার-জলধি-জলে এই জীবন-তরণীর একমাত্র কাণ্ডারী, সেই পতি, শ্রীপতি রে সেই পতি ভাই!

কৃষ্ণ। ভগিনি! তুমি পতির দেখা পেয়ে, সব ভুলে গেলে যে! এখনই হয় ত আমাকে পর্য্যন্ত ভুলে যাবে!

শান্তি। শ্রীপতি রে! যাঁর জন্ত সংসার ভুলেচি, স্বজন ভুলেচি, ধন-সম্পদ্

সমস্ত ভুলেচি ; সেই পতিকে যদিও কখন ভোলা সম্ভব হয়, কিন্তু তোকে কখনও ভুল্‌ব না ! ভাই শ্রীপতিরে ! ভুল্‌ব কি, যখন চক্ষু মুদিত ক'রে, এই হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রাণপতির পবিত্র-মূর্ত্তি দর্শন করি, তখন দেখ্‌তে পাই, হৃদ্‌-পদ্মাসনে প্রাণপতির প্রেমময় পবিত্র মূর্ত্তির সহিত তোর ঐ নবঘনশ্যাম-বিনিন্দিত সুন্দর সুঠাম-মূর্ত্তি একাসনে বিরাজ ক'র্‌চে ! ভুল্‌ব কি ভাই ! তুই যে মনপ্রাণ সমস্ত অধিকার ক'রে ব'সেচিস্‌ !

রাধিকা। এই ত বৃন্দাবনধামে এসেচ, এইবার আমি যেতে পারি ?

বিল্বমঙ্গল। কোথায় ?

রাধিকা। কেন, নিজের কাজে। তুমিও নিজের কাজে যাও, আমিও নিজের কাজে যাই। আর ত তোমার সঙ্গে আমার ঘুর্‌লে চ'ল্‌বে না !

বিল্বমঙ্গল। তা বুঝ্‌লেম, কিন্তু ;—

রাধিকা। কিন্তু আবার কি ? বৃন্দাবনে যাব ব'লেছিলে, বৃন্দাবনে ল'য়ে এসেচি ; এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, যেতে পার।

বিল্বমঙ্গল। তুমি বৃন্দাবনে আন্‌লে, কি কোন্‌ নিবিড় বনে আন্‌লে, তারই বা প্রমাণ কি ?

রাধিকা। আমি তোমার সঙ্গে ত এত গঙ্গাজলী কর্‌তে আসি নাই ! তোমার ইচ্ছা হয় যাও, না হয় এইখানে থাক।

(বিল্বমঙ্গলের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান)

বিল্বমঙ্গল। সে কি ভগিনি ! তখন যে ভাই ব'লে, কত আদর ক'রে সঙ্গে ল'য়ে এসেছিলে ? এখন এত নিষ্ঠুরা হলে কেন ? সে আদর, সে যত্ন, কোথায় গেল ?

রাধিকা। এই ত এখানে র'য়েচি, তুমি এস না !

বিল্বমঙ্গল। কৈ, কোন্‌দিকে দেখ্‌তে না পেলে, কেমন করে যাই বল ?

রাধিকা। তবে দেখ।

(রাধাকৃষ্ণের যুগলভাবে দণ্ডায়মান)

বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা প্রভৃতি সখিগণের প্রবেশ।

গীত

দেখ রে দেখ নয়ন-ভ'রে এ রূপের মিলন ॥
কিবা অপরূপ রূপের শোভা মরি কি মধুর-দর্শন ॥
নব-নীরদের কোলে, যেন বিজলী খেলে,
ওর থেকে থেকে আপনি দোলে—
মন-শিখি হয় মগন ॥
কিবা করেতে বাঁশী, কিবা অধরে হাসি,
সদা রাধা রাধা রাধা ব'লে—করে সবার মন-হরণ ॥

বিল্বমঙ্গল। নবীন নীরদের কোলে সৌদামিনীর বিকাশ! মরি, মরি! কি অপরূপ রূপের সমাবেশ! একি ভ্রান্তি! (চোক মুছিয়া) না না, তাই বা কেন হবে? যমুনার কূলে কদম্ব-তরুমূলে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন! সখিগণ-পরিবেষ্টিত নব-ঘন-শ্যামের উদয় হ'য়েচে; মরি মরি! রূপের তুলনা নাই রে, এ রূপের আর তুলনা মেলে না রে!

শান্তি। শ্রীপতি রে! ভগ্নি ব'লে কোলে গিয়ে, যার মনের জ্বালা শীতল ক'র্‌লি, তার সঙ্গেও ছলনা! হাঁ ভাই! ছলনা ক'র্‌তে জান ব'লেই কি ছলনা ক'র্‌তে হয়?

শোভা। ছলনা প্রবঞ্চনা প্রতারণা যার চিরকালের স্বভাব, তার সে স্বভাব যাবে কেমন ক'রে?

কৃষ্ণ। কিন্তু তোমারও ত ঝগড়া করা স্বভাব গেল না!

শোভা। ঝগড়া কি সাধে করি, ঝগড়া না ক'র্‌লে যে তোমার মন পাওয়া যায় না।

স্নকর্ম্মা ও নন্দার সহিত নারদের প্রবেশ

নারদ। হরি হরি, মরি মরি, লীলাময় হে! তোমার লীলা-রহস্য বোঝা বড় বিষম দায়। কখন যে তুমি কি ভাবে কোন্ খেলার অবতারণা কর, তা কি কারও বোঝবার ক্ষমতা আছে! যুগে যুগে যা কেউ কখন বুঝ্‌তে পারে না, এই ক্ষুদ্রমতি নারদ তা কেমন ক'রে বুঝ্‌বে বল! (বণিক-পত্নীর প্রতি) মা! তোমাদের কাছে একদিন আমি সত্যে আবদ্ধ হ'য়েছিলেম; আজ সেই সত্য হ'তে মুক্ত হ'লেম।

নন্দা। মহর্ষি গো, এ কি স্বপ্ন না সত্য। আপনার চরণ-কৃপায় যে অমূল্য-ধনের অধিকারী হ'লেম, সে ধন যে কেউ কখনও সহজে পায় না। যার দর্শন পাবার আশায় অনশনে, অনিদ্রায়, অহর্নিশি লোকে যোগাসন সার করে; সেই সাধনার ধন, ভক্তের হৃদয়রঞ্জন বিনা সাধনায় এই ভক্তিহীনার নয়নপথে নিপতিত! মরি মরি! এ যে স্বপ্নের অতীত! এ যে দুরাশার অবশ্যম্ভাবী ফল!

কৃষ্ণ। মা! সতীর সতীত্ব-বল অপেক্ষা কি সাধনার বল বেশী? যে রমণী কায়মনে পতির চরণে মন-প্রাণ বিক্রয় করে, পতিভক্তি যাদের সার-ধর্ম্ম, পতির চরণ-সেবা যাদের একমাত্র কর্ম্ম, তাদিগে আর স্বতন্ত্রভাবে এই কমলাপতির আরাধনা ক'র্‌তে হয় না। তাদের সেই পতিভক্তির বলেই যে, এই বিশ্বপতি তাদের কাছে অচ্ছেদ্য-বন্ধন-পাশে বাঁধা থাকে মা!

নন্দা। নিলমণি রে, মা ব'লে ডেকেচিস্, দেখিস্ বাপ, আর যেন এই দুঃখিনী মাকে পরিত্যাগ করে যাস্‌নে।

কৃষ্ণ। হাঁ মা! সন্তান কি কখনও মা-বাপকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারে?

নারদ। বণিক্-প্রবর! কই তুমি ত কিছু ব'ল্‌লে না?

সুকর্ম্মা। ঋষিরাজ! ঐ সম্মোহন রূপের ছটায় যে মনঃপ্রাণ বিমোহিত হ'য়ে গেচে! মন যে ঐ রূপ-সাগরের অতল-তলে নিমগ্ন হ'য়ে আছে! আর কি কিছু বল্‌বার যো আছে।

শান্তি। শ্রীপতি রে, তখন ভাই রাখালবেশে এই দুঃখিনীর কোলে গিয়েছিলি, এখন আয় ভাই রাখালরাজ! এই মদনমোহনবেশে কোলে এসে, দুঃখিনী ভগ্নীর মনের বাসনা পূর্ণ কর্।

নন্দা। এস মা! চিন্তামণির হৃদয়-বিহারিণী তুমি, এই বণিক্-বনিতার কোলে এসে শূন্য কোল পূর্ণ কর মা!

(শান্তির কোলে কৃষ্ণ ও নন্দার কোলে রাধিকা)

সখিগণ। গীত

আয় রে আয় সবাই মিলে হরি ব'লে আয়,
হরি ব'লে, আয় রে চ'লে, ভব-পারাবারে যাই।
ক'র্‌লে হরিনাম সার, ভবে ভাবনা কি রে তার,
সকল আশার হয় রে সুসার, থাকে না ক কোন ভয়॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন